পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়**	১৩	১৩	--	--	০৫	০৬	২৫ - ১৬০	--	২.৮৯ - ১৯.৭১

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ১৩টি

০২। **ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ**

মূলত: নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণসমূহ হচ্ছে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ব্যতীত প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী ইত্যাদি। তাছাড়া সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয় মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা বৃদ্ধি না পেলেও প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভূক্ত না করা, বারবার ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিহেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের পরিমাণ হ্রাস করে প্রকল্প সংশোধন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কারণে অনেক প্রকল্প মূল পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

০৩. **প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ**

ক্র: নং:	**প্রকল্পের নাম ও সমস্যা**	**সুপারিশ**
০১।	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়; এনজিও'কে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োজিত এনজিও'র দক্ষতা, সাংগঠনিক কাঠামোর দূর্বলতা এবং অনভিজ্ঞতার কার ণে ফি ল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়;	প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো WMA/WMG যেন টেকসই হয় এবং নির্মিত/ মেরামতকৃত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অব্যাহত থাকে সে জন্য নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তার লক্ষ্যে সমিতি/দল কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;
০২।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউ বোর্ডের অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন (দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্প ন ধীরগতি, ব্লক সরে যাওয়া , বাঁধ নিয়মিত মনিটরিং না করা , এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয়	উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার সমূহ দীর্ঘ সময় পূনর্বাসন/মেরামত না করায় প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা এবং নি ম্নচাপ জনিত কারনে সৃষ্ট উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে পোল্ডারের অবকাঠামো সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশ
	বরাদ্দ না থাকা, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা।	ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে; প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;
০৩।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর এ দেখা যায় জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ৯ জন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে; বুড়িচং উপজেলার মিরপুরে গোমতি নদী ডান তীর সংরক্ষণকৃত স্থানে বালু পরিবহনবাহী ট্রলার নোঙর করায় সংরক্ষণকৃত কাজটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়া পরিবহনকারী ট্রাক্টর নদীর বাঁধের উপর চলাচল করছে। এতে বাঁধের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিত র্যা ম্পের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত প্রতীয়মান হয়নি ।	প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে;রাজস্ব বাজেতের আওতায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের রক্ষণাবেক্ষ ণ নিশ্চিত করা যেতে পারে; বালি পরিবহনকারী ট্রলার যাতে নদীর তীর সংক্ষণ কাজের এবং বালু পরিবহনকারী ট্রাক্টর যাতে নদীর embankment ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে; প্রকল্পের External audit সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে
০৪।	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরসরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) স্থানীয় জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া, নদীর তীরে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন করার ফলে নদীর তীরের নীচের গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে,দুই একটা জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছেগাইড বাধেঁর বেশ কিছু স্থানে উঁচু-নিচু খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে	দক্ষিণ-পূর্বচর চাঙ্গিয়ার চর খন্দকারসহ ৭নং সোনাগাজী উপজেলার কৃষি জমি লবনাক্ততার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য মুহুরী প্রজেক্টের রেগুলেটর থেকে চর আবুল্যা এবং বাহির চর মৌজা হতে বড়ধলী পর্যন্ত গাইড বাঁধ /আউটার বেড়ী নির্মাণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, নদীর তীরে ড্রেজিং -এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়ো জনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ,যে সমস্ত জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছে সেগুলোর মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, গাইড বাধেঁর উপর মহিষ চলাচল বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ; সম্পাদিত প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট অবজেকশনগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে.
০৫।	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি। স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটির যথাযথভঅবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।	প্রকল্পটির কাজের স্থায়ীত্ব ও স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তা নিয়মিত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশ
০৬।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প পাম্প হাউজটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কিছু জনবলের সংকট রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	পাম্প হাউজটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করতে হবে।
০৭।	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা (হাইমচর) এবং বাঙ্গারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়া,মাঠ পর্যায়ে জনবলের স্বল্পতা,জিও ব্যাগ খোলা আকাশের নিচে, ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্টক ব্লক ব্যবহার না করা.	র আওতায় সংস্থানকৃত গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।হাইমচর অংশের দক্ষিণে তীর রক্ষা কাজের শেষে পর্যায়ে এলাকাতে ভাঙ্গন দেখা দেয়ায় উক্ত এলাকাতে দ্রুত নদীর তীর রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে স্টক ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে। অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আলোতে জিও ব্যাগ রয়েছে সেগুলো পানির মধ্যে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্লকের একটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে;
০৮।	**চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ।** আবাদী জমিতে স্টক ব্লক সংরক্ষণ করা, ব্লক সরে গিয়ে বাধেঁ নদীর পাড়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি,কাজের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়া।	আবাদী জমি হতে স্টক ব্লক দ্রুত সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে , নদীর তীর রক্ষা কাজের যে সমস্ত অংশে ব্লক সরে গিয়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে , বাপাউবো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দ্রুত জনবল পদায়ন করতে হবে , অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে , বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্ল কের একটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে।
০৯।	**সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প** সময়োপযোগী সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি , প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষ ণ অনিশ্চয়তা; প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে ৯ টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি।	ভবিষ্যতে সময়োপযোগী সম্ভাব্যতা/ কারিগরী সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ণ করতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে; ইতোমধ্যে যেসব স্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মেরামতের বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে; External Audit এর আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ২ মাসের মধ্যে আইএমইডি তে অবহিত করতে হবে।

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশ
১০।	**নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমরুদ্দিন ও বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প** বিভিন্ন স্থানে ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ, জিও ব্যাগ সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকা , তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গ ন এবং এক্সটার্নাল অডিটে বেশ কিছু আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া।	যে সমস্ত স্থানে ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেখানে স্টক ব্লক হতে দ্রুত ব্লক ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; তমরুদ্দিন আঠারবেকি ইউনিয়ন হতে পশ্চিম খিরুদিয়া আজমর খাল পর্যন্ত ১২০০ মিটার এলাকাতে বেড়ি বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিবেচনা করা যেতে পারে; তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন রোধে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং এক্সটার্নাল অডিটের আপত্তিগুলো দ্রত নিষ্পত্তি করতে হবে।
১১।	**ডেভেলপমেন্ট ফেজ অব ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিষ্ট্রিক।** পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ হতে শু রু করে পরামর্শকের বিল প্রদান পর্য ন্ত সমস্ত কার্যক্রম ORIO কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র Inception Report, Interim Report, Draft Final Report ও Final Report প্রকল্প পরিচালক বরাব র দাখিল করেছে। দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের অংগভিত্তিক বিভাজন , ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি ইত্যাদি প্রকল্প অফিসে সরবরাহ করা হয়নি।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ সংস্থা দাতা সংস্থার অসহযোগিতার বিষয়টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-কে অবহিত করতে পারে; প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে আরও তৎপর হতে হবে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে; প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে।
১২।	**চন্দনা-বারাশিয়া নদী খনন প্রকল্প** ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন, কোন ধর নের সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতী ও উদাসীনতা এবং নদীর পাড় ভেঙ্গে যাওয়া।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিজাইনে ত্রুটি থাকার বিষয়টি নজরে আসার পরও তা সংশোধন না করেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে; রাজবাড়ি জেলার চান্দনা নদী খননে প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখবে; প্রকল্পের ডিজাইনে ত্রুটি ছিল কি-না সে বিষয়টি একটি কারিগরী কমিটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারে এবং চান্দনা নদী পুনঃ খনন করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ চলাচলের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ক্র: নং:	প্রকল্পের নাম ও সমস্যা	সুপারিশ
১৩।	করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যানিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক বদল, রেগুলেটর এর প্রোটেকশনে ব্লক ডেবে যাওয়া, আউটলেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্থার তদারকির অভাব, প্রকল্পের Internal এবং External অডিট সম্পাদন করা হয়নি।	প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদের জন্য সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুধুমাত্র একজন দক্ষ প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা যেতে পারে; প্রকল্পের আওতায় ঘোড়া ঘাট উপজেলা র মাইলা খালে নির্মিত রেগুলেটরের প্রোটাকশনে ব্লক এর ডেবে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামত করতে হবে; নবাবগঞ্জ উপজেলায় আউটলেটগুলোর মাটির নিচে সরে যাওয়া মাটি দ্রুত ভরাটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটর, বাঁধ, আউটলেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে; আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে (আগস্ট'১৩ হতে জুন '১৫) সমাপ্ত করা হয়েছে। বাপাউবো এটিকে উদাহরণ হিসেবে ধরে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; প্রকল্পের Internal এবং External অডিট দ্রুত সম্পাদন করতেহবে।

"গোড়ান চাটবাড়িতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ"শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : গোড়ান চাটবাড়িতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : ঢাকা মহানগরীর রূপনগর থানা (পুরাতন পল্লবী থানা)।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু ব্যয়ে%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের%)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত মোট (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৯৮৩.০৫ (--)	৮৮৯০.৭৩ (--)	৮৮০৭.৫০ (--)	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১২	০১/০৭/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৫	০১/০৭/২০১০ হতে ২৪/০৬/২০১৫	১১.৩৭%	৩ বছর (১৫০%)

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অংগভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি **পরিশিষ্ট-ক**'তে দেয়া হলো।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সকল প্রয়োজনীয় অংগেরই কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

৮। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবিচনা করা হয়েছে: নিম্নোক্ত বিষয়/ পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত পত্র;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ।

৯। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ:**

৯.১। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ** (ক) উত্তরা, মিরপুর, প ল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ; (খ) ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ৫৮.০০ বঃ কিঃ মিঃ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ; (গ) এলাকার সামাজিক / পরিবেশ অবস্থার উন্নয়ন ; এবং (ঘ) এলাকার সামগ্রিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি।

৯.২। **প্রকল্পের পটভুমিঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ঢাকা শহরের পশ্চিমাঞ্চলের ঘনবসতিপূর্ণ ১৩৬ বঃকিঃ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য "Dhaka Integrated Flood Protection Project (DIFPP)" শীর্ষক প্রকল্প ১৯৯২-১৯৯৮ সময়ে বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় তুরাগ ও টঙ্গী নদী বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এতে অতি বৃষ্টি ও বন্যার কারণে নদীর পানির উচ্চতা বাঁধের ভিতরের পানির চেয়ে বেশী হলে প্রাকৃতিক নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে বাঁধের অভ্য ন্তরীন পানি (run-off) নিষ্কাশনের জন্য Lifting pump প্রয়োজন হয়। ফ্লাড এ্যাকশন প্ল্যান্ট (FAP)8B এর সমীক্ষা প্রতিবেদনে মোট

৬৫.২০ m^3/sec ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্পের জন্য ৬৮৬ হেক্টর Ponding area এর সুপারিশ করা হয়। সুপারিশ অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে ২২ m^3/sec ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাম্পিং স্টেশন গোড়ানচটবাড়ীতে স্থাপন করা হয়। সম্প্রতিকালে উত্তরা আবাসিক প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের কাজ বা স্তবায়ন ও অন্যান্য হাউজিং প্রকল্পের আওতায় নীচু জমি ভরাট করে আবাসিক প্রকল্প গড়ে উঠায় ইতিপূর্বের বিদ্যমান প্রাকৃতিক জলাধারের আয়তন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এমতাবস্থায়, গোড়ানচটবাড়ীতে বিদ্যমান ২২.০০ কিউবেক ক্ষমতা সম্পন্ন পাম্প স্টেশন দিয়ে এলাকার পানি নিষ্কাশন সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রতি বর্ষা মৌসুমে প ল্লবী, মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট ও উত্তরা এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। উক্ত জলাবদ্ধতা সমস্যা নিরসনের নিমিত্ত ২২ কিউমেক ক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি পাম্প স্টেশন নির্মাণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত ''গোড়ানচটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন'' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে বা স্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯.৩। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে ৭৯৮৩.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১০ হতে জুন,২০১২ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১-০৬-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর বরাদ্দ স্বল্পতা এবং মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু প্রয়োজনীয় টেন্ডার/নন-টেন্ডার আইটেম উদ্ভব হওয়ার (যা বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়েছে) কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে বর্দ্ধিত ব্যয়সহ আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে ১ম বার জুন/২০১৩, ২য় বার জুন/২০১৪ , ৩য় বার জুন/২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন কাল বৃদ্ধি করা হয় এবং ৮৮৯০.৭৩ লক্ষ টাকা সংশোধিত ব্যয়ে ০১-০৬-২০১০খ্রিঃ হতে ৩০-০৬-২০১৫খ্রিঃ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১৫-০৪-২০১৫ তারিখে সংশোধিত প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। সর্বশেষ সংশোধিত বাস্তবায়ন কালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

১০। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ প্রকল্পটি জুন,২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয় এবং মূল্যায়নের জন্য ০৮/০৯/২০১৫ তারিখে আইএমইডি'তে PCR প্রেরণ করা হয় । গত ২৭/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-১) পরিদর্শন কালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক/নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী রণজিৎ কুমার পাল, জীবন কুমার শাহ, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ তবিবর রহমান, খন্দকার মিজানুর রহমান শেলী, মোঃ আস্রাফ উদ্দিন ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়।

১০.১। প্রকল্পের কার্যক্রমঃ (ক) পাম্প স্টেশ ন বিল্ডিং (চিত্র- ২) ও ২টি রিটেইনিং ওয়াল (খ) সা র্জ ট্যাংক ও অন্যান্য অবকাঠামো এর আওতায় সা র্জ ট্যাংক নির্মাণ (চিত্র-৩), টানেল নির্মাণ, রেগুলেটর নির্মাণ (চিত্র -৪), রা স্তা (২০০ মিটার), বাউন্ডারী ওয়াল (২৩৫ মিটার), ড্রেন (১২০ মিটার), ওয়াক ওয়ে (১১০ মিটার) নির্মাণ কাজ (গ) Mechanical Equipment Supply & Installation এর আওতায় ৭.৩৩ ঘনমিটার/ সেকেন্ড ভার্টিক্যাল এক্সিয়েল ফ্লো পাম্প-৩টি (চিত্র নং- ৫), ৮০০ কিলোওয়াট স্কুইরেল কেস ইলেকট্রিক মটর-৩টি ; বাটারফ্লাই ভাল্ব-৩টি, ভেক্যুয়াম রিলিজ ভাল্ব-৩টি ক্রেন (২৫টন, ১০টন ও ৫টন), ট্রান্সর্যাি ক-৩সেট, স্টপলক-৫টি, অক্সিলিয়ারী ফেসিলিটিজ-২সেট, কুলিং ওয়াটার পাম্প-৩ সেট, ওয়াটার পাম্প ইত্যাদি এবং (ঘ) Electrical Equipment Supply & Installation এর আওতায় ৯ এমভিএ ৩৩/৬.৬ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমার-১টি , ৩৩কেভি ভেকুয়্যাম সার্কিট ব্রেকার-৩টি, গ্যানট্রি স্ট্রাকচার-১টি, বাসকাপলার-১টি, ৩৩কেভি ইনডোর সুইস গিয়ার-৯টি (চিত্র-৭), রোড লাইট, বিভিন্ন সাইজের Electric cable ইত্যাদি কাজ।



চিত্রঃ পাম্প স্টেশন বিল্ডিং



চিত্রঃ সার্জ ট্যাংক

১১। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ সমাপ্তি মূল্যায়নের জন্য পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজগুলো সার্বিকভাবে ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়। তাছাড়া, প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পের

কাজ ২৪/০৬/২০১৫ তারিখে শেষ হয়েছে। টেস্ট রান/ট্রায়াল রান হয়েছে মে,২০১৫ হতে জুন,২০১৫ পর্যন্ত। সে সময়ে কোন ধরণের ত্রুটি/সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই। এরপরও পাম্প স্টেশনটি ১৪/১০/২০১৫ তারিখে পর্যন্ত চালানো হয়েছে এবং কোন ধারণের সমস্যা পরিলক্ষিত হয় নাই। পরিদর্শনকালে লগবই পর্যালোচনায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়।

১২। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির মুল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৭৯৮৩.০৫ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৮৮৯০.৭৩ লক্ষ টাকা। মুল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত এবং বর্দ্ধিত বা স্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্য ন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৮০৭.৫০ লক্ষ টাকা (৯৯.০৬%), বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা ভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-২, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা পওর বিভাগ-২ এর নিজেস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্য ন্ত) মোট ৩ (তিন) জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মোঃ বেলায়েত হোসেন	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১২-০১-২০১১ হতে ১০-১০-২০১২
২.	মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১৫-১০-২০১২ হতে ০৩-০৯-২০১৪
৩.	মোহাম্মদ আলী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৩-০৯-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৫

১৫। **Procurement এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধিসমূহ প্রতিপালন পূর্বক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট (বিডিপি) লিমিটেড কে CCGP & CCEA এর অনুমোদনক্রমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) নিয়োগ প্রদান পূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প বাস্তবানোত্তর প্রভাবঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জলাবদ্ধতা সফলভাবে দূরীকরণ সম্ভব হয়েছে। এর ফলে এলাকার পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা র উপর ইতিবাচক প্রভার পড়েছে। তাছাড়া জমি-জমার মূল্য পূর্বের তুলনায় কয়েক গু ণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি বা স্তবায়ন করায় পরিদর্শন কালে এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৭। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
▪ উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; ▪ ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বন্যা নিয়ন্ত্রণ; ▪ এলাকার সামাজিক/অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন।	▪ উত্তরা, মিরপুর, পল্লবী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকার জলাবদ্ধতা অনেকটাই দূরীভুত হয়েছে; ▪ ঢাকা শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রনে নির্মিত পাম্প হাউজটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে; ▪ পূর্বের তুলনায় এলাকার সামাজিক/অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন হয়েছে।

১৮। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির ১০০% উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৯। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত/সমাপ্ত হয়েছে। তবে পাম্প হাউজটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য কিছু জনবলের সংকট রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২০। **সুপারিশ/মতামতঃ**

২০.১। পাম্প হাউজটি পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করতে হবে;

২০.২। প্রকল্পটির কাজের স্থায়ীত্ব ও স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তা নিয়মিত ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করা প্রয়োজন; এবং

২০.৩। প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে।

গোড়ান চাটবাড়িতে অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্বায়ন	
			বাস্ব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্ব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	রাজস্ব ব্যয়					
	(১) জরীপ ও অনুসন্ধান	থোক	1 item	৩.০০	থোক ১০০%	৩.০০ (১০০%)
	(২) পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	1 item	৫.০০	থোক ১০০%	৫.০০ (১০০%)
	(৩) ষ্টেশনারী	থোক	1 item	২.০০	থোক ১০০%	২.০০ (১০০%)
	(৪) প্রিন্টিং এবং পাবলিকেশন	থোক	1 item	২.০০	থোক ১০০%	২.০০ (১০০%)
	(৫) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৫টি জীপ গাড়ী)	থোক	1 item	৪.০০	থোক ১০০%	৪.০০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব) =		--	**১৬.০০**		**১৬.০০**
(খ)	**মুলধন ব্যয়**					
	(১) কম্পিউটার সরবরাহ	সংখ্যা	২টি	১.০০	২টি ১০০%	১.০০ (১০০%)
	(২) ফটোকপিয়ার মেশিন সরবরাহ	সংখ্যা	২টি	২.০০	২টি ১০০%	২.০০ (১০০%)
	(৩) লেভেলিং মেশিন	সংখ্যা	২সেট	২.৫০	২ সেট ১০০%	২.৫০ (১০০%)
	পূর্ত কাজঃ					
	(১) পাম্প ষ্টেশন বিল্ডিং	থোক	1 item	১৪৪২.৪৭	থোক ১০০%	১৪২২.৮০ (৯৮.৬৪%)
	(২) সার্জ ট্যাংক এবং অন্যান্য অবকাঠামো	থোক	1 item	৬৪৪.৭০	থোক ১০০%	৫৮৪.১৮ (৯০.৬১%)
	(৩) মেশিনারিজ সাপ্লাই ও ইনস্টেলেশন	থোক	1 item	৫৮২০.৩৯	থোক ১০০%	৫৮১৭.৩৫ (৯৯.৯৪%)
	(৪) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সরবরাহও স্থাপন	থোক	1 item	৯৬১.৬৭	থোক ১০০%	৯৬১.৬৭ (১০০%)
	উপ-মোট (মুলধন) =			**৮৮৭৪.৭৩**	-	**৮৭৯১.৫০**
	সর্বমোট =			**৮৮৯০.৭৩**	**১০০%**	**৮৮০৭.৫০ (৯৯.০৬%)**

"মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাংগনহতে রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট (প্রঃ সাঃ)	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনু ব্যয়ে%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের%)
মূল মোট (প্রঃ সাঃ)	সংশোধিত মোট (প্রঃ সাঃ)		মূল	সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪৪৭.০০	প্রয়োজ্য নয়	১৯৫৭.৮৮	জানুয়ারি/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	প্রয়োজ্য নয়	জানুয়ারি/২০১৩ হতে জুন/২০১৫	প্রয়োজ্য নয়	প্রয়োজন্য নয়

৬। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ** পরিশিষ্ট-ক' (PCR অনুযায়ী) ।

৭। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্পটির আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮। **প্রকল্প মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবিচনা করা হয়েছে: নিম্নোক্ত বিষয়/ পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইস্যুকৃত পত্র;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ।

৯। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ**

৯.১। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পদ্মা নদীর ৭৯২.৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে নদীর তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকা রক্ষা করা। এছাড়া সং শ্লিষ্ট এলাকার জনজীবন, সম্পত্তি ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসা বানিজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয় ও নদী ভাঙ্গানের ফলে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি রোধ করা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৯.২ **প্রকল্পের পটভূমিঃ** মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকায় পদ্মা নদীর বাম তীরে অবস্থিত মসজিদ, উপজেলা ভূমি অফিস, বাজার, পাকা ঘরবাড়ী, উপজেলা কমপ্লেক্স ভবনসহ পাশর্বর্তী এলাকা নদীভাঙ্গানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় ভাঙ্গন রোধে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্পটি প্রণয়ন ও গ্রহন করা হয়। উল্লেখ্য পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণের জন্য Institute of water Modeling (IWM)

কর্তৃক Feasibility Study for new projects under BWDB শিরোনামে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পদিত হয়েছিল। IWM কর্তৃক সম্পাদিত গাণিতিক মডেল ও ফিজিক্যাল মডেল স্টাডির ভিত্তিতে লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এর নিকটবর্তী স্থানে ৮৭০.৮৫ মি: প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদনঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে ২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী,২০১৩ হতে ডিসেম্বর,২০১৫ মেয়াদে বা স্তবায়নের জন্য ০৮ /০১/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

১১। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

১১.১। গত ২৯/১১/২০১৫ তারিখে সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প ব্যবস্থাপক/নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব রেজাউল মো স্তফা আশাফুদদৌলা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ আমজাদ হেসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, জনাব মোঃ রকিবুল ইসলাম ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয় ।

১১.২ । **প্রকল্পের কার্যক্রম:** প্রকল্পটির আওতায় মূল কার্যক্রম ছিল লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করা । সেই মোতাবেক মোট ০.৭৯২৫ কিলোমিটার নদীর তীরে সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজ করা হয়েছে ।

১২। **প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ** পরিদর্শনকালে প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং কাজের মান সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে (চিত্র-৪)। ইতোমধ্যে একটি বর্ষা মৌষুম অতিবাহিত হলেও প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজগুলো বর্তমানে ভাল অবস্থায় আছে। এ ছাড়া প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের ফলে লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স ও নদী তীরবর্তী প্রচুর বাড়ীঘর, পুলিশ লাইন, ভূমি অফিসসহ বেশ কিছু মূল্যাবান স্থাপনা গত বর্ষা মৌষুমে রক্ষা পেয়েছে (চিত্র- ৫ ও ৬)।



চিত্র-৪: বাস্তবায়িত তীর সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজ সমূহ

১৩। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ছিল ২৪৪৭.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদিত বা স্তবায়ন কাল ছিল জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্য ন্ত, তবে প্রকল্পটির জুন'২০১৫ এ বা স্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ অর্থাৎ সমাপ্তি পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৯৫৭.৮৮ লক্ষ টাকা (৮০.০১%) বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪। **প্রকল্প বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম:** পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির প্রকল্প পরিদর্শনসহ কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প বা স্তবায়নকালীন সময়ে মোট ৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রকল্পের গুনগত মান ব জায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্প বা স্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের বা স্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করার বিষয়ে বা স্তবায়নকারী সংস্থার সকল কে সচেষ্ট থাকতে হবে। পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন, ২০১৫ প র্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বা স্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, ঢাকা এর আওতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নয়ন করা হয়েছে।

১৫। **প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা ভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল প্রকল্পটির প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১, প্রকল্প ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা পওর বিভাগ-১, বাপাউবো, ঢাকা এর নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রকল্পটি বা স্তবায়ন করা হয়েছে।

১৬। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ প র্যন্ত) মোট ২ জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলোঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	পদবি	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১.	মোঃ রহুল আমিন	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১০-০৪-২০১৩ হতে ০৯-১২-২০১৪
২.	মোহাম্মদ আলী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	১০-১২-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৫

১৭। **Procurement সর্ম্পকিত তথ্য:** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপণ প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান , মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর -২০০৮ এর বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে।

১৮। **প্রকল্প বাস্তবানোত্তর প্রভাবঃ** প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকা, লৌহজং বাজার, লৌহজং-মাওয়া পাকা রাস্ত, উপজেলা ভূমি অফিস, বাড়িঘর, মসজিদ ইত্যাদিসহ পদ্মা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে। এলাকার মানুষের নিরাপত্তা বিধানসহ জানমাল রক্ষা পেয়েছে এবং সর্বোপরি প্রকল্প এলাকাকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করে আর্থসামাজিক অবস্থার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। তাছাড়া জমি-জমার মূল্য পূর্বের তুলনায় কয়েক গুন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করায় পরিদর্শন কালে এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত
▪ পদ্মা নদীর ৭৯২.৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকা রক্ষা করা।	▪ পদ্মা নদীর ৭৯২.৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ করে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কম প্লেক্স এলাকা রক্ষা করা হয়েছে।
▪ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজীবন, সম্পত্তি ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসা বা ণিজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করা।	▪ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনজীবন, সম্পত্তি ও অবকাঠামোর নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।
▪ এলাকার সামাজিক / পরিবেশ অবস্থার উন্নয়ন।	▪ এলাকার সামাজিক/পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।
▪ এলাকার সামগ্রিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন।	▪ এলাকার সামগ্রিক যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পটির ১০০% উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। **এটিকে একটি সফল প্রকল্প হিসেবে গণ্য করা যায়।**

২১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২১.১। **প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি।** স্থানীয় সংসদ সদস্য এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের সার্বিক সহযোগিতায় প্রকল্পটির যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে মর্মে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

২২। সুপারিশ/মতামত ঃ

২২.১। প্রকল্পটির কাজের স্থায়ীত্ব ও স্থায়ী সুফল প্রাপ্তির জন্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে তা নিয়মিত ভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করতে হবে;

২২.২। প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে।

মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাংগন হতে রক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অঙ্গের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)	আর্থিক (%)
ক্রঃ নং	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
(ক)	রাজস্ব ব্যয়					
	(১) পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১ দফা	৪.০০	১ দফা (১০০%)	৩.৯৮ (৯৯.৫০%
	(২) স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্পস	থোক	১ দফা	১.০০	১ দফা (৯৮%)	০.৯৮ (৯৮%)
	(৩) টেন্ডার ডকুমেন্ট মুদ্রণ ও পচার	থোক	১ দফা	১.০০	১ দফা (১০০%	১.০০ (১০০%)
	(৪) জরিপ ও অনুসন্ধান	থোক	১ দফা	৫.০০	১ দফা (১০০%)	৪.৯৯ (১০০%)
	(৫) বিদ্যমান যানবাহন ও গাড়ী (জীপ-২টি, মোটর সাইকেল-১টি) মেরামত	থোক	১ দফা	২.০০	১ দফা (১০০%	২.০০ (১০০%)
	(৬) কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	থোক	১ দফা	০.৫০	১ দফা (১০০%)	০.৫০ (১০০%)
	উপ-মোট (রাজস্ব) =			**১৩.৫০**	১ দফা (১০০%)	১৩.৪৫ (৯৯.৬২%)
(খ)	**মুলধন ব্যয়**					
	(১) তীর সংরক্ষণ/প্রতিরক্ষা কাজ= ৭৯২.৫০মি:(প্রতিরক্ষা ৬০০ মিঃ ও এন্ড টার্মিনেশন ১৯২.৫০ মিঃ)	কিঃমিঃ	০.৭৯২৫	২২১১.০৮	(০.৭৯২৫ কিঃমিঃ) ১০০%	১৯৪৪.৪৩ (৮৭.৯৪%)
	উপ-মোট (মুলধন) =			**২২১১.০৮**	(০.৭৯২৫ কিঃমিঃ) ১০০%	১৯৪৪.৪৩ (৮৭.৯৪%)
	মোট (ক+খ) (রাজস্ব + মূলধন)			**২২২৪.৫৮**	১০০%	১৯৫৭.৮৮ (৮৮.০১%)
	গ) ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী			**৪৪.৪৫**	-	-
	ঘ) মূল্য কন্টিজেন্সী			**১৭৭.৯৭**	-	-
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)			**২৪৪৭.০০**	১০০%	১৯৫৭.৮৮ (৮০.০১%)

"মেঘনা নদীর ভাঙ্গন **হতে** চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণ (হাইমচর) এবং বাঙ্গারামপুর উপজেলার বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণ (হাইমচর) এবং বাঙ্গারামপুর উপজেলার বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাইমচর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল জিওবি	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৬৯৩৯.৮৮	১৮৩৮৮.৭৪	১৬৮৫৭.৬২	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১২	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫	৯১.৬৮%	৩ বছর (১০০%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** পরিশিষ্ট ''ক''

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, আর্থিক ব্যয় কম হলেও ভৌত অগ্রগতি যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ হাইমচর অংশে ৭৮৯৮.০৫ মিটার এবং বাঙ্গারামপুর অংশে ২২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। শুধুমাত্র Stock pile হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় সিসি ব্লক নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই বিধায় ভৌত অগ্রগতি ৯৬.০৭% সাধিত হয়েছে।

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলোচনা;

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভুমিঃ**

১০.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

চাঁদপুর অংশঃ মেঘনা নদীর তীরে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষি জমি, বাসস্থান, বাজার, বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

বাঙ্গারামপুর অংশঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঙ্গারামপুর উপজেলাধীন মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার, কানাইনগর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন গ্যাসফিল্ড, বাসস্থান, ঈদগাহ, বিদ্যালয়, কলেজ এবং চাষযোগ্য জমি মেঘনা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

১০.২। **পটভুমিঃ**

চাঁদপুর অংশঃ মেঘনা নদীর বাম তীরে অবস্থিত চাঁদপুর সেচ প্রকল্পটি চাঁদপুর জেলার চাঁদপুর, ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর এবং লক্ষ্মীপুর জেলার লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর ও রামগঞ্জ উপজেলার ৫৭০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উাৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় শষ্য নিবিড়তা (Cropping Intensity) ১৫১% হতে ২৩৪% এ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্য ঘাটতি এলাকাটি খাদ্য উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত হয়। কিন্তু মেঘনা নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে এ সমাপ্ত প্রকল্পটি হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। প্রকল্পভুক্ত ১০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মধ্যে প্রকল্পের পশ্চিামাংশে ২৬ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। মেঘনা নদীর ক্রমাগত ভাঙ্গনের ফলে প্রকল্পভুক্ত ৫০০০ হেক্টর এবং প্রকল্প বর্হিভূত ৩০০০ হেক্টর এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নদী ভাঙ্গন প্রক্রিয়ায় পুনরায় হাইমচর এলাকায় প্রায় ১১.০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ হুমকীর সম্মুখীন হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক চাঁদপুর অংশের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

বাঙ্গারামপুর অংশঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঙ্গারামপুর উপজেলাধীন মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার, কানাইনগর এলাকা মেঘনা নদীর বাম তীরে ব্যাপক ভাঙ্গনের কবলে পড়ে এবং নদী ভাঙ্গনের ভয়াবহতায় উক্ত এলাকায় নদীর তীর প্রায় ১.৫০ কিঃমিঃ ভিতরে প্রবেশ করে শতাধিক ঘরবাড়ী, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ, ঈদগাহ ও ফসলী জমিসহ বিভিন্ন সাকারী ও বেসরকারী স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। উক্ত এলাকার ভাঙ্গন প্রতিরোধে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশের আলোকে বাঙ্গারামপুর উপজেলার মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার ও কানাইনগর এলাকার বিভিন্ন স্থানে মোট ২২০০ মিটার তীর সংরক্ষণ ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। বর্ণিত কাজ বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় গ্যাসফিল্ড, বাসস্থান, ঈদগাহ, বিদ্যালয়, কলেজ, মন্দির পাকা রাস্তা, ব্রীজ কালভার্ট ও ফসলী জমিসহ বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা এবং আবাসিক ঘরবাড়ী রক্ষা করার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ** প্রকল্পটি ২৫/০২/২০১০ইং তারিখে একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। সংশোধিত ডিপিপিঃ পরবর্তীতে কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে ভাঙ্গনের ব্যাপতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ০৯/০৪/২০১২ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণলায় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম বাস্তবায়ন:**

হাইমচর অংশে ১৩৯৬৪.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৮৯৮.০৫ মিটার নদীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন এবং বাঙ্গারামপুর অংশে ৪৪২৪.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৩। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ**

১৩.১ **চাঁদপুর জেলাঃ** প্রকল্পটি জুন,২০১৫ তে সমাপ্ত করা হয় এবং ১৮/১০/২০১৫ তারিখে PCR পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মো: বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচালক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলায় বাস্তবায়িত ৭৮৯৮.০৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ রফিক উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর, জনাব আবু সাইদ মোঃ মাহবুবুল করিম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর উপ-বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর এবং জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী/শাখা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বাপাউবো এর স্থানীয় অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত সিপিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রনীত হয়েছে।

১৩.২ **ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলাঃ** প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মো: বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচালক ১৬/১২/২০১৫ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঙ্গারামপুর উপজেলায় বাস্তবায়িত ২২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব শাহ মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং সেকশন অফিসার ফজলে ইলাহী , ব্রাহ্মনবাড়িয়া পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বাপাউবো এর স্থানীয় অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত সিপিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪। **প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ**

১৪.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১৬৯৩৯.৮৮ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ১৮৩৮৮.৭৪ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত। সংশোধিত অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকৃত বাস্তবায়নকাল হচ্ছে ডিসেম্বর/২০০৯ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৮৫৭.৬২ লক্ষ টাকা (৯১.৬৭%)।

১৪.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পেটির জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৬.০৭%।

১৫। **প্রকল্পে কাজের বর্তমান অবস্থাঃ**

১৫.১ চাঁদপুর জেলাঃ

হাইমচর অংশঃ ১৫/১২/২০১৫ তারিখ চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার বাস্তবায়িত ৭৮৯৮.০৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে চাঁদপুর বাপউবো এর নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সেকশন অফিসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প এলাকায় উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২. হাইমচর অংশের দক্ষিণ আলগী ইউনিয়নের চর ভৈরবী ও গাজীনগর গ্রামের কাটাখালী বাজার সংলগ্ন এলাকাতে ৬৪০০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ করা হয়েছে (চিত্র ১ ও ২)। পরিদর্শন কালে বিভিন্ন স্থানে ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় যে, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্লকগুলো তৈরি করা হয়েছে। সংরক্ষণ কাজে মূলত : জিও ব্যাগ (১৭৫kg) ও ব্লক বসানো হয়েছে। পরিদর্শনে ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় যে , প্রতিটি প্লেসিং ব্লকের মাপ (৪৫ × ৪৫ ×৩০) সে:মি: এবং ডাম্পিং ব্লকের মাপ (৪৫×৪৫×৪৫) ও (৪৫×৪৫×৪০) সে:মি:। প্লেসিং ব্লকগুলো নদীর তীরে ঢালের সমান্তরালে ফেলা হয়েছে। উক্ত তীর সংরক্ষন কাজের ফলে লামছড়ি তেলিমোড় ও গাজীনগর গ্রাম ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে এলাকাবাসী জানান। উক্ত এলাকায় হরিনা ফেরীঘাটের দক্ষিণে ১৩নং হাসারচর ইউনিয়নের গোবিন্দিয়া গ্রামে ১ কিলোমিটার দৈর্ঘের বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে এলাকাবাসী জানান। এতে করে উক্ত এলাকার বসতবাড়ি, আবাদি জমি লবনাক্ততার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবে। এছাড়া হাইমচর অংশের দক্ষিণে তীর রক্ষা কাজের শেষে পর্যায়ে এলাকাতে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। উক্ত এলাকাতে দ্রুত নদীর তীর রক্ষা করা প্রয়োজন (চিত্র ৩ ও ৪)।





১৫.২ চিত্র-১ **হাইমচর অংশের কাজ (ব্লক প্লেসিং)।** চিত্র-২ : ব্লক ডাম্পিং।



চিত্র-৩ হাইমচর অংশের দক্ষিণে ভাঙ্গান প্রবণ এলাকা।



চিত্র-৪ : নদী ভাঙ্গন।

১৫.৩ **ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাঃ**

বাঙ্গারামপুর অংশঃ গত ১৬/১২/২০১৫ তারিখ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঙ্গারামপুর উপজেলার বাস্তবায়িত ২২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, মরিচাকান্দি কানাইনগর ও উলুকান্দি গ্রাম মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষার জন্য নদীর তীর রক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে মরিচাকান্দি ও কানাইনগর অংশে ৬৮ মিটার পুরাতন কাজ আরো ভালোভাবে করা প্রয়োজন বলে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া উক্ত এলাকায় অনেক জায়গায় জিও ব্যাগ সূর্যের আলোতে থাকায় সেগুলোর স্থায়ীত্ব নষ্ট হচ্ছে (চিত্র ৫ ও ৬)। একই সঙ্গে স্টক ব্লক গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে থাকার ফলে সেগুলো নষ্ট হচ্ছে (চিত্র-৭)। সে কারণে স্টক ব্লক গুলো ভাঙ্গান প্রবণ এলাকায় ফেলার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৫.৪ প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পে কাজে ব্যবহৃত না হওয়াঃ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১টি ৩৫০ সিসি জীপ ক্রয়ের সংস্থান ছিল। উক্ত জীপটি প্রকল্প শুরু হওয়ার সময় ক্রয় করা হয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প চলাকালীন সময় থেকে জীপটি ঢাকাতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর জানান যে, গাড়িটি ক্রয়ের পর মাত্র ১৫দিন প্রকল্প এলাকায় ছিল পরবর্তীকালে এটি ঢাকায় নিয়ে এসে ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে গাড়িটি ঢাকায় রয়েছে বলে তিনি অবহিত করেন।

১৬। Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ উক্ত প্রকল্পের অধীনে জিও-ব্যাগ সরবরাহ কাজে (Goods) ১৫টি প্যাকেজে অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৬৩২.২৪ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ৭১২৩.৪৬ লক্ষ টাকা এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজে (River Bank Protective work) ১৭টি প্যাকেজে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ১০৪৬৮.৯২ লক্ষ টাকা দরপত্র চুক্তি হয় ৯৮৮৮.৫২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর ২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠন পূর্বক দরপত্র আহবান, মূল্যায় ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। সমাপ্তকৃত কাজের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
১। জনাব শেখ নুরুল আলা, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০১/১২/২০১০	৩০/০১/২০১১
২। জনাব আবদুর রব মিয়া, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০২/০২/২০১১	১৬/০৯/২০১২
৩। জনাব মোঃ ফেরদৌস, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	৩০/০৯/২০১২	১৬/০১/২০১৪
৪। জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০২/০২/২০১৪	২৩/১১/২০১৪
৫। জনাব মোঃ নাজির আহমেদ, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৭/১১/২০১১	১০/০৫/২০১৫
৬। জনাব মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১৮/০৬/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫

১৮। প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পটির আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ (River Bank Protective work) বাস্তবায়নের ফলে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ তথা জনসাধারনের জানমাল এবং সরকারী ও বেসরকারী সকল স্থাপনা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার, কানাইনগর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন গ্যাসফিল্ড, বাসস্থান, ঈদগাহ, বিদ্যালয়, কলেজ এবং চাষযোগ্য জমি মেঘনা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

অনুমোদিত	অর্জিত
চাঁদপুর অংশঃ মেঘনা নদীর তীরে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষি জমি, বাসস্থান, বাজার, বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা।	**চাঁদপুর অংশঃ** মেঘনা নদীর তীরে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের বেড়ী বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষি জমি, বাসস্থান, বাজার, বিদ্যালয়, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
বাঞ্ছারামপুর অংশঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার, কানাইনগর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন গ্যাসফিল্ড, বাসস্থান, ঈদগাহ, বিদ্যালয়, কলেজ এবং চাষযোগ্য জমি মেঘনা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	**বাঞ্ছারামপুর অংশঃ** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলাধীন মরিচাকান্দি বাজার, উলুকান্দি বাজার, কানাইনগর এলাকা এবং তৎসংলগ্ন গ্যাসফিল্ড, বাসস্থান, ঈদগাহ, বিদ্যালয়, কলেজ এবং চাষযোগ্য জমি মেঘনা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হরে তার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মাণ নয়।

২১। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২১.১ প্রকল্পের গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়া;

২১.২ মাঠ পর্যায়ে জনবলের স্বল্পতা;

২১.৩ জিও ব্যাগ খোলা আকাশের নিচে;

২১.৪ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকায় স্টক ব্লক ব্যবহার না করা;

২২। সুপারিশঃ

২২.১ হরিনা ফেরীঘাটের দক্ষিণে ১৩নং হাসারচর ইউনিয়নের গোবিন্দিয়া গ্রামে ১ কিলোমিটার দৈর্ঘের বেড়ী বাঁধ নির্মাণ করার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বিবেচনা করতে পারে;

২২.২ প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত গাড়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত না হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন;

২২.৩ হাইমচর অংশের দক্ষিণে তীর রক্ষা কাজের শেষে পর্যায়ে এলাকাতে ভাঙ্গন দেখা দেয়ায় উক্ত এলাকাতে দ্রুত নদীর তীর রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে স্টক ব্লক ব্যবহার করা যেতে পারে;

২২.৪ অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে;

২২.৫ যে সমস্ত জায়গায় সূর্যের আালোতে জিও ব্যাগ রয়েছে সেগুলো পানির মধ্যে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৬ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্লকের একটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে;

২২.৪ অনুচ্ছেদ ২২.১-২২.৩ এর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বেতন/সরবরাহ সেবা/মেরামত):

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
	পার্ট-এঃ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা সংরক্ষণ (হাইমচর)					
৪৮৮৬	জরীপ ও অনুসন্ধান	থোক	১ দফা	২.০০	১ দফা	২.০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১ দফা	১২.০০	১ দফা	১১.৯৯
৪৮২৮	ষ্টেশনারী	থোক	১ দফা	৩.০০	১ দফা	৩.০০
৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রচার	থোক	১ দফা	৩.০০	১ দফা (আং)	১.৯৮
৪৯০১	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১ দফা	৩.০০	১ দফা	২.৯৮
৬৮০৭	জীপ গাড়ী সরবরাহ (৩৫০০ সিসি)	প্রতিটি	১টি	৬৫.০০	১টি	৫৯.০৫
৬৮১৪	স্টাফ স্ট্যান্ডসহ সার্ভে যন্ত্রপাতি	প্রতি সেট	২ সেট	২.৪৮	২ সেট	২.৪৮
৬৮১৫	লেজার প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	প্রতিটি	১টি	১.০০	১টি	১.০০
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার	প্রতিটি	১টি	০.৯৭	১টি	০.৯৭
৭০৮১	হাইমচর এলাকায় মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ=৭৮৯৮.০৫ মিটার	মিটার	৭৮৯৮.০৫ মিটার	১৩৮৪২.১৬	৭৮৯৮.০৫ মিটার (৯৭.২১%)	১৩২৬৪.৯৪
৭০৮১	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১ দফা	৩০.০০	১ দফা	৩০.০০
	পার্ট- এ মোট =			**১৩৯৬৪.৬১**		**১৩৩৮০.৩৯**
	পার্ট-এঃ বাঞ্ছারামপুর উপজেলার মেঘনা নদীর বাম তীর রক্ষা প্রকল্প					
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	১ দফা	২.০০	১ দফা	২.০০
৪৮২৮	ষ্টেশনারী	থোক	১ দফা	১.০০	১ দফা	১.০০
৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রচার	থোক	১ দফা	১.৫০	১ দফা	১.৫০
৪৮৮৬	জরীপ ও অনুসন্ধান	থোক	১ দফা	৩.০০	১ দফা	২.৮৩
৬৮১৫	লেজার প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	প্রতিটি	১টি	১.০০	১টি	১.০০
৬৮.০৭	মটর সাইকেল (১২৫সিসি)	প্রতিটি	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০
৬৮১৪	স্টাফ স্ট্যান্ডসহ সার্ভে যন্ত্রপাতি	প্রতিটি	১ সেট	১.৫০	১ সেট	০.৫৮
৭০৮১	মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ=২২০০ মিটার	মিটার	২২০০ মিটার	৪৩৯২.৬৩	২২০০ মিটার (৯২.৫০%)	৩৪৬৬.৮২
৭০৮১	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১ দফা	২০.০০	১ দফা	০.০০
	পার্ট- বি মোট =			**৪৪২৪.১৩**		**৩৪৭৭.২৩**
	প্রকল্প মোট (পার্ট-এ+পার্ট-বি)=			**১৮৩৮৮.৭১**		**১৬৮৫৭.৬২**

"চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : চাঁদপুর সদর

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল ব্যয়	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৫৫৭১.৮৪	১৭০৯৫.৪৮	১৬৬০১.০০	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১২	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৩	এপ্রিল ২০১০ হতে জুন ২০১৫	৯৭.১১%	৩ বছর ২ মাস (১৬০%)

০৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

০৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ পরিশিষ্ট ''ক''

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা সরেজমিনে পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, আর্থিক ব্যয় কম হলেও ভৌত অগ্রগতি যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। অর্থাৎ উক্ত প্রকল্পের আওতায় ৫৬৭৫.২৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে। শুধুমাত্র Stock pile হিসাবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমুদয় সিসি ব্লক নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই বিধায় ভৌত অগ্রগতি ৯৮.৪৩% সাধিত হয়েছে।

০৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলোচনা;

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমিঃ

১০.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

চাঁদপর শহরের পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ও সরকারী-বেসরকারী সম্পদ, কৃষ্টি জমি, জনপদ ইত্যাদি এবং চাঁদপর সেচ প্রকল্পের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

১০.২। পটভুমিঃ

পদ্মা, মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর সংযোগস্থলে চাঁদপুর জেলা শহর অবস্থিত। এ শহরের পুরান বাজারের দক্ষিণে ইব্রাহীমপুর ও সাখুয়া এলাকা মেঘনা নদীর বাম তীরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইব্রাহীপুর ও সাখুয়া এলাকা চাঁদপুর শহরের খুবই নিকটবর্তী বিধায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। চাঁদপুর শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেঘনা নদীর মারাত্মক ভাঙ্গনের দরুন প্রতি বছর অনেক এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ইতিপূর্বে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর শহরকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায় করা হয়। বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় চাঁদপুর শহরের পুরান বাজার এলাকায় ১৪৩০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয় যা ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করেছে। চাঁদপুর সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৫-৭৬ সালে ইব্রাহীমপুর-রামদাসদী-দোকানঘর এলাকায় মেঘনা নদীর তীর ভাঙ্গন মারাত্মক আকার ধারণ করে। ফলে এই এলাকায় চাঁদপুর সেচ প্রকল্পে বিকল্প বন্যা বাঁধ নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত এলাকায় দীর্ঘ দিন যাবৎ আর কোন ভাঙ্গন ছিল না। কিন্তু গত ২০০৮ সালে বন্যা চলাকালীন সময়ে চাঁদপুর পৌরসভার অন্তর্গত পুরান বাজারের দক্ষিণাংশে এই এলাকায় শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রতিরক্ষা কাজ সংলগ্ন ভাটিতে ৪৪০০ মিটার (কিমি ১.৪৩০ হতে কিমি ৫.৮৩০ পর্যন্ত) অংশে পুনরায় মারাত্মক ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে পুরান বাজারসহ ইব্রাহীপমুর-রামদাসদী-দোকানঘর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর বামতীর স্থানভেদে প্রায় ১৫০ মিটার হতে ৩০০ মিটার পর্যন্ত নদীগভে বিলীন হয়ে যায়। তৎপ্রেক্ষিতে অধিকতর নদী ভাঙ্গন প্রবন ৪৪০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১৫৫৭১.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গত ১৩/০৪/২০১০ তারিখে উক্ত প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।

১১। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

প্রকল্পটি ১৩/০৪/২০১০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

সংশোধিত ডিপিপিঃ অধিকতর নদী ভাঙ্গন প্রবন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত আরো ১২৭৬.২৬ মিটার অর্থাৎ মোট (৪৪০০+১২৭৬.২৬) ৫৬৭৬.২৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১৭০৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত ‘‘চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)’’ সংশোধিত ডিপিপি গত ০৯/০৪/২০১২ইং তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণলায় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় ৫৬৭৬.২৬ মিটার নদীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা ।

১৩। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ

প্রকল্পটি জুন,২০১৫ তে সমাপ্ত করা হয় এবং ১৮/১০/২০১৫ তারিখে PCR পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মো : বরকাতুর রহ মান সহকারী পরিচালক (পানি-সম্পদ) আইএমইডি গত ১৫/১২/২০১৫ তারিখে চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলায় বাস্তবায়িত ৫৬৭৬.২৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জনাব মোঃ রফিক উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর, জনাব আবু সইদ মোঃ মাহবুবুল করিম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর উপ-বিভাগ, বাপাউবো, চাঁদপুর এবং জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ভূঁইয়া, উপ-সহকারী প্রকৌশলী/শাখা কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বাপাউবো এর স্থানীয় অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত সিপিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

১৪.৩ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৬০১.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.১১%)।

১৪.৪ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পেটির জুন,২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৪৩%।

১৫। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১৫.২ ব্লক পরিমাপ:

বিভিন্ন স্থানে ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় যে, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্লকগুলো তৈরি করা হয়েছে। সংরক্ষণ কাজে মূলত : জিও ব্যাগ (১৭৫kg) ও ব্লক বসানো হয়েছে। পরিদর্শনে ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় যে , প্রতিটি প্লেসিং ব্লকের মাপ (৪৫ × ৪৫ ×৩০) সে:মি: এবং ডাম্পিং ব্লকের মাপ (৪৫×৪৫×৪৫) ও (৪৫×৪৫×৪০) সে:মি: (চিত্র ২)। প্লেসিং ব্লকগুলো নদীর তীরে ঢালের সমান্তরালে ফেলা হয়েছে। অনেক জায়গায় জিও -ব্যাগ পানির উপরে সূর্যের আলোতে লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ১)।



চিত্র-১ জিও ব্যাগ পানির উপরে।



চিত্র-২ : ব্লক পরিমাপ।

১৫.২. স্টক ব্লক সংরক্ষণ করাঃ

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। স্টক পাইল হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্টক ব্লক তৈরী করা সম্ভব হয়নি কিন্তু পরিদর্শনে প্রায় ৮০০০০ স্টক ব্লক লক্ষ্য করা যায় যা বিভিন্ন স্থানে আবাদি জমিতে রাখা হয়েছে (চিত্র ৩ ও ৪)। উক্ত স্টক ব্লক আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় তৈরী করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন। পিসিআর এর সাথে বাস্তবতার পার্থক্যের কারণ জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট সেকশনাল অফিসার জানান যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২০০০০ কিন্তু বাস্তবে আর কম পরিমাণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত স্টক ব্লক গুলো ভাঙ্গন প্রবন স্থানে ফেলার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।

১৫.৩. ব্লক সরে গিয়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি :

পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ইব্রাহীমপুর সাকুরা ইউনিয়ন সংলগ্ন পুরাতন বাজারের কাছাকাছি বেশ কিছু স্থানে ব্লক সরে গিয়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে পরবর্তীতে ভাঙ্গনের মুখোমুখি হবে পারে । এসব স্থানে স্টক ব্লক গুলো দ্রুত বসানোর বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয় (চিত্র ৫ ও ৬)।



চিত্র-৫ ব্লক সরে গিয়ে ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হওয়া।



চিত্র-৬ : ব্লক সরে যাওয়া।

১৬। Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ উক্ত প্রকল্পের অধীনে জিও-ব্যাগ সরবরাহ কাজে (Goods) ১৩টি প্যাকেজে অনুমোদিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৮৭৩৬.৮৯ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ৮৭৩৫.১৭ লক্ষ টাকা এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজে (River Bank Protective work) ১৩টি প্যাকেজে ডিপিপিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫১৩.৪৯ লক্ষ টাকা দরপত্র চুক্তি হয় ৭৯৪৪.১৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর ২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠন পূর্বক দরপত্র আহবান, মূল্যায় ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতিয়মান হয়। সমাপ্তকৃত কাজের ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
১। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২০/১২/২০০৯	০৭/০১/২০১০
২। জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০৮/০১/২০১০	২৩/০২/২০১১
৩। জনাব আফতাব উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৪/০২/২০১১	০৪/০৫/২০১৪
৪। জনাব এহসানুর রশিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০৫/০৫/২০১৪	০৭/০৬/২০১৪
৫। জনাবা কামরুননেছা পিইঞ্জি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	০৮/০৬/২০১৪	৩০/০৬/২০১৫

১৮। প্রকল্পের প্রভাবঃ

প্রকল্পটির আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ (River Bank Protective work) বাস্তবায়নের ফলে চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের উত্তর-পশ্চিম অংশের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধসহ চাঁদপুর পৌরসভার অন্তর্গত পুরান বাজার এলাকায় অবস্থিত বহু ঘরবাড়ী, মসজিদ, মন্দির, স্কুল, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট, বাজার ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

অনুমোদিত	অর্জিত
চাঁদপর শহরের পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ও সরকারী-বেসরকারী সম্পদ, কৃষ্টি জমি, জনপদ ইত্যাদি এবং চাঁদপর সেচ প্রকল্পের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	চাঁদপর শহরের পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ও সরকারী-বেসরকারী সম্পদ, কৃষ্টি জমি, জনপদ ইত্যাদি এবং চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হরে তার কারণঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মাণ নয়।

২১। বাস্তবায়ন সমস্যঃ

২১.১ আবাদী জমিতে স্টক ব্লক সংরক্ষণ করা;

২১.২ ব্লক সরে গিয়ে বাধেঁ নদীর পাড়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি;

২১.৩ কাজের ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়া;

২২। সুপারিশঃ

২২.১ আবাদী জমি হতে স্টক ব্লক দ্রুত সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২২.২ নদীর তীর রক্ষা কাজের যে সমস্ত অংশে ব্লক সরে গিয়ে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে দ্রুত মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৩ বাপাউবো কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে দ্রুত জনবল পদায়ন করতে হবে;

২২.৪ অব্যবহৃত স্টক ব্লক ব্যবহারের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে;

২২.৫ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্টক ব্লকের একটি সঠিক পরিসংখ্যান দিতে হবে;

২২.৪ অনুচ্ছেদ ২২.১-২২.৫ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বেতন/সরবরাহ সেবা/মেরামত):

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
৪৮১৭	ট্যালেক্স/ফ্যাক্স	থোক	১ দফা	০.৫০	১ দফা	০.৫০
৪৮২৮	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	১ দফা	৪.৫০	১ দফা	৪.৫০
৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রচার	থোক	১ দফা	৬.০০	১ দফা	৬.০০
৬৮০৭	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	প্রতিটি	৩টি	৬.০০	১ দফা	৬.০০
৬৮১৪	স্টাফ স্ট্যান্ডসহ সার্ভে যন্ত্রপাতি	প্রতি সেট	২ সেট	২.৯৯	২ সেট	২.৯৯
৬৮১৫	লেজার প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	প্রতিটি	৪টি	৪.০০	৪টি	৪.০০
৬৮১৯	ফটোকপিয়ার	প্রতিটি	১টি	০.৯৯	১টি	০.৯৯
৭০৮১	ইব্রাহীমপুর-সাখুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ=৫৬৭৬.২৬ মিটার	মিটার	৫৬৭৬.২৬ মিটার	১৭০২০.৫০	৫৬৭৬.২৬ মিটার (৯৭.২১%)	১৬৫২৬.১৯
৭০৮১	নির্মাণকালীন রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	১ দফা	৫০.০০	১ দফা	৪৯.৮৩
	প্রকল্প মোট =			**১৭০৯৫.৪৮**		**১৬৬০১.০০**

"ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। **প্রকল্পের নাম** : ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষন

২। **প্রকল্পের অবস্থান** : চট্রগ্রাম বিভাগের ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার সোনাগাজী ও মিরেরশ্বরাই উপজেলা

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। **মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় জিওবি	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬৩৮৫.৯৪	৬৬২০.৯৩	৬৫৭০.৯১	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৪	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৫	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৫	১৮৪.৯৭ (২.৮৯%)	১২ মাস (৩৬.৩৬%

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন:** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** পরিশিষ্ট ''ক''

৮। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:**প্রযোজ্য নয়

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্মোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :**

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- পিসিআর সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি :**

১০.১। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য** :

- ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে সন্দ্বীপ চ্যানেলের মোহনা ও মুহুরী accreted area এর নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা;
- কবেরহাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার গ্রামে ফেনী নদীর বামতীর ভাঙ্গন রোধ করা;
- বাপাউবো'র বিদ্যমান অবকাঠামো, যেমন-বাঁধ, রেগুলেটর, গ্রোয়েন, ঘরবাড়ী, মূল্যবান সম্পত্তি, মাদ্রাসা, সাইক্লোন সেন্টার, রাস্তাঘাট ইত্যাদি ফেনী নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা এবং
- ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর স্রোতধারাকে ৫.০০কিঃমিঃ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা।

১০.২। **পটভূমি :**

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার পূর্ব-দক্ষিনে ফেনী রেগুলেটর এবং ফেনী নদীর ক্রসড্যাম, মুহুরী সেচ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো। শুষ্ক মৌসুমে উজানে পানি ধরে রাখার জন্য এবং বর্ষা মৌসুমে লবনাক্ত পানি প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ রোধের জন্য ফেনী রেগুলেটর ব্যবহৃত হচ্ছে। ফেনী নদীর ক্রসড্যাম ও রেগুলেটর নির্মাণের ফলে হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ভাটিতে বড় ধরনের ভূ-স্থানিক পরিবর্তন হয়। ক্লোজার নির্মাণের ফলে নদীর পূরাতন প্রবাহ পলি পড়ে ভরাট হয়। ফলে ভাটিতে খননকৃত বিকল্প চ্যানেল ভরাট হয়ে ফেনী নদীর প্রবাহ পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। এ প্রেক্ষিতে পোল্ডার-৬০ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয় এবং ফেনী নদীর দৈর্ঘ্য ১০কিঃমিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে পতিত হয়। ফেনী নদী ভাঙ্গনের কারনে জনসাধারণের বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ি ভাঙ্গনের হুমকীর সম্মুখীন। অন্যদিকে ফেনী জেলার ৫৫ কি:মি: দক্ষিন-পূর্বে মিরসরাই উপজেলার করের হাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার এলাকাটি অবস্থিত। ফেনী নদীর ভাঙ্গনের ফলে এলাকার স্কুল, মাদ্রাসা, পাকা রাস্তা, ঘরবাড়ী ইত্যাদি ভাঙ্গনের হুমকীর সম্মুখীন। ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খননের বিষয়ে ২০০৮-এর জানুয়ারীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কতৃক গঠিত কারিগরি কমিটি এবং ২০০৮ সালের মার্চ মাসে আইডব্লিউএম কতৃক পরিচালিত গানিতিক মডেলের সুপারিশের ভিত্তিতে ৬৩৮৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি প্রনয়ন করা হয়।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন**:

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মিরশ্বরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটি ১৮/১০/২০১১ ইং তারিখে ৬৩৮৫.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০/০৪/২০১৫ তারিখে ৬৬২০.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৫ মেয়াদে বা স্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

আন্ত:খাত স মন্বয়: ১৯.০৩.২০১৫ তারিখে DPEC সভায় ৬৬২০.৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর, ২০১১ হতে জুন,২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্ত:খাত সমন্বয় করাহয়।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :**

ক) ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ৩.০ কিলোমিটার পাইলট চ্যানেল/খাল খনন করা;
খ) ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর উপর ৪১০.০০ মিটার ক্লোজার নির্মাণ করা;
গ) ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ক্লোজার থেকে পাইলট চ্যানেল পর্যন্ত ১.৩০০ কিলোমিটার গাইড বাঁধ নির্মাণ করা;
ঘ) ফেনী রেগুলেটরের উইং ডাইকে ১টি ড্রেনেজ স্লুইসগেট (৩ ভেন্ট) নির্মাণ করা এবং
ঙ) মিরশ্বরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার গ্রামে ২টি স্থানে এবং ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ১টি স্থানে, মোট ৩টি স্থানেস্থানে ২.০৫০ কিলোমিটার ফেনী নদীর বাম তীরে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা।

১৩। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন:**

ফেনী জেলা: গত ৩০/১০/২০১৫ তারিখে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে খননকৃত পাইলট চ্যানেল, ফেনী নদীর উপর নির্মিত ক্লোজর, গাইড বাঁধ, ও স্লইচগেট নির্মাণ কাজ পদির্শন করা হয়। পাইলট চ্যানেলের মোট দৈর্ঘ্য ৩.০০ কি:মি: প্রস্থ প্রায় ১৫০ মি: ও গভীরতা ১০ থেকে ১২ মিটার। পরিদর্শন কালে জোয়ার থাকায় চ্যনেলটিতে পানি পূর্ণ ছিল। পরিদর্শন কালে জনাব মোঃ রমজান আলী প্রামানিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, জনাব মোঃ নাছির উদ্দীন, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চট্রগ্রাম জেলা: গত ৩০/১০/২০১৫ তারিখে চট্রগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর ব্লক দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ পদির্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে পশ্চিম জোয়ার গ্রামের উজানে ৬০০.০০ মিটার ও ভাটিতে ৮০০.০০ মিটার কাজ পাওয়া যায়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:**

১৪.১। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি :**

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৬৩৮৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৬৬২০.৯৩ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ৬৫৭০.৯১ লক্ষ টাকা (৯৯.২৪%)।

১৪.২। **প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি :**

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফেনী পওর সার্কেল ও ফেনী পওর বিভাগের আওতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা ভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে আইএমইডি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পটি কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়েছে। এছাড়াও বাপাউবো এর টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক কাজগুলি নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক পরিমাণ ও গুণগত মান যাচাই করেন।

১৫। **প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থা:**

১৫.১ **নদীর বাম তীর সংরক্ষণঃ**

(ক) চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ারা গ্রামে ছোট ফেনী নদীর তীরবর্তী ৬০০ মি: এবং এর পূর্ব পার্শ্বেই ৮০০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ সংরক্ষণ কাজে মূলত: জিও ব্যাগ (১৭৫kg) ও ব্লক বসানো হয়েছে। পরিদর্শনে ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি প্লেসিং ব্লকের মাপ (৫০ × ৫০ ×২০) সে:মি: এবং ডাম্পিং ব্লকের মাপ (৩০×৩০×৩০) সে:মি:। প্লেসিং ব্লকগুলো নদীর তীরে ঢালের সমান্তরালে ফেলা হয়েছে। জিও -ব্যাগ এবং ডাম্পিং ব্লকগুলো এলোমেলোভাবে নদীর তীরের নীচের দিকে ফেলা হয়েছে (চিত্র ১ ও ২)।



চিত্র-১ পরিদর্শিত চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ারা গ্রামে ছোট ফেনী নদীর তীর রক্ষা কাজের অংশ।



চিত্র-২ : জিও-ব্যাগ ফেলে তীর রক্ষা।

(খ) পরিদর্শনে স্থানীয় এলাকাবাসী জনাব মোঃ আলাউদ্দিন জানান যে , নদীর তীর রক্ষার জন্য স্থানীয় জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও পর্যাপ্ত ক্ষ তিপূরণ দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। এ বিষয়ে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে , এ Season-এ যে পরিমাণ ফসল ফলে সেই পরিমাণ ফসল অর্থ তাদের ক্ষতিপুরণ বাবদ দেয়া হয়েছে। তবে এ বাবদ কোন অর্থ ডিপিপিতে না থাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জমি অধিগ্রহণ করে ন দীর তীর রক্ষার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে।

(গ) পরিদর্শনে দেখা যায় যে , নদীর তীরে ড্রেজিং -এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে। এতে করে নদীর তীরের নীচের গর্তের সৃষ্টি হয়ে ব্লক সরে গিয়ে বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। এ কারণে দ্রুত ড্রেজিং বন্ধ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়ার বিষয়ে ফেনী , বাপাউবো-কে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া পরিদর্শনকালে কয়েকটা জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে যাওয়ার বিষয়টি দ্রুত মেরামত করা হবে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী নিশ্চিত করেন (চিত্র ৩)।



চিত্র-৩ দেবে যাওয়া ব্লকের অংশ।



চিত্র-৪ : ফেনীর নির্বাহী প্রকৌশলীসহ তীর রক্ষা কাজ পরিদর্শন।

১৫.২ **পাইলট চ্যানেলঃ** ফেনী জেলার সোনাগাজী সদর উপজেলায় মুহুরী প্রজেক্ট সংলগ্ন ৩.০০ কি:মি: দীর্ঘ পাইলট চ্যানেলের কাজ ৩১/১০/২০১৫ তারিখে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে চ্যানেলে প্রায় ৬-৬.৫ মি: গভীরতা পাওয়া যায়। এছাড়া চ্যানেলটি ফেনী ন দী বন্ধ হওয়া (ক্লোজার) অংশকে সন্দ্বীপ চ্যানেলের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। পুরো চ্যানেলটি Excavator দিয়ে খনন করা হয়েছে বলে নির্বাহী প্রকৌশলী অবহিত করেন। চ্যানেলেরTop Width ৭০-৭৫ মিটার। চ্যানেল নির্মাণের ফলে নদীর মূখ বন্ধ হলেও গতিপথ বা নদীর প্রবাহ চালু রয়েছে। ক্লোজার নির্মাণের ফলে যে বিশাল এলাকা চর বা নতুন জমি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোতে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি ঢুকতে পারছে না(চিত্র ৫ ও ৬)।

১৫.৩ **রেগুলেটরঃ** সোনাগাজী উপজেলায় ক্লোসারের শুরুতে একটি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত রেগুলেটর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্বচর চাঙ্গিয়ার চর খন্দকারসহ ৭নং সোনাগাজী উপজেলায় বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূর করা হয়েছে। পাশাপাশি সমুদ্রের জোয়ারের ফলে লোনা পানি আবাদি জমিতে ঢুকতে পারছে না (চিত্র ৭ ও ৮)।



চিত্র-৭ নির্মিত রেগুলেটরের সম্মুখভাগ।



চিত্র-৮ : রেগুলেটরের পেছনের অংশ ।

১৫.৪ **ক্লোজার:** ফেনী রেগুলেটর ভাটিতে ফেনী নদীর উপর ৪১০ মিটার ক্লোজার নির্মাণের ফলে দেখা যায় যে , ২-৩ হাজার হেক্টর এলাকাতে চর জেগে উঠছে এবং সেগুলিতে ধান গম আবাদ করা হয়েছে (চিত্র ১০)। তবে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য জ নাব নুরুন্নবী (তোতা মেম্বর) জানান যে, ফেনী নদীর ব র্তমান জোয়ারের ফলে বেশ কিছু এলাকাতে লবনাক্ত পানি ঢুকে ফসলী জমি নষ্ট হচ্ছে। যদি মুহুরী প্রজেক্টের রেগুলেটর থেকে চর আবুল্যা এবং বাহির চর মৌজা হতে বড়ধলী পর্যন্ত গাইড বাঁধ /আউটার বেড়ী নির্মাণ করা হলে এ লবনাক্ততা হ্রাস করা সম্ভব হত। বিষয়টি সম্পর্কে নির্বাহী প্রকৌশলী ফেনীও একমত পোষণ করেন (চিত্র ৯)।



চিত্র-৯ নির্মিত ক্লোজারের অংশ।



চিত্র-১০ : ক্লোজারের কারণে জেগে উঠা চর।

১৫.৭ **গাইড বাঁধঃ** ক্লোসার হতে পাইলট চ্যানেলম পর্যন্ত ১.৩০ কিলোমিটার গাইড বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে গাইড বাধেঁ মহিষ চলাচলের ফলে বেশ কিছু স্থা নে উঁচু-নিচু খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে। তাই গাইড বাঁধটি সুরক্ষার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। **Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদি** : প্রকল্পের অধীনে যন্ত্রপাতি (Goods) প্যাকেজে ২টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া construction works-এর জন্য ৭টি প্যাকেজে ডিপিপি বরাদ্দ ছিল ৬৪৬৭.০০ লক্ষ টাকা, দরপত্র চুক্তি হয় ৬৪৬৬.০০ লক্ষ টাকায়। প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর -২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইনসমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠনপূর্বক দরপত্র আহ্বান , মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন স্থানে সমাপ্তকৃত কাজের বিশেষ করে ব্লক প্লেসিং ও ডাম্পিং , রেগোলটর ও ক্লোজার নির্মাণ , গাইড বাঁধ নির্মাণ এর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন পরীক্ষা করে সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্নকালীন/খন্ড কালীন	সময়কাল	
		হইতে	পর্যন্ত
মোঃ জসীম উদ্দীন ভূঁইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্নকালীন	২৭/০২/২০১২	১৭/০৯/২০১৩
মোঃ রফিক উল্লাহ, নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্নকালীন	১৮/০৯/২০১৩	০৪/০৩/২০১৪
কে এম আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্নকালীন	২২/০৪/২০১৪	৩০/০৬/২০১৫

১৮। **প্রকল্পের প্রভাব :**

ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদী ডান দিকে বৃহৎ দৈর্ঘ্যে বাঁক নিয়ে সন্দ্বীপ চ্যানেলে পতিত হয়। উক্ত ৮.০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের বাঁকা নদীকে চরের উপর দিয়ে সোজা করে পাইলট চ্যানেল খননের মাধ্যমে ৩.০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে নিয়ে আসা হয়। পাইলট চ্যানেল খনন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর ডানতীরে সোনাগাজী উপজেলার চরখোয়াজ, চরচান্দিয়া ও চরখোন্দকার এলাকার ব্যাপক নদীতীর ভাঙ্গন বন্ধ হয়েছে

এবং ৮.০০কিলোমিটার পুরাতন নদীতে বর্তমানে নুতন চর জেগে ভূমির সৃষ্টি হয়েছে। জাগিয়া উঠা নুতন ভূমিতে অচিরেই চাষাবাদ সহ জন বসতি গড়ে উঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার গ্রামে ১৪০০.০০ মিটার নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন অবকাঠামো সহ প্রায় ৩৪,৬০০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রক্ষা হয়েছে। দারিদ্রতা বিমোচন, আর্থ সামাজিক ও জনগনের জীবন মানের উন্নয়ন হয়েছে।

১৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
১.ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে সন্দ্বীপ চ্যানেলের মোহনা ও মুহুরী accreted area এর নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা;	পাইলট চ্যানেল খনন প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর ডানতীরে সোনাগাজী উপজেলার চরখোয়াজ, চরচান্দিয়া,চরখোন্দকার ও মুহুরী accreted area এর নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা হয়েছে।
২. কবের হাট ইউনিয়নের পশ্চিম জোয়ার গ্রামে ফেনী নদীর বামতীর ভাঙ্গন রোধ করা;	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার গ্রামে ফেনী নদীর বামতীরে নদীর ভাঙ্গন রোধ হয়েছে।
৩.বাপাউবো'র বিদ্যমান অবকাঠামো, যেমন-বাঁধ, রেগুলেটর, গ্রোয়েন, ঘরবাড়ী, মূল্যবান সম্পত্তি, মাদ্রাসা, সাইক্লোন শেল্টার, রাস্তাঘাট (আনুমানিক মূল্য-৩৪৬০০ লক্ষ টাকা) ইত্যাদি ফেনী নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা;	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলা ও চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলার সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন অবকাঠামো সহ প্রায় ৩৪,৬০০.০০ লক্ষ টাকার সম্পদ রক্ষা হয়েছে। দারিদ্রতা বিমোচন, আর্থ সামাজিক ও জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন হয়েছে।
৪.ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ফেনী নদীর স্রোতধারাকে ৫.০০কিঃমিঃ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করা।	পাইলট চ্যানেল খননের মাধ্যমে ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে সন্দ্বীপ চ্যানেল পর্যমত্ম ফেনী নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

২০। **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রযোজ্য নয়।**

২১। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ**

২১.১ স্থানীয় জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করা হলেও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দেয়া (অনুচ্ছেদ ১৫.১(খ);

২১.২ নদীর তীরে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন করার ফলে নদীর তীরের নীচের গর্তের সৃষ্টি হচ্ছে (অনুচ্ছেদ ১৫.১(গ);

২১.৩ দুই একটা জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৫.১(গ) এবং

২১.৪ গাইড বাধেঁর বেশ কিছু স্থানে উঁচু-নিচু খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে

২২। **সুপারিশঃ**

২২.১ দক্ষিণ-পূর্বচর চাঙ্গিয়ার চর খন্দকারসহ ৭নং সোনাগাজী উপজেলার কৃষি জমি লবনাক্ততার প্রকোপ থেকে রক্ষা করার জন্য মুহুরী প্রজেক্টের রেগুলেটর থেকে চর আবুল্যা এবং বাহির চর মৌজা হতে বড়ধলী পর্যন্ত গাইড বাঁধ /আউটার বেড়ী নির্মাণ করা যেতে পারে।

২২.২ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে;

২২.২ নদীর তীরে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৩ যে সমস্ত জায়গায় ব্লক কিছুটা দেবে গিয়েছে সেগুলোর মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

২২.৪ গাইড বাধেঁর উপর মহিষ চলাচল বন্ধ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২২.৫ ০৩/১২/২০১৪ তারিখে সম্পাদিত প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট অবজেকশনগুলো দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে; এবং

২২.৬ অনুচ্ছেদ ২২.১-২২.৫ এর উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ক)	রাজস্ব খাতঃ-					
১)	ম্যাথামেটিক্যাল মডেলিং	আইটেম	১	৫৯.০০	১	৫৯.০০
২)	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	আইটেম	১	৪.৫০	১	৪.৫০
৩)	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	আইটেম	১	২.৫০	১	২.৫০
৪)	স্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	আইটেম	১	২.০০	১	২.০০
৫)	জরীপ ও অনুসন্ধান	আইটেম	১	৩.০০	১	৩.০০
৬)	যানবাহন মেরামত	আইটেম	১	২.৫০	১	২.৫০
	উপমোট (রাজস্ব খাত)			**৭৩.৫০**		**৭৩.৫০**
খ)	মূলধন খাতঃ-					
৭)	মটরসাইকেল (১২৫সিসি)	সংখ্যা	২ টি	২.৫০	২ টি	২.৫০
৮)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	১ টি	১.৪৯	১ টি	১.৪৯
৯)	জিওগ্রাফিক্যাল পজিশনিং সিষ্টেম	সংখ্যা	২ টি	০.৫০	২ টি	০.৫০
১০)	স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সংখ্যা	২ টি	২.০০	২ টি	২.০০
১১)	লেজার প্রিন্টার সহ কম্পিউটার	সংখ্যা	২ টি	১.০০	২ টি	১.০০
১২)	ভূমি অধিগ্রহণ	হেঃ	৬.৫৩	৫১.৫৭	৬.৫৩	২১.৬৪
১৩)	ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ০.০০০কিঃমিঃ হতে ৩.০০০ পর্যন্ত পাইলট চ্যানেল খনন	কিঃমিঃ	৩.০০০	২৩৪৮.৫৮	৩.০০০	২৩৪৮.১২
১৪)	ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে কেস্নাজার নির্মান	কিঃমিঃ	০.৪১০	৮৬৯.৩৬	০.৪১০	৮৬৯.৩৬
১৫)	ক্লোজার থেকে পাইলট চ্যানেল পর্যন্ত গাইড বাঁধ নির্মান	কিঃমিঃ	১.৩০০	১৫৩.৬৬	১.৩০০	১৫২.৮৪
১৬)	ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে সংরক্ষণ কাজ ০.০০কিঃমিঃ হতে ০.৬৫০ কিঃমিঃ পর্যন্ত	কিঃমিঃ	০.৬৫০	১৩৫৪.৯৭	০.৬৫০	১৩৫৩.০০
১৭)	ফেনী রেগুলেটরের ভাটিতে ০.০০কিঃমিঃ হতে ০.১৫০ কিঃমিঃ পর্যন্ত সংযোগ খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	০.১৫০	১৬.৮১	-	-
১৮)	ড্রেনেজ সম্লুইস নির্মাণ (৩ভেন্ট- ১.৫০মিঃX ১.৮০মিঃ)	সংখ্যা	১	৫২৪.৭৯	১	৫২৪.৭৭
১৯)	পশ্চিমজোয়ার গ্রামের ভাটিতে ফেনী নদীর বাম তীরে ভাঙ্গনরোধ কাজ (১.৭০০কিঃমিঃ হতে ২.৩০০কিঃমিঃ পর্যন্ত)	কিঃমিঃ	০.৬০০	৫২০.২২	০.৬০০	৫২০.২২
২০)	পশ্চিমজোয়ার গ্রামের ভাটিতে ফেনী নদীর বাম তীরে ভাঙ্গনরোধ কাজ (৩.৯৫০ কিঃমিঃ হতে ৪.৭৫০ পর্যন্ত)	কিঃমিঃ	০.৮০০	৬৯৯.৯৮	০.৮০০	৬৯৯.৯৭
	উপ-মোট (মূলধন খাত)			**৬৫৪৭.৪৩**		**৬৪৯৭.৪১**
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী	থোক		-		-
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সী	থোক		-		-
	মোট প্রকল্প (ক+খ+গ+ঘ)			**৬৬২০.৯৩**		**৬৫৭০.৯১**

“উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহ পুনর্বাসন (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্পের এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা			
খুলনা	খুলনা	১) খুলনা সদর	২) ডুমুরিয়া	৩) দিঘলিয়া	৪) দাকোপ
		৫) বটিয়াঘাটা রূপসা	৬) পাইকগাছা	৭) কয়রা	৮) রূপসা
	বাগেরহাট	১) বাগেরহাট সদর	২) মোড়েলগঞ্জ	৩) শরণখোলা	৪) রামপাল
		৫) ফকিরহাট	৬) মোল্যাহাট	৭) চিতলমারী	৮) কচুয়া
	সাতক্ষীরা	১) সাতক্ষীরা সদর	২) দেবহাটা	৩) আশাশুনি	৪) কালিগঞ্জ
		৫) শ্যামনগর	৬) তালা		

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল ব্যয়	২য় সংশোধিত ব্যয়		মূল	২য় সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩১৫৩৮.৪৬	৩৭৭৫৪.৬১	৩৫৮৯৯.৯৭	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩ইং	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	৬২১৬.১৫ (১৯.৭১%)	২ বছর (৬৬.৬৭%)

৬। প্রকল্পের অর্থায়নঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ পরিশিষ্ট ‘‘ক’’

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পরীক্ষা সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, সকল কাজ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে।

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্মোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- ❖ অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- ❖ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ❖ পিসিআর পর্যালোচনা;
- ❖ PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ❖ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- ❖ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। **প্রকল্পে উদ্দেশ্য ও পটভূমি:**

১০.১। **প্রকল্পে উদ্দেশ্যঃ**

ক) সাইক্লোন আইলা/২০০৯ইং এ ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাপাউবো'র ৪৩টি পোল্ডার এর আওতায় অবকাঠামো পূনর্বাসন/মেরামত;

খ) পোল্ডার/উপ-প্রকল্পসমূহ হতে কাঙ্খিত সুবিধাভোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ সচলকরণ এবং

গ) সাইক্লোন আইলা মধ্যমেয়াদী পূনর্বাসন প্রোগ্রাম।

১০.২। **পটভূমিঃ**

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় এলাকায় ২০০৯ সালের ২৫মে ভয়াবহ ঘূর্নিঝড় আইলায় সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৪৩টি পোল্ডার মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাপাউবো এর ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন/মেরামত করে কার্যক্ষম অবস্থায় আনয়ন এবং সাইক্লোন আইলার জন্য মধ্যমেয়াদী পুর্নবাসন কর্মসূ চি গ্রহণের লক্ষ্য এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ**

গত ২৬/১০/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৩১৫৩৮.৪৬ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩ মেয়াদে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১১-০৭-২০১১ তারিখে ৩৪৬৬৩.২৮ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে একই মেয়াদে ১ম সংশোধিত এবং ২৬-০৫-২০১৩ তারিখে ৩৭৭৫৪.৬১ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫ মেয়াদে ২য় সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

১২। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রকল্পের আওতায় মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে-

ক) ৪০.২৪৩ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ;
খ) ৪৩৫.২২৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ;
গ) ১৫টি রেগুলেটর নির্মাণ;
ঘ) ৫টি ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ;
ঙ) ৩৩টি রেগুলেটর মেরামত;
চ) ৬৯টি স্লুইস গেট মেরামত;
ছ) ৪.৪৯২ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ মূলক নির্মাণ কাজ;
জ) ২৪.৮৮৯ কিঃমিঃ ঢাল প্রতিরক্ষা মূলক নির্মাণ কাজ;
ঝ) ০.৩৮৭ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ মূলক মেরামত কাজ;
ঞ) ০.৩৮৫ কিঃমিঃ ঢাল প্রতিরক্ষা মূলক মেরামত কাজ এবং
ট) ২০টি ক্লোজার/ব্রীচ ক্লোজিং কাজ সম্পন্ন করা ।

১৩। **প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ**

১৩.১। পকল্পটি জুন, ২০১৫-তে সমাপ্ত হয় এবং ১৮/১০/২০১৫ তারিখে PCR পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচালক (পানি সম্পদ) আইএমইডি, ১৩/০২/২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকা তথা খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকান্দি ইউনিয়নের কাটকাটা গ্রা মে বাস্তবায়িত পাতাখালি ক্লোজার ও নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বাপাউবো কর্তৃক

সরবরাহকৃত পিসিআর, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪। **প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ** আর্থিক অগ্রগতি ৩৫৮৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫০%।

১৪.১ **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের ২য় সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৩৭৭৫৪.৬১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৫৮৯৯.৯৭ লক্ষ টাকা (৯৫.০৯%)।

১৪.২ **প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ**

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.৫০%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ী প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর খুলনা জেলার আওতায় খুলনা পওর বিভাগ-১ ও খুলনা পওর বিভাগ-২, সাতক্ষীরা জেলার আওতায় সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১ ও সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২ এবং বাগেরহাট জেলার আওতায় বাগেরহাট পওর বিভাগ সহ ৫টি মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ

১৫.১ খুলনা জেলাঃ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার উত্তর বেদকান্দি ইউনিয়নের শাক বাড়িয়া নদীর তীর সংলগ্ন পোল্ডার ১৩-১৪/২ এর পাতাখালি স্লোজারের কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য প্রকল্প এলাকাগুলি দূর্গম এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় একটি উপজেলা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে। যে সমস্ত কাজগুলো পরিদর্শন করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হল:

- প্রতিরক্ষা কাজ: প্রকল্পের আওতায় উক্ত এলাকায় ৪০০ মিটার নদীর তীর রক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিরক্ষা কাজের চেইনেজ ৯০-৯০/১০০ ছিল যা পরিদর্শন কালে পরিমাপ করে পাওয়া যায়। তবে উক্ত ৪০০ মিটার তীর রক্ষা কাজের মধ্যে কিছু কিছু স্থানে ব্লক সরে যাওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করলে তারা জানান যে, চলতি অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় এ সমস্ত মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হবে।



চিত্র-১ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্লক।



চিত্র-২ : ব্লক সরে যাওয়া।

- ব্লক ডাম্পিং ও প্লেসিং : পরিদর্শনকালে ডিপিপি'র নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুযায়ী ব্লক ডাম্পিং, প্লেসিং এবং জিও ব্যাগ পানির মধ্যে ফেলা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান, পরিদর্শনে প্লেসিং ব্লক পরিমানে প্লেসিং ব্লক পরিমাপ করে ৪০ ×৪০×২০ সেঃমিঃ এবং ডাম্পিং ব্লক পরিমাপ করে দুই সাইজের (৪০×৪০×৪০ সেঃমিঃ এবং

৩০×৩০×৩০ সেঃমিঃ) ব্লক পাওয়া যায়। এছাড়া জিও ব্যাগের ওজন ১২৫ কেজি পাওয়া যায়। এছাড়া বেশ কিছু ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়।

- পাতাখালী ক্লোজারঃ পাতাখালী ক্লোজারের মোট দৈর্ঘ্য ১৬০ মিটার এবং Top width ৬ মিটার। এটি'র এ্যাপ্রোচ ১০৮৮ মিটার। পরিদর্শনকালে এলাকাবাসীর সাথে আলাপকালে জানা যায় যে, ক্লোজারটি নির্মাণের ফলে দক্ষিণ বেদকাশী এবং সাকবাড়িয়া ইউনিয়নের মধ্যে চলাচল উপযোগী রাস্তা তৈরী হয়েছে। এছাড়া লোনাপানি আশে পাশের আবাদি জমিতে প্রবেশ বন্ধ হয়েছে।



চিত্র-৩ পাতাখালী ক্লোজার।



চিত্র-৪ : ক্লোজার সংলগ্ন এ্যাপ্রোচ।

- অন্যান্য কাজঃ উক্ত এলাকায় ৭৮৫ মিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩০ মিটার দীর্ঘ বেড়ি বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় সেটি মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।



চিত্র-৫ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ



চিত্র-৬ : সরেজমিন পরিদর্শন।

১৫.২ বাস্তবায়ন ধীরগতিঃ প্রকল্পটি ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় আইলার পরবর্তী সময়ে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০৩ বছর থাকলেও পরবর্তীতে আরও ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়। এতে করে প্রকল্পের ব্যয় ও উক্ত এলাকাসমূহের জনগনের দীর্ঘমেয়াদে নানা ধরণের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে।

১৫.৩ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকাল মাত্র ০৫ বছরে ০৪ বার প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন করা হয়েছে যা মোটেই কাম্য নয়।

১৬। Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপি এ-২০০৬ এর বিধি ও আইন সমূহ প্রতিপালনসহ পিইসি গঠন পূর্বক দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
১। মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ, তত্ত্বা: প্রকৌ:	খন্ডকালীন	১০-০২-২০১০	১৬-০৭-২০১৩
২। আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বা: প্রকৌ:	খন্ডকালীন	১৬-০৭-২০১৩	০২-১০-২০১৪
৩। জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বা: প্রকৌ:	খন্ডকালীন	০২-১০-২০১৪	০৩-০২-২০১৫
৪। মোঃ বজলুর রশীদ,তত্ত্বা: প্রকৌ:	খন্ডকালীন	০৩-০২-২০১৫	৩০-০৬-২০১৫

১৮। প্রকল্পের প্রভাবঃ

উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার সমূহ ষাটের দশকে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় পোল্ডার সমূহ পূনর্বাসন/মেরামত না করায় ঘুর্ণিঝড় আইলার আঘাতে পোল্ডার সমূহের অবকাঠামো সমূহ ব্যাপকভাবে ক্ষয়ক্ষতির সম্মূখীন হয়। ২০০৯ সালের ঘুর্ণিঝড় আইলায় যে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় তা থেকে প্রকল্প এলাকার জনগনের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ল ক্ষ্য মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো সমূহ নির্মাণ/মেরামত করার জন্য ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ফলে পোল্ডার অভ্য ন্তরে লোনা পানি মূক্ত করা ছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধা ভোগ করছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

অনুমোদিত	অর্জিত
ক) সাইক্লোন আইলা/২০০৯ইং এ ক্ষতিগ্রস্থ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাপাউবো'র ৪৩টি পোল্ডার এর আওতায় অবকাঠামো পূনর্বাসন/মেরামতকরণ;	প্রকল্পের অধীন ৪৩টি পোল্ডার/প্রকল্পের (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬-৮, ৭/১, ৭/২, ৯, ১০/১২, ১৩-১৪/২, ১৪/১, ১৫, ১৬, ১৭/১, ১৭/২, ১৮/১৯, ২০, ২০/১, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৮/২, ২৯, ৩০, ৩১, ৩১(অংশ), ৩২, ৩৩, ৩৪/১, ৩৪/৩, ৩৫/১, ৩৬/১, আমিরপুর-ভান্ডারকোট-বালিয়াডাঙ্গা প্রকল্প, খুলনা শহর র ক্ষা প্রকল্প, বারাকপুর-দিঘলিয়া প্রকল্প, নাজিরপুর প্রকল্প, দৈবজ্ঞহাটি প্রকল্প, নাজিরপুর প্রকল্প, গাবখালী প্রকল্প, বেমর্তা প্রকল্প) গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো সমূহ নির্মাণ/ মেরামত করা হয়েছে।
খ) পোল্ডার/উপ-প্রকল্পসমূহ হতে কাঙ্খিত সুবিধাভোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ সচলকরণ;	কাঙ্খিত সুবিধাভোগের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোসমূহ সচলকরণের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।
গ) সাইক্লোন আইলা মধ্যমেয়াদী পূনর্বাসন প্রোগ্রাম।	সাইক্লোন আইলা মধ্যমেয়াদী পূনর্বাসন প্রোগ্রামের আওতায় অবকাঠামো সমূহ নির্মান ও মেরামত করা হয়েছে।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

২১.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

২১.১ বাস্তবায়ন ধীরগতি ;

২১.২ ব্লক সরে যাওয়া;

২১.৩ বাঁধ নিয়মিত মনিটরিং না করা;

২১.৪ এডিপি/আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ না থাকা;

২১.৫ ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন;এবং

২১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সার্বিক কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকা।

২২। সুপারিশঃ

২২.১ উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার সমূহ দীর্ঘ সময় পোল্ডার সমূহ পূনর্বাসন/মেরামত না করায় প্রতিনিয়ত জোয়ার-ভাটা এবং নিম্নচাপ জনিত কারনে সৃষ্ট উচ্চ জোয়ারের প্রভাবে পোল্ডারের অবকাঠামো সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের অবকাঠামোসমূহের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২২.২ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সেগুলো মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

২২.৩ প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন করে করতে হবে; এবং

২২.৪ অনু: ২২.১-২২.৩ এর বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম আগামী ২(দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি ’কে অবহিত করতে হবে।

কাজের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বেতন/সরবরাহ সেবা/মেরামত):

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষমাত্রা		জুন/১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
	ক) রাজস্ব ব্যয়					
৪৮৮৬	জরীপ ও অনুসন্ধান	থোক	১ দফা	৪৫.০০	১ দফা	৪২.৮৬
৪৮২৮	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	১ দফা	৮.০০	১ দফা	৮.০০
৪৮২৩	পেট্রল ও লুব্রিক্যান্ট	থোক	১ দফা	২০.০০	১ দফা	১৯.৯৮
৪৮২৭	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	১ দফা	১০.০০	১ দফা	১০.০০
৪৮৮৩	টিইসি,টিওসি ও ষ্টিয়ারিং কমিটির সম্মানী	থোক	১ দফা	৩.০০	১ দফা	২.৯০
৪৯০১	মটরযান মেরামত	থোক	১ দফা	৫.০০	১ দফা	৫.০০
	উপমোট ''ক'' (রাজস্ব ব্যয়)			**৯১.০০**		**৮৮.৭২**
	খ) মূলধন ব্যয়					
৬৮০৭	মোটরযান ক্রয়ঃ ১টি ৪ হুইল জীপ ও ১টি পিক-আপ	সংখ্যা	২টি	৭৩.৭০	২টি	৭৩.৭০
৬৮১৩	ফটোকপিয়ার মেশিন	সংখ্যা	২টি	২.৫০	২টি	২.৫০
৬৮১৩	ফ্যাক্স মেশিন	সংখ্যা	১টি	০.২৪	১টি	০.২৪
৬৮১৫	কম্পিউটার (ব্র্যান্ড) লেজার প্রিন্টারসহ	সংখ্যা	২টি	১.৯৫	২টি	১.৯৪
৬৮১৫	ল্যাপটপ	সংখ্যা	১টি	১.০০	১টি	১.০০
৬৮১৫	মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর	সংখ্যা	১টি	০.৯৭	১টি	০.৯৭
৭০৪১	বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৪০.২৪৩ কিঃমিঃ	২৫৬১.৮২	৪০.২৪৩ কিঃমিঃ	২৪৮১.৭৪
৭০৪১	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৪৩৫.২৫৫ কিঃমিঃ	৬৫৮১.৭১	৪৩৫.২৫৫ কিঃমিঃ	৬৫৩৬.০৭
৭০৪১	রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	১৫ টি	৩৯৪১.৩৮	১৫ টি	৩৬৯২.৫১
৭০৪১	ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ	সংখ্যা	৫ টি	১৪১.৪৫	৫ টি	৯২.৩৮
৭০৪১	রেগুলেটর মেরামত	সংখ্যা	৩৩ টি	৪৩৮.০২	৩৩ টি	২৮৮.২১
৭০৪১	স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	৬৯ টি	৫৭৯.৫৫	৬৯ টি	৫৭৯.৫৫
৭০৮১	তীর সংরক্ষণ মূলক নির্মাণ কাজ	কিঃমিঃ	৪.৪৯২ কিঃমিঃ	৫৬১০.৭৪	৪.৪৯২ কিঃমিঃ	৫১৯১.৬৬
৭০৮১	ঢাল প্রতিরক্ষা মূলক নির্মাণ কাজ	কিঃমিঃ	২৪.৮৮৯ কিঃমিঃ	৬৩৯৬.৬২	২৪.৮৮৯ কিঃমিঃ	৬৩৬৭.১৫
৭০৮১	তীর সংরক্ষণ মূলক মেরামত কাজ	কিঃমিঃ	০.৩৮৭ কিঃমিঃ	৩৭৭.১০	০.৩৮৭ কিঃমিঃ	২২৭.১৫
৭০৮১	ঢাল প্রতিরক্ষা মূলক মেরামত কাজ	কিঃমিঃ	০.৩৮৫ কিঃমিঃ	৩৬২.৪৬	০.৩৮৫ কিঃমিঃ	২২৬.২০
৭০৪১	ক্লোজার/ব্রিচ ক্লোজিং নির্মাণ	সংখ্যা	২০টি	১০৫৯২.৪০	২০টি	১০০৪৮.৫৮
	উপমোট ''খ'' (মূলধন ব্যয়)			**৩৭৬৬৩.৬১**		**৩৫৮১১.৫৫**
	গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী					
	ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী					
	সর্বমোট			**৩৭৭৫৪.৬১**		**৩৫৯০০.২৭**

"চন্দনা-বারাশিয়া খনন" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ- জুন-২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : চন্দনা-বারাশিয়া খনন প্রকল্প

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় : পানি সম্পদ

৪। প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা		
ঢাকা	রাজবাড়ী	১) পাংশা	২) বালিয়াকান্দি	
	ফরিদপুর	১) মধুখালী	২) বোয়ালমারী	৩) আলফাডাঙ্গা
	গোপালগঞ্জ	১) কাশিয়ানী		

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ও ব্যয়ঃ

(ল ক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয়(মূল অনুমোদিত ব্যয়ে %)	অতিক্রান্ত সময়(মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল ব্যয়	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৫৯৫২.৪৯	৫৯৪৬.৩৭	৫১৩৩.৮৬	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	ব্যয় অতিক্রান্ত হয়নি	১৫০%

৬। প্রকল্পের অর্থায়নঃ- প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ- পরিশিষ্ট ''ক''

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:- ডিপিপি অনুযায়ী কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা,
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা,
- পিসিআর পর্যালোচনা,
- বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা,
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভুমি:

১০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক) সেচ সুবিধা প্রদান ও কৃষি কাজের উৎপাদন বৃদ্ধি;

খ) চন্দনা- বারাশিয়া নদী খননের ফলে জলাধার সৃষ্টি হওয়ার ফলে মিষ্টি পানি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারসহ কৃষি কাজে সেচ সুবিধা প্রদান;

গ) শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং

ঘ) প্রকল্প এলাকার মধ্যে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ।

১০.২ পটভুমিঃ-

চন্দনা-বারাশিয়া নদী পাংশা উপজেলার গৌতমপুর নামক স্থানে পদ্মা নদী হতে উৎপন্ন হয়ে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলার ভাটিয়াপাড়া নামক স্থানে মধুমতি নদীতে পতিত হয়েছে । এটি ১১২.১০ কি:মি: দীর্ঘ একটি semi perennial নদী। বর্ষা মৌসুমে পদ্মা নদী হতে পলিযুক্ত পানি এ নদীতে প্রবাহিত হয়। এর ফলে নদীতে পলি পড়ে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে। নদী খনন করে নদীর পানি প্রবাহ স্বাভাবিক ও ধারণ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা গেলে নদীর পানি লো-লিফট পাম্পের সাহায্যে সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে চন্দনা-বারাসিয়া নদী খননের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১১। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ-

গত ১৩-০৭-২০১০ তারিখে ৫৯৫২.৪৯ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১০ থেকে জুন/২০১২ মেয়াদে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ৩০-০৪-২০১৫ তারিখে ৫৯৪৬.৩৭ ল ক্ষ ব্যয়ে জুলাই/২০১০ থেকে জুন/২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ- প্রকল্পের মূল কাজ হল প্রকল্প এলাকায় ১১২.১০ কিঃ মিঃ নদী পুন:খনন করা। তন্মধ্যে

- ৫৬.০৬ কি:মি: বারাসিয়া নদী পুন:খনন,
- ৫৩.৪০ কি:মি: চান্দনা নদী পুন:খনন এবং
- পদ্মা নদীর অফটেকে চান্দনা রেগুলেটর পর্যন্ত ৩.৫৯ কি:মি: পুন:খনন।

১৩। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ-

১৩.১

প্রকল্পটি জুন/২০১৫ তে সমাপ্ত হয় এবং১৮/১০/২০১৫ তারিখে পিসিআর পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রনয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচা লক (পানি সম্পদ) আইএমডি গত ১১-০২-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির রাজবাড়ী জেলার পাংশা ও বালিয়াকান্দি উপজেলা, ফরিদপুর জেলার মধুখালী, বোয়ালমারী ও আলফাডাঙ্গা এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় বা স্তবায়িত কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে খন্দকার তৌহিদুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাপাউবো, রাজবাড়ী, জনাব নিখিল চন্দ্র হালদার, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, বাপাউবো, ফরিদপুর, মোঃ সালাহউদ্দিন, শাখাকর্মকর্তা, পাংশা, মোঃ সেলিম মোল্লা, শাখাকর্মকর্তা, বালিয়াকান্দি, মোঃ আব্দুল কাদের খাঁন, শাখাকর্মকর্তা, কাশিয়ানী, জনাব উত্তম কুমার পোদ্দার , শাখাকর্মকর্তা, আলফাডাঙ্গা, জনাব শশাংক কুমার বিশ্বাস, শাখাকর্মকর্তা, বোয়ালমারী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।তাহা ছাড়া প্রকল্প এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তি বর্গের সাথেও আলোচনা হয়। বাপাউবো কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ,পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪ । প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ-

১৪.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ-

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৫৯৫২.৪৯ ল ক্ষ টাকা, ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৫৯৪৬.৩৭ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বা স্তবায়নকাল ছিল জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদনে PCR অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫১৩৩.৮৬ লক্ষ (৯৪.৫৮%)

১৪.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতিঃ

পরিদর্শন ও পিসিআর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির অগ্রগতি ছিল ১০০%।

১৫। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ-

১৫.১ রাজবাড়ী জেলা:

- প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত রাজবাড়ি জেলার কালুখালী উপজেলার চাঁদপুর ব্রীজ সংলগ্ন চান্দনা নদী খননের কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত এলাকায় চান্দনা নদীতে ২ ফুটের মত পানি লক্ষ্য করা যায় (চিত্র-১)। প্রকল্পের ডিজাইনে শুষ্ক মৌসুমে ৩-৫ মিটার পানি থাকার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও নদীটি সে অনুযায়ী খনন না করার ফলে শুষ্ক মৌসুমে সে পরিমাণ পানি লক্ষ্য করা যায়নি।



চিত্র-১ চাঁদপুর ব্রীজ সংলগ্ন চান্দনা নদী ।

- হাবাসপুর ইউনিয়নের চর আফরা গ্রামে চান্দনা রেগুলেটর থেকে পদ্মা নদী পর্যন্ত অফটেক পর্যন্ত খনন করা হলেও ১০-১৫ কি.মি. এলাকা ব্যাপী কোন পানির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়নি (চিত্র-২) । এমনকি চান্দনা নদী ও পদ্মার সংযোগস্থলেও পানির কোন প্রবাহ দৃশ্যমান হয়নি । এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী খন্দকার তৌহিদুর রহমান জানান চান্দনা নদী খনন সংক্রান্ত যে ডিজাইন করা হয়েছে সেটি ত্রুটিপুর্ণ ছিল। এ কারণে পদ্মা নদীর রেড লেভেল ২.১৭ মিটার হলেও চান্দনা নদীর end point এ বেড লেভেল হয়েছে ৪.২১ মিটার (চিত্র-৩)। এতে করে প্রতীয়মাণ হয় যে, বর্ষা মৌসুমেও স্বাভাবিক ভাবে পদ্মার পানি বারাশিয়া নদীতে প্রবেশ কর বে না। একারণে শুষ্ক মোসুমে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল সময়ে কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় সেচের পানি উক্ত খাল হতে পাওয়ার কথা থাকলেও সেখানে পদ্মা নদী হতে কোন পানি আসছে না।



চিত্র-২ : চান্দনা রেগুলেটর থেকে পদ্মা নদী অফটেক পর্যন্ত



চিত্র-৩ **end point** ।

১৫.২ ফরিদপুর জেলাঃ

- ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের আড়কান্দি গ্রাম সংলগ্ন বারা শিয়া নদী খনন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করা হয়। খালের মোট দৈর্ঘ্য ৫৬ কি.মি.। পরিদর্শিত এলাকাতে Bed width পাওয়া যায় ১৫.৯০ মিটার এব ডিজাইন অনুযায়ী রেড লেভেল ছিল ২.৮৫ মিটার। উক্ত নদীতে ৩-৪ মিটার পর্যন্ত পানি লক্ষ্য করা যায়। উক্ত পানির মাধ্যমে স্থানীয় এলাকাবাসী সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া উক্ত নদী খননের দ্বারা প্রাপ্ত মাটিতে বনায়নের মাধ্যমে নদীর দুই পাড়ে বৃক্ষ রোপন করা সম্ভব হয়েছে।

১৫.৩ নদী ভরাট হয়ে যাওয়াঃ চান্দনা নদীর আধিকাংশ স্থানে নদীর পাড় ভেঙ্গে মাটি নীচে পড়ার ফলে নদীর গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। একই সাথে পাড় ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে স্থানীয় জনসাধারণের আবাদী জমি নষ্ট হচ্ছে।

১৬। Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ-

প্রকল্পটির প্রতিটি প্যাকেজের আওতায় পিপিআর-২০০৮ এবং পিপিএ-২০০৬ এর বিধি ও আইন সমূহ প্রতিপালন সহ পিইসি গঠন পূর্বক দরপত্র আহবান,মূল্যায়ন ও চুক্তি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ-

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্নকালীন /খন্ডকালীন	মেয়াদকাল	
০১। মোঃ আব্দুল মান্নান, তত্ত্বা: প্রকৌ:	পূর্ন কালীন	১৬-০৪-২০১০	৩১-০৭-২০১১
০২। জহিরুল ইসলাম, তত্ত্বা: প্রকৌ:	পূর্ন কালীন	৩১-০৭-২০১১	১৪-০৩-২০১৩
০৩। মোঃ হাফিজুর রহমান, তত্ত্বা: প্রকৌ:	পূর্ন কালীন	১৪-০৭-২০১৩	২৯-০৬-২০১৪
০৪। জসীম উদ্দিন ভুঁইয়া, তত্ত্বা: প্রকৌ:	পূর্ন কালীন	২৪-০৭-২০১৪	১২-১১-২০১৪
০৫। আবু মোঃ শফিউল আজম, তত্ত্বা: প্রকৌ:	পূর্ন কালীন	২৬-১১-২০১৪	৩০-০৬-২০১৫

১৮। প্রকল্পের প্রভাবঃ-

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার মধ্যে শুধুমাত্র ফরিদপুর ও গোপালপঞ্জ জেলায় নি ম্নভুমি বর্ষা মৌসমে প্লাবিত হয় না এবং শুষ্ক অনাবাদি জমি খননকৃত নদীর পাড়ে শক্তি চালিত পাম্পের সাহায্যে সেচবাদ হচ্ছে। উক্ত এলাকায় স্থাপিত সেচ যন্ত্রেও ভু-পরিস্থ ও ভু-গর্ভস্থ সেচের ফলে পানির অপচয় রোধ করে সেচ দক্ষতা ৪০% থেকে ৪৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষকের সেচ খরচ অনেকাংশে কমে এসেছে। সর্বোপরি তিনটি জেলায় লক্ষ মাত্রা থাকলেও শুধুমাত্র ২টি জেলায় অতিরিক্ত ২২০৫০ হেক্টর এর বিপরীতে ২৫৮৯০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ-

অনুমোদিত	অর্জিত	অর্জিত হয়নি।
(ক) প্রকল্প এলাকায় ফসলের জমির জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি প্রবাহ ধরে রাখা এবং শু ষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে নদীতে পানি ব্যবহারের নিমিত্তে ১১২.১০ কিঃ মিঃ নদী খনন এবং কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন।	(ক) প্রকল্পটির আওতায় ১১২.১০ কিঃ মিঃ নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে । এর মধ্যে প্রকল্পের ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার বারাসিয়া নদী সংলগ্ন এলাকাতে খাদ্য শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।	প্রকল্পের রাজবাড়ি জেলার চান্দনা নদী সংলগ্ন এলাকাতে খাদ্য শস্য উৎপাদন সংশ্লিষ্ট কোন উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।
(খ) প্রকল্প এলাকায় নদী খনন করে সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা ।	(খ) প্রকল্প এলাকার মধ্যে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার বারাসিয়া নদী সংলগ্ন এলাকাতে শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদি জমিতে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে ।	রাজবাড়ী জেলার চান্দনা নদী সংলগ্নবিস্তীর্ণ এলাকায় শুষ্ক মৌসুমে অনাবাদি জমিতে সেচ কা র্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
(গ) প্রকল্প এলাকায় নদী খনন করে খননকৃত মাটি নদীর দুই পাড়ে বিছানো পূর্বক বনায়ন করা।	গ) প্রকল্প এলাকার মধ্যে ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ জেলায় নদী খনন করে খননকৃত মাটি নদীর দুই পাড়ে বিছানো পূর্বক বিভিন্ন প্রজাপ্রতির গাছ রোপন করে বনায়ন করা হয়েছে।	রাজবাড়ি জেলায় উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ- ডিজাইন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদাসীনতার জন্য প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়নি।

২১। বাস্তবায়নে সমস্যাঃ-

২১.১ ত্রুটিপূর্ণ ডিজাইন;

২১.২ কোন ধরনের সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহণ; এবং

২১.৩ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতী ও উদাসীনতা;

২১.৪ নদীর পাড় ভেঙ্গে যাওয়া।

২২। সুপারিশঃ

২২.১ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ডিজাইনে ত্রুটি থাকার বিষয়টি নজরে আসার পরও তা সংশোধন না করেই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে;

২২.২ রাজবাড়ি জেলার চান্দনা নদী খননে প্রকল্প উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার বিষয়টি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় খ তিয়ে দেখবে;

২২.৩ প্রকল্পের ডিজাইনে ত্রুটি ছিল কি-না সে বিষয়টি একটি কারিগরী কমিটি পর্যালোচনা করে দেখতে পারে এবং

২২.৪ চান্দনা নদী পুনঃ খনন করে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ চলাচলের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২২.৫ অনুচ্ছেদ ২২.১-২২.৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

Component-wise Progress (As per latest approved PP):

(In lakh Taka)

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
A. Revenue Component.						
Supplies and services	-	-	-	-	-	
Petrol and Lubricant	LS	6.00	1 item	5.99	1 item	
Printing and publication	LS	3.00	1 item	2.98	1 item	
Stationery, Seal & Stamps	LS	1.50	1 item	1.49	1 item	
Honorarium	LS	2.00	1 item	1.67	1 item	
Survey & Investigation-	LS	8.00	1 item	7.96	1 item	
Proposed future planning study - L.S.	LS	150.00	1 item	144.84	1 item	
Repair & Maintenance & rehabilitaation.						
Repairs of Transport & vehicles (Jeep 5 Nos. Motorcycle 8 Nos) for Two Divisions	Nos	3.00	Jeep 5 Nos. Motorcycle 8 Nos	2.59	Jeep Motorcycle	
sub-Total Revenue component		173.50		167.52		
B. Capital Component.						
Acquisition fo Assets.						
Levelling Machine with stands.	Sets.	1.91	2	1.91	2	
Computer (Laptop/Desk top)	Nos	1.00	1	1.00	1	
Double Cabin Pick-Up -	Nos	25.00	1	25.00	1	
Motor Cycle (100C.C)	Nos	2.50	2	2.50	2	
Geographic Positioning system	Nos	0.50	2	0.50	2	

Items of work (as per PP)	Unit	Target (as per PP)		Actual Progress		Reasons for deviation (±)
		Financial	Physical (Quantity)	Financial	Physical (Quantity)	
Acquisition of Iands.	Ha	807.57	19.60 Ha	807.00	19.60ha	
Construction of works						
Re-excavation of River by the labour. (offtake of the Padma River to Chandana Regulator)	Km	434.30	3.59km (100%)	321.55	3.59km (83.22%)	As per field condition the measurement of earthwork were decreased. The Main object of the project has been achieved
Re-Excavation of Chandana River. by the labour (from Chandana Regulator to Magura-Faridpur Highway Arakandi Bridge-	Km	1954.04	53.40km (100%)	1724.49	53.40km (100%)	
Re-Excavation of Barasia River. by the labour (from Arakandi Bridge to Bhatiapara Modhumoti Outfall-	56.06km	2546.05	56.06km (100%)	2082.39	56.06km (100%)	
sub-Total Capital component		5772.87		4966.34		
Total (a+b)		**5946.37**	**100 %**	**5133.86**	**94.58%**	

“নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৭৩/১(এ+বি) এর তমরুদ্দিন ও বাংলা বাজার এলাকায় নদী তীর সংরক্ষন” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত : জুন/২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৭৩/১(এ+বি) এর তমরুদ্দিন ও বাংলা বাজার এলাকায় নদী তীর সংরক্ষন

২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

৩। প্রশাসনিক মন্ত্রনালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। প্রকল্প এলাকা নামঃ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলা।

০৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল (অনুমোদিত)	অতিক্রাম ত্ম ব্যয় (মূল অনুমোদি ত ব্যয়ের %)	অতিক্রামত্ম সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
জিওবি	১ম সংশোধিত	জিওবি	মূল	১ম সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬১১৬.৯৩	৬০৫৯.২২	৫৫৪৯.২৬	নভেম্বর,২০১০ হতে জুন,২০১২	নভেম্বর’১০ হতে জুন,২০১৫	নভেম্বর,২০১০ হতে জুন,২০১৫	প্রযোজ্য নয়	(১১৫.৩৮%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ পরিশিষ্ট ‘‘ক’’

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন পরী ক্ষা, সরেজমিনে পরিদর্শণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায়, হাতিয়া মূল ভূ-খন্ডের বাহিরে সমুদ্রের বুকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৯৮%।প্রকল্পের অগ্রগতি ২% কম হওয়ার কারণ নিম্নরূপ:

- প্রকল্পের অবস্থানগত কারণে প্রতিকূল আবহাওয়া ও পরিবেশের ফলে কাজের উপযুক্ত সময় কম পাওয়া;
- নির্মাণ শ্রমিক ও ইকুইপমেন্ট পরিবহনে বেশী সময় অতিবাহিত হওয়া;
- বিশেষায়িত শ্রমিকগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে একই রকম প্রকল্পে নিয়োজিত থাকায় শ্রমিক সংকট।

ফলশ্রুতিতে কাজের আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রায় আশি হাজার জিও-ব্যাগ ডাম্পিং করা সম্ভব হয়নি। তবে প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্যে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ২% কম হলেও প্রকল্পের অনুকূলে বাস্তবায়িত নদী তীর সংর ক্ষণ কাজ স্থায়ী হবে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না মর্মে প্রকল্পের সাথে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাগণ অবহিত করেন।

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্মোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্য্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- পিইসি সভার কার্য বিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;

১০। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি :

১০.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- নদীর তীর সংরক্ষনমূলক কাজের মাধ্যমে হাতিয়া উপজেলাধীন তম রুদ্দিন ও বাংলাবাজারের বহু গুরুত্বপূর্ন ব্যবসা কেন্দ্র সমূহ, বাজার, বসতভিটা, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ সকল অন্যান্য স্থানান্তর অযোগ্য সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি সমূহকে ভাংগন হতে রক্ষা করা;
- সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছাস হতে রক্ষা করা ;
- জনগনের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নীতকরন ;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ;

১০.২। পটভূমি :

নোয়াখালী জেলার মূল ভূ-খন্ডের দক্ষিণাংশে ক্রমাগত চর পড়ার কার •ণ হাতিয়ায় পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) এর উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমাংশে ব্যাপক নদী ভাঙ্গানের কবলে পড়ে। অধিকন্তু শাহবাজপুর ও হাতিয়া চ্যানেলের নতুন নতুন চর পড়ার কার•ণ এবং এই সব চর দিন দিন প্রশস্ত হওয়ার ফলে পোল্ডারের উক্ত এলাকায় নদী ভাঙ্গন বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও ভরা জোয়ারে বড় উচ্চতায় জোয়ার পরিলক্ষিত হয়। যার কার •ণ নদীতে স্রোতের বেগ অত্যধিক থাকে। অধিক স্রোতের কার •ণ ব্যাপকভাবে নদীর তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তীর ভাঙ্গে। উক্ত ভাঙ্গন প্রবন এলাকা প্রতিরক্ষার জন্য বাপাউবো'র পরিকল্পনা পরিদপ্তর-১ কর্তৃক Individual Consultant দ্বারা Feasibility Study সম্পন্ন করা হয়। উক্ত Study প্রতিবেদনে পোল্ডার ৭৩/১(এ+বি) উত্তরাংশে প্রতিরক্ষামূলক কাজ Cost effective না হওয়ায় প্রতি এক বছর অ ন্তর মারজিনাল ডাইক নির্মানের পরামর্শ প্রদান করা হয় । এছাড়া পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি 'র সুপারিশের আলোকে মোট ২.১ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন :

০৭/১২/২০১০ ইং তারিখে ৬১১৬.৯৩ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে নভেম্বর'২০১০ হতে ডিসেম্বর'২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষক্ষ্য প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২৬/০৭/২০১২ তারিখে ৬০৫৯.২২ ল ক্ষ টাকা ব্যয়ে নভেম্বর'২০১০ হতে ডিসেম্বর'২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের ল ক্ষক্ষ্য প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২ বার বৃদ্ধিপূর্বক নভেম্বর'২০১০ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

হাতিয়া উপজেলার তমরুদ্দিন এলাকায় ২.১০ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ মূলক কাজ।

১৩। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন:

১৩.১। প্রকল্পটি জুন, ২০১৫-তে সমাপ্ত হয় এবং ১৮/১০/২০১৫ তারিখে PCR পাওয়া যায়। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে জনাব মোঃ বরকাতুর রহমান, সহকারী পরিচালক (পানি সম্পদ) আইএমইডি, ২৭/১১/২০১৫ তারিখে প্রকল্প এলাকা তথা নোয়াখালীর জেলার হাতিয়া উপজেলার তমরুদ্দিন এলাকায় বাস্তবায়িত নদী তীর সংর ক্ষণমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে জনাব মোঃ নাছির উদ্দীন, উপ-বিভাগীয় প্রশলী, সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তাগণ ও অন্যান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া প্রকল্প সংলগ্ন এলাকার কিছু কিছু উপকারভোগী ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলোচনা করা হয়। বাপাউবো কর্তৃক সরবরাহকৃত পিসিআর, সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা, পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

১৪। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি:

১৪.১। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৬১১৬.৯৩ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ছিল ৬০৫৯.২২ লক্ষ টাকা। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল ছিল নভেম্বর/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে ৫৫৪৯.২৬ লক্ষ টাকা।

১৪.২। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি :

পরিদর্শন ও পিসিআর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পটির জুন/২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%। অনুমোদিত প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) অনুযায়ি প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফেনী পওর সার্কেল ও ফেনী পওর বিভাগের আওতায় ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য আলাদা ভাবে কোন জনবল নিয়োগ করা হয়নি। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে আইএমইডি এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পটি কয়েকবার পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৫। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থা:

১৫.১। গত ২৭/১১/২০১৫ তারিখে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার তম রুদ্দিন এলাকায় বাস্তবায়িত ব্লক দ্বারা নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ পদির্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জনাব মোঃ নাসিরউদ্দিন। সেকশন অফিসার মোঃ আরিফুল রহমান ভূঁইয়া এবং মোঃ আব্দুস সালাম প্রকল্প পরিচালক এলাকায় উপস্থিত ছিলেন।

১৫.২। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে দেখা যায় যে , স্থানটি হাতিয়া উপজেলার শাহবাজপুর চ্যালেন সংলগ্ন যার পূর্ব উত্তর মেঘনা চ্যানেল, দক্ষিণে নিঝুমদ্বীপ এবং পশ্চিমে শাহবাজপুর চ্যানেল রয়েছে। লঞ্চঘাট বা তমরুদ্দিন বাজার হতে উত্তরে ১.১ কিঃমিঃ এবং দক্ষিনে ১.০ কিঃমিঃ সহ মোট ২.০১ কিঃমিঃ এলাকাটি মেঘনা নদীর তীরে প্রতিরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনে নদীর তীরে ব্লক জিও ব্যাগ দিয়ে নদীর নদীর তীর রক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ব্লক পরিমাপ করে দেখা যায় প্লেসিং এ ৪৫X৪৫ X৩০ সেঃমিঃ ডাম্পিং এ ৫০X৫০X৫০ মেঃমিঃ ও ৪৫ X৪৫ X৪৫ X সেঃ মিঃ করে বিভিন্ন স্থানে ফেলা রয়েছে। ব্লকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সংশ্লিষ্ট উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জানান নদীর এ অংশে স্রোতের বেগ অত্যাধিক থাকায় স্রোতের টানে কিছু ব্লক নদীর তীরবর্তী স্থান হতে দুরে সরে গেয়েছে (চিত্র-১ ও ২)।



চিত্র-১ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্লক।



চিত্র-২ : ব্লক সরে গিয়ে দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া।

১৫.৩ নদীর তীরে জিওব্যাগ মাটির উপরে থাকায় সেগুলো সূর্যের আলোতে নষ্ট হতে পারে এ বিষয়ে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান নদীতে ভাটা থাকার কারণে পানি কিছুটা নিচের দিকে নেমে গিয়েছে (চিত্র -৩)। পরিদর্শনকালে এ বিষয়ে স্টক ব্লক হতে কিছু ব্লক জিও ব্যাগ রয়েছে এমন স্থানে ফেলার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়া তমরুদ্দি ন বাজার সংলগ্ন এলাকায় ক্যানেল সৃষ্টি হওয়ায় সেখানে রাস্তায় ভাঙ্গানের সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র-৪) এ প্রেক্ষিতে উক্ত স্থানে স্টক ব্লকগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে রাস্তার ক্ষতি রোধ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।



চিত্র-৩ খোলা আকাশের নীচে জিও ব্যাগ।



চিত্র-৪ : ক্যানেল ঘেসে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়া।



স্টক ব্লক

১৫.৪ পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট এলাকার এলাকাবাসীর সাথে আলোচনাকালে জানা যায় প্রতিরক্ষা কাজের ফলে তমরুদ্দিন বাজার রক্ষা পেলেও উত্তর পার্শ্বে তমরুদ্দিন আঠারবেকি ইউনিয়ন হতে পশ্চিম খিরুদিয়া আজমর খাল পর্যন্ত ১২০০ মিটার এলাকাতে বেড়ি বাঁধ না থাকায় জোয়ারের পানি ঢুকে ধানি জমি, ফসল, ঘরবাড়ি নষ্ট হচ্ছে। লবনাক্ততার কারণে জমির দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি এবং ৩০০-৪০০ পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। উক্ত এলাকাতে ১২০০ মিটার বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হলে জনগণকে এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

১৫.৫ পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এক্সটার্নাল অডিটটি বেশ কিছু আপত্তি রয়েছে সেগুলো অদ্যাবধি নিষ্পত্তি করা হয়নি। উক্ত আপত্তিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কে পরামর্শ প্রদান করা যায়।

১৬। Procurement সংক্রান্ত তথ্যাদি :

যন্ত্রপাতি (Goods): প্রকল্পের অধীনে ১টি ল্যাপটপ ও ১ সেট সার্ভে ইকুইপমেন্ট ক্রয় করা হয়।
নির্মাণ কাজ (construction work): প্রকল্পের অধীনে ২.১০ কিঃমিঃ নদী তীর সংর ক্ষণ কাজ এবং ৪টি ইন্ড টার্মিনেশন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্নকালীন/খন্ড কালীন	সময়কাল	
		হইতে	পর্যমত্ম
মোঃ জসীম উদ্দীন ভূঁইয়া; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	০৫/০৭/২০১১	০৫/১১/২০১৩
কে এম আনোয়ার হোসেন; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২৪/১২/২০১৩	২৬/০৭/২০১৫

১৮। প্রকল্পের প্রভাব :

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। নদী ভাঙ্গণ বন্ধ হওয়ার ফলে তমরম্নদ্দিন এলাকায় বাজারসহ বহু গুরম্নত্বপূর্ন ব্যবসা কেন্দ্র, বসতভিটা, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা, কোস্টগার্ড ও পুলিশ ফাঁড়ি, কমিউনিটি ক্লিনিক, খাদ্য গুদাম এবং পাউবো'র বেড়িবাঁধ ও সম্নুইচ গেইট রক্ষাসহ সকল অন্যান্য স্থানান্তর অযোগ্য সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ সমূহকে ভাঙ্গণ হতে রক্ষা পেয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৬২.৭৫ ল ক্ষ টাকা। সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছাস এর মারাত্মক ক্ষতি হতে অত্র এলাকার লোকজন রক্ষা পেয়েছে। নদী ভাঙ্গণ রোধ বন্ধ হওয়ার কারণে migration বন্ধ হয়ে ইতোপূর্বে স্থানান্তরিত লোকজন তাদের পূর্বের বসতভিটায় ফিরতে শুরু করেছে এবং তমরম্নদ্দিন বাজার এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। সর্বোপরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

১৯। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:**

অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত
১। হাতিয়া উপজেলাধীন তম রুদ্দিন এলাকায় বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র সমূহ, বাজার, বসতভিটা, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ অন্যান্য স্থায়ী সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি সমূহকে ভাঙ্গণ হতে রক্ষা করা	তমরুদ্দিন এলাকায় ২.১০ কিঃমিঃ নদী তীর সংর ক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় নদী ভাঙ্গণ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। নদী ভাঙ্গণ বন্ধ হওয়ার ফলে তম রুদ্দিন এলাকায় বাজারসহ বহু গুরম্নত্বপূ র্ণ ব্যবসা কেন্দ্র সমূহ, বসতভিটা, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাসহ, কোস্টগার্ড ও পুলিশ ফাঁড়ি, কমিউনিটি ক্লিনিক, খাদ্য গুদাম এবং পাউবো'র বেড়িবাঁধ ও সুইচ র ক্ষাসহ সকল অন্যান্য স্থানান্তর অযোগ্য সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি সমূহকে ভাঙ্গণ হতে রক্ষা পেয়েছে।
২। সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছাস হতে রক্ষা করা	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সাইক্লোন, ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছাস এর মারাত্মক ক্ষতি হতে অত্র এলাকার লোকজন রক্ষা পেয়েছে।
৩। জনগ•ণর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নীতকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙ্গণ রোধ বন্ধ হওয়ার কারণে migration বন্ধ হয়ে ইতোপূর্বে স্থানামত্মরিত লোকজন তাদের পূর্বের বসতভিটায় ফিরতে শুরম্ন করেছে এবং তমরুদ্দিন বাজার এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। দারিদ্র বিমোচন, আর্থ সামাজিক ও জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন হয়েছে।
৪। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্যেও প্রসার ঘটেছে, কৃষি পণ্য উৎপাদনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ প্রযোজ্য নয়।

২১। বাস্তবায়ন সমস্যা:

২১.১ বিভিন্ন স্থানে ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ (অনুচ্ছেদ-১৫.২);

২১.২ জিও ব্যাগ সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত অবস্থায় থাকা(অনুচ্ছেদ ১৫.৩);

২১.৩ তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন (অনুচ্ছেদ ১৫.৩) এবং

২১.৪ এক্সটার্নাল অডিটে বেশ কিছু আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া (অনুচ্ছেদ ১৫.৫)।

২৩। সুপারিশ:

২৩.১ যে সমস্ত স্থানে ব্লক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবং ব্লকের Distribution অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেখানে স্টক ব্লক হতে দ্রুত ব্লক ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২৩.২ তমরুদ্দিন আঠারবেকি ইউনিয়ন হতে পশ্চিম খিরুদিয়া আজমর খাল পর্যন্ত ১২০০ মিটার এলাকাতে বেড়ি বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৩.৩ তমরুদ্দিন বাজার সংলগ্ন রাস্তায় ভাঙ্গন রোধে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; এবং

২৩.৪ এক্সটার্নাল অডিটের আপত্তিগুলো দ্রত নিষ্পত্তি করতে হবে।

২৩.৫ অনুচ্ছেদ ২৩.১-২৩.৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট ''ক''

''নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন পোল্ডার নং-৭৩/১(এ+বি) এর তম রুদ্দিন ও বাংলা বাজার এলাকায় নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প'' প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

কোড নং	কার্যক্রম	একক	প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা		জুন/১৫ পর্যমত্ম অগ্রগতি	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
ক)	রাজস্ব খাতঃ-					
১)	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১ দফা	১ দফা	৬.০০	১ দফা	৬.০০
২)	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১ দফা	১ দফা	১.৫০	১ দফা	১.৫০
৩)	স্টেশনারী, সীল ও ষ্ট্যাম্প	১ দফা	১ দফা	২.০০	১ দফা	২.০০
৪)	জরীপ ও অনুসন্ধান	১ দফা	১ দফা	৪.০০	১ দফা	৩.৫১
৫)	যানবাহন মেরামত	১ দফা	১ দফা	৬.০০	১ দফা	৪.২৫
৬)	অফিসিয়াল যন্ত্রপাতি মেরামত	১ দফা	১ দফা	১.০০	১ দফা	১.০০
	উপমোট (রাজস্ব খাত)			**২০.৫০**		**১৮.২৬**
খ)	মূলধন খাতঃ-					
৭)	ষ্টেন্ড সহ লেভেলিং মেশিন	সংখ্যা	১ টি	১.০০	১টি	১.০০
৮)	লেপটপ	সংখ্যা	১ টি	০.৬০	১টি	০.৬০
৯)	সিসি বস্নক ও জিও ব্যাগ দ্বারা নদী তীর সংর ক্ষণ কাজ (কিঃমিঃ ৬৫.৩৭২ কিঃমিঃ হতে ৬৫.৮৭৩, কিঃমিঃ ৬৫.৯৭৩ কিঃমিঃ হতে ৬৬.৪৭৩)	কিঃমিঃ	২.১০ কিঃমিঃ	৬০১৭.১২	২.১০ কিঃমিঃ	৫৫২৯.৪০
	উপ-মোট (মূলধন খাত)			৬০১৮.৭২		৫৫৩১.০০
গ)	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সী-১ দফা	১ দফা		৫.০০		-
ঘ)	প্রাইস কন্টিজেন্সী - ১ দফা	১ দফা		১৫.০০		-
	মোট প্রকল্প (ক+খ+গ+ঘ)			৬০৫৯.২২		৫৫৪৯.২৬

গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত :.জুন,২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : **গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প**

২। (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩। (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
কুমিল্লা	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, দেবীদ্বার, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণপাড়া এবং তিতাস

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৩৩৭.০৫	৬৭৮০.৫২	৬১৫৯.৯৮	জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন ২০১৩	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৫	-১৬.০৪%	১৩৩.০০%

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- গোমতী নদীর উভয় তীরে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে গোমতী নদীর অববাহিকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে সম্ভাব্য নদী ভাঙ্গন ও বাঁধ ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা;
- আকস্মিক বন্যায় গোমতী নদী ভাঙ্গন ও পুন: পুন: বন্যার প্রকোপ হতে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- মৎস্য চাষ, পরিবহণ সুবিধা ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মোট ১, ০২,০০০হেক্টর (নীট ৮১,৪৮০ হেক্টর) আবাদি জমি বন্যা ও দূর্যোগ হতে রক্ষা করা।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

৭.১ গোমতী নদী ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ী অঞ্চল থেকে উৎপত্তি হয়ে কুমিল্লা জেলার কটক বাজার সীমানা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশের পর কুমিল্লা সদর বুড়িচং, দেবীদ্বার, মুরাদনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দাউদকান্দিতে মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নদীর অংশ ৮৩ কিলোমিটার। গোমতী একটি Flashy River। নদীর দু'পাড়ের ব্যাপক এলাকা বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। বর্ষাকালে যখন নদীতে পানির লেভেল বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করে। বিশেষ করে ২০০৪ সালের পূর্বে যখন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের অধিকাংশ স্থানে বাধেঁর বিদ্যমান Section ছোট আকৃতির ছিল, বাধেঁর বিভিন্ন পয়েন্টে Seepage flow শুরু হতো।

ফলে কখনও কখনও বাঁধ ভেঙ্গে যেত। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতো, জনগণ সীমাহীন দু:খ দুর্দশার মধ্যে পড়ে যেত। গোমতী নদীর উন্নতিকল্পে এবং নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ শক্তিশালী করণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০০৪ সালে "Feasibility

and Model Study for Rehabilitation of Flood Control Embankment on Both Bank of Gumti River" শিরোনামে একটি Feasibility Study সম্পাদন করা হয়। এ Study Report এর উপর ভিত্তি করে জুন, ২০০৮ এ "Rehabilitation and Strengthening of Embankment on Both Bank of Gumti River" শিরোনামে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়, যা ডিসেম্বর, ২০১১ সালে অনুমোদিত হয়।

৭.২ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১২২০ মি:;
- গোমতী নদীর বামতীর পুনরাকৃতিকরণ- ৪৮,৮১৪ কি:মি:;
- গোমতী নদীর ডানতীর পুনরাকৃতিকরণ- ৫৩,০১০ কি:মি:;
- ঘুঙুর নদী পুন:খনন – ১৫,৬২০ কি:মি:;
- মুরাদনগর লুপকাট নির্মাণ- ১টি।

৮. **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** –ক দ্রষ্টব্য।

৯. **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১০. **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** গত ০১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল আমিন এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২. **পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্পের কার্যক্রম কুমিল্লা জেলার কুমিল্লা সদর, বুড়িচং দেবিদ্বার, মুরাদনগর, ব্রাহ্মনপাড়া ও তিতাস এই ৬টি উপজেলায়। গোমতী পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, কুমিল্লা দপ্তরের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক কুমিল্লার দেবিদ্বার, মুরাদনগর এবং বুড়িং উপজেলায় প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়।

১২.১ প্রকল্পের আওতায় ১০০৮.৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২২০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে ৮০০.৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২০ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। বাকী ৪০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ জনগণের দাবি এবং পিইসি মিটিং এর সিদ্ধান্তের আলোকে বন্ধ করা হয়েছে। দেবিদ্বার উপজেলায় চেইনেজ ৩৯.৬৫০-৩৯.৭৭০ মিটার অর্থাৎ ১২০ মিটার গোমতি নদী তীর সংরক্ষণের কাজ পরিদর্শন করা হয়। দেবিদ্বার উপজেলায় গোমতি নদীর ১২০ মিটার বাম তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ৬০ মিটার ডান তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। বাম তীরের ১২০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের চেইনেজ ৩৯.৬৫০-৩৯.৭৭০ মিটার এবং ডান তীরের ৬০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের চেইনেজ ৪২.৯০০-৪২.৯৬০ মিটার। উভয় তীরে ৪০X৪০ X২০ সে.মি. সাইজের ব্লক প্লেসিং করা হয়েছে এবং ৩৫ X৩৫ X৩৫ সে.মি. সাইজের ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। এ অংশের তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক।

স্থানীয় লোকজন এটিকে ঘাট হিসাবে ব্যবহার করছে। ব্লক গুলোতে ভাঙ্গা চোরা বা অন্য কোন ধরণের ত্রুটি পাওয়া যায়নি। তবে ১০০ মিটার তীর পরের অংশটি তীব্র ভাঙ্গনপ্রবন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বাপাউবো'র নিবার্হী প্রকৌশলীকে এ অংশে রাজস্ব বাজেট হতে তীর সংরক্ষণ কাজ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ অংশে তীর সংরক্ষণ কাজ করা না হলে তা প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত তীর সংরক্ষণ কাজে প্রভাব ফেলতে পারে। (চিত্র ১ ও চিত্র ২)



চিত্র-১ : ১২০ মি. বামতীর সংরক্ষণ কাজ



চিত্র-২ : ৬০ মি. ডানতীর সংরক্ষণ কাজ

১২.২ ডিপিপিতে গোমতী নদীর ডান ও বাম বন্যা বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের সংস্থান ছিল। ডিপিপি অনুযায়ী ১৯৫৭.০১ টাকা ব্যয়ে ৪৮.১৪ কি.মি. গোমতী নদীর ডান বন্যা বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ করা হয় এবং ১৬৯৬.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৩.০১০ কি.মি. গোমতী নদীর বাম বন্যা বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ করা হয়। আইএমইডি কর্তৃক দেবীদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জে গোমতী নদীর বাম বন্যা বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকৃত বাধেঁর চেইনেজ ৩১.৭৫০ কি.মি. থেকে ৩২.২৫০ কি.মি.। বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের কাজ সন্তোষজনক। পরিমানে বাঁধের প্রস্থ গড়ে ১৪ ফিট পাওয়া যায় এবং বাঁধের স্লোপ ১:২। (চিত্র-৩)। এছাড়া ডিপিপি অনুযায়ী ১৪২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি র্যা ম্প নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে র্যরম্পেরফিনিশিং কাজ মানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়নি (চিত্র-৪)।

	
চিত্র-৩: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	চিত্র-৪: নির্মানকৃত র্যাম্প

১২.৩. ডিপিপি অনুযায়ী মুরাদনগর উপজেলার রূপনগর এ ১৫৩.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি লুপকাট নির্মাণ করা হয়েছে। লুপকাটের মাধ্যমে নদী সোজাকরণ করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান ১৬৭০ মি. আকাঁবাঁকা নদীকে লুপকাটের মাধ্যমে সোজা করে ৩৮৭ মিটার এ নিয়ে আসা হয়েছে। লুপকাটের down width ২২ মিটার এবং upwidth ৫৫ মিটার। স্থানীয় অধিবাসীরা মত প্রকাশ করেন লুপকাট নির্মাণের ফলে নদী সংশ্লিষ্ট ঘর বাড়ি, রোড এবং কৃষি জমি ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। লুপকাটের গভীরতা পর্যাপ্ত এবং বর্তমানে এটি দিয়ে বালু পরিবহনের ট্রলার চলাচল করছে। (চিত্র-৫)।



চিত্র-৫: নির্মানকৃত লুপকাট

১২.৪. কুমিল্লা বুড়িচং উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও ডিচ ফিলিং কাজ পরিদর্শন করা হয়। বুড়িচং উপজেলারর মিরপুরে ১০০ মি. বাম তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এ অংশের চেইনেজ ১৭.১৯৭ মি. থেকে ১৭.২৯৭ মি.। এখানে ৪০X৪০X২০ সে.মি. সাইজের ব্লক প্লেসিং এবং ৩৫X৩৫X৩৫ সে.মি. সাইজের ব্লক ডাম্পিং করা হয়েছে। পরিদর্শনে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ মানসম্মত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পরিদর্শনে আরো দেখা যায় সংরক্ষণকৃত তীরে বালু পরিবহনকারী ট্রলার নোঙর করানো হচ্ছে এবং বাঁধের উপর বালু পরিবহনকারী ট্রাক্টর চলাচল করছে। এতে সংরক্ষণকৃত নদী তীর এবং পুনরাবৃতিকৃত বাঁধ ক্ষতির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে (চিত্র-৬)।



চিত্র-৬: নদী তীর সংরক্ষণ কাজ

১২.৫. এছাড়া প্রকল্পে আওতায় ১৪৮.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৪টি ডোবা/ডিস ফিলিং করা হয়েছে। বাঁধের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য পুনরাকৃত বাঁধের আশেপাশের বাছাইকৃত ৩৪টি ডোবা ভরাট করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ করে উক্ত ডোবা সমূহ ভরাট করা হয়েছে। যা বর্ষাকালীন সময়ে উক্ত স্থানে seepage flow বন্ধে সহায়তা করবে (চিত্র-৭)।



চিত্র-৭: ভরাটকৃত ডোবা

১৩. **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব মোঃ ফেরদৌস তত্ত্বধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৯/০১/২০১০ হতে ২০/০১/২০১১
২।	জনাব রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ তত্ত্বধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৭/০১/২০১১ হতে ২৩/০২/২০১১
৩।	জনাব আফতাব আহমেদ তত্ত্বধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৩/০২/২০১১ হতে ২৩/০৩/২০১১

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
৪।	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৩/০৩/২০১১ হতে ২৩/১২/২০১২
৫।	জনাব এহসানুর রশিদ তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৩/১২/২০১২ হতে ১৩/০৭/২০১৪
৬।	জনাব কামরুন্নেছা তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৩/০৭/২০১৪ হতে ২৫/০৯/২০১৪
৭।	জনাব বাবুল চন্দ্র শীল তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	২৫/০৯/২০১৪ হতে ১০/১২/২০১৪
৮।	জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১০/১২/২০১৪ হতে ১২/০৪/২০১৫
৯।	জনাব নুরুল আমিন তত্ত্বাবধায় প্রকৌশলী	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১২/০৪/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৪. **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আবহ্বান, মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর ২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। মোট ২০টি প্যাকেজের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। তন্মধ্যে Goods এর দুটি প্যাকেজ ডিপিপি অনুযায়ী DPM এর মাধ্যমে করা হয়। Works এর ১৮টি প্যাকেজ ডিপিপি অনুযায়ী OTM এর মাধ্যমে করা হয়। GUM/W/GRL-II, 12,13,14,19,16,17,18 পর্যন্ত ৭টি প্যাকেজের টেন্ডার ২০১৩-১৪ সালে e-GP এর মাধ্যমে করা হয়। দরপত্র বিজ্ঞাপন একটি বাংলা, একটি ইংরেজী পত্রিকায় এবং CPTU ও বাপাউবো'র ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয়। প্যাকেজের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এর ৭ সদস্য বিশিষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়। TEC তে ২ জন বর্হিসদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৫. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
গোমতী নদীর উভয় তীরে বিদ্যমান বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে গোমতী নদীর অববাহিকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করে সম্ভাব্য নদী ভাঙ্গন ও বাঁধ ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা;	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী গোমতী নদীর ডান ও বাম তীর সংরক্ষণ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, মুরাদনগর লুপকাট নির্মান, ডিচ ফিলিং করা হয়েছে। বাস্তবায়নকৃত কাজের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ শক্তিশালী হয়েছে,নদী ভাঙ্গন ও বন্যা প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। মোট ১,০২,০০০ হেক্টর আবাদী জমি বন্যা ও দুর্যোগ হতে রক্ষা পেয়েছে।ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।
প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে আকস্মিক বন্যায় গোমতী নদী ভাঙ্গন ও পুন: পুন: বন্যার প্রকোপ হতে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা|;	
মৎস্য চাষ, পরিবহণ সুবিধা ছাড়াও প্রকল্পের আওতায় মোট ১, ০২,০০০ হেক্টর (নীট ৮১,৪৮০ হেক্টর) আবাদি জমি বন্যা ও দূর্যোগ হতে রক্ষা করা	

১৬. **প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ**

প্রকল্পের আওতায় লুপকাট নির্মানের ফলে নদী পথের দূরত্ব কমে স্থানীয় লোকজনের নদীপথে মালামাল পরিবহনে সহায়ক হয়েছে। এছাড়া বাঁধ নির্মান ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ করায় সংশ্লিষ্ঠ এলাকার বাড়ি ঘর, কৃষি জমি, রোড ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

১৭. **সমস্যাঃ**

১৭.১ আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর এ দেখা যায় জানুয়ারি, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ৯

জন প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলী প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে;

১৭.২ বুড়িচং উপজেলার মিরপুরে গোমতি নদী ডান তীর সংরক্ষণকৃত স্থানে বালু পরিবহনবাহী ট্রলার নোঙর করায় সংরক্ষণকৃত কাজটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। এছাড়া পরিবহনকারী ট্রাক্টর নদীর বাঁধের উপর চলাচল করছে। এতে বাঁধের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত র্যা ম্পের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত প্রতীয়মান হয় নি ।

১৮. সুপারিশ/মতামতঃ

১৮.১ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন পরিহার করতে হবে;

১৮.২ রাজস্ব বাজেতের আওতায় প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজের রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করা যেতে পারে;

১৮.৩ বালি পরিবহনকারী ট্রলার যাতে নদীর তীর সংক্ষণ কাজের এবং বালু পরিবহনকারী ট্রাক্টর যাতে নদীর embankment ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে সেজন্য স্থানীয় প্রশাসন প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৮.৪ ভবিষ্যতে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাজের ফিনিশিং কাজ মানসম্মত করার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে;

১৮.৫ প্রকল্পের External audit সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবেন এবং

১৮.৬ অনুচ্ছেদ ১- ৫ পর্যন্ত আইএমিডির সুপারিশের প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী দুই (২) মাসের মধ্যে আইএমিডিকে অবহিত করতে হবে।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিকআর্থিক ও বাস্তবঅগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক(%)	বাস্তব(%)	আর্থিক (%)	বাস্তব(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১ দফা	৮.০০	--	৩.০০	--
২।	স্টেশনারী	১ দফা	৬.০০	--	৬.০০	--
৩।	জরীপ ও অনুসন্ধান	১ দফা	১০.০০	--	১০.০০	--
৪।	মোটর সাইকেল(১২৫ সিসি)	--	৭.৩০	৪	৭.৩০	৪
৫।	লেভেলিং মেশিন ১ টি ও গ্যাসটেটনার ১ টি	--	৩.৫০	২ দফা	৩.৫০	২ দফা
৬।	প্রিন্টারসহ পেন্টিয়াম কম্পিউটার(২ সেট) ০১ সেট পাসম এর পরিকল্পনা উইং এর জন্য	২ সেট	৩.০০	২ দফা	৩.০০	২ দফা
৭।	জমি অধিগ্রহন(২.৪২ হেক্টর)	হেক্টর	১০৩৮.০০	২.৪২ হেক্টর	৭৪১.৩৮	২.১৮১ হেক্টর
৮।	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ(১২২০ মি.)	মিটার	১০০৮.৩৭	১২০০মি	৮০৩.৫৯	৮২০ মি
৯।	গোমতী নদীর বাম তীর পুণরাকৃতিকরণ(৪৮.৮১ কি.মি।)	কিমি	১৯৫৭.০১	৪৮.৮১৪ কিমি	১৯৫৭.০১	৪৮.৮১৪ কিমি
১০।	গোমতী নদীর ডান তীর পুণরাকৃতিকরণ(৫৩.০১ কি.মি.)	কিমি	১৬৯৭.৯৪	৫৩.০১০ কিমি	১৬৯৬.৯৪	৫৩.০১ কিমি
১১।	মুরাদনগরে লুপকাট নির্মাণ (চেইনেজ৪৭.৫০০ কি.মি. এর সংলগ্ন)	১ টি	১৫৩.৫৯	১	১৫৩.৩৮	১
১২।	ঘুংগুর নদী পুনঃখনন	কিমি	৫০৩.৮৫	১৫.৬২০ কিমি	৪৮৪.৩৮	১৫.৬২০ কিমি
১৩।	নালা ভরাট	--	১৪৮.৭০	৩৪	১৪৮.৪৩	৩৪
১৪।	র‍্যাম্পস নির্মাণ	--	১৪২.০৭	২০	১৪২.০৭	২০
	সর্বমোটঃ	**--**	**৬৬৮৭.৩৩**	**১০০%**	**৬১৫৯.৯৮**	**৯৭.১৫%**

সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত :.জুন,২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম : **সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প**

২। (ক)উদ্যোগী মন্ত্রনালয়/ বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(খ)বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)

৩। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর ও গোপালগঞ্জ

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪৫৭০.৫০	৪৭২৮.০০	৪৪৮৪.২৫	জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৪	জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৫	জুলাই, ২০১১ হতে জুন ২০১৫	-১.৮৮%	৩৩.৩৩%

৫। প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে বোরো ফসল (ধান) রক্ষা, বন্যার তীব্রতা হ্রাস, আভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আগাম বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে নিম্নভূমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা, নদীর বন্যা হতে ঘরবাড়ী, অবকাঠামো রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা এবং পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ ও খালের মাধ্যমে শুকনা মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ**

প্রকল্প এলাকা সিলেট জেলার সিলেট সদর, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর এবং গোপালগঞ্জ উপজেলায় সুরমা নদীর ডান তীরে অবস্থিত। সুরমা, লুবা এবং সারিগোয়াইন নদীর আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পানিতে প্রকল্প এলাকা নিমজ্জিত হয়ে ক্ষেতের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এছাড়া নিষ্কাশন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে দ্রুত পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে বর্ষা মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। আবার শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির অভাবে ইরি -বোরো ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে , সর্বোপরি অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ এবং খাল খননের মাধ্যমে এলাকার সেচ সুবিধা প্রদানপূর্বক কৃষি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য , প্রাথমিকভাবে ১৯৯৩ সালে Flood Action Plan-6 (FAP-6)-এর আওতায় নিয়োজিত পরামর্শকের মাধ্যমে সম্পাদিত প্রাক -সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রকল্পটি চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও জরিপ অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

♦	ভূমি অধিগ্রহণ – ২০ হেক্টর	♦	নিষ্কাশন খাল পুন:খনন – ৫০ কি:মি:;
♦	সেচ ইনলেট স্থাপন – ২০টি	♦	বাঁধ নির্মাণ - ১৫ কি:মি:;
♦	২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ – ৫টি	♦	বাঁধ পুনাকৃতিকরণ – ১৭ কি:মি:;
♦	৮ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ – ১টি	♦	কম্পার্টমেন্টাল ডাইাক নির্মাণ -২০ কি:মি:;
♦	পাইপ স্লুইস গেট নির্মাণ – ৮টি	♦	নদী তীর সংরক্ষণ – ১.৪০ কি:মি:।
♦	পানি রিটেনশন স্ট্রাকচার – ৫টি		

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** –ক দ্রষ্টব্য।

১০। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ২৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১১.১ প্রকল্পের অধিকাংশ কার্যক্রম সিলেট জেলার কানাইঘাট উপজেলায় ৩টি পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ৬ ভেন্ট, একটি ২ ভেন্ট এবং একটি ১ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো। আইএমইডি কর্তৃক নাপিত খাল ব্রীজ ও নোকলা ব্রিজ এলাকা সংলগ্ন নয়া গাঙ খাল নির্মিত ০১টি , ০৬ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো পরিদর্শন করা হয়েছে। ডিপিপিতে এর সংস্থান ছিল ৫২০ .০০ লক্ষ টাকা। ৫১৭ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামোটি নির্মাণ করা হয়েছে। পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণের ফলে কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়ে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া পাহাড়ী ঢলের পানি আটকিয়ে আগাম বন্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। পরিদর্শনে অবকাঠামোটির নির্মাণকাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তবে অবকাঠামোটির প্রোটেকশনে ব্লক এর ঢালাই নষ্ট হয়েছে (চিত্র, ১, ২)।



চিত্র ১- নয়া গাঙ খাল নির্মিত পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো



চিত্র ২-নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রোটেকশনে ব্লক এর ঢালাই

১১.২ প্রকল্পের আওতায় ১৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ কি .মি বাঁধ নির্মাণের সংস্থানের বিপরীতে ১৬৮ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫ কি .মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৫৬ .০০ লক্ষ টাকায় ১৭ কি .মি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের সংস্থানের বিপরীতে ১৫৫.৯৮ লক্ষ টাকায় ১৭ কি .মি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক SRB-W-01 /2011-12 প্যাকেজের কাজ পরিদর্শন করা হয়। উক্ত প্যাকেজে ৭ কি .মি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ করা হয়েছে। বাঁধের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। এ সময় বাঁধের বেড এবং স্লোপ পরিমাপ করা হয়েছে। পরিমাপে বাঁধের গড় বেড ১২ ফিট, স্লোপ ১:২ পাওয়া যায় (চিত্র ৩: বাঁধ)।



চিত্র ৩: নির্মাণকৃত বাঁধ

১১.৩ ডিপিপিতে ১৯০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ কি .মি কম্পাটমেন্টাল ডাইক নির্মাণের সংস্থান ছিল। ১৬৮ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০ কি .মি কম্পাটমেন্টাল ডাইক নির্মাণ করা হয়েছে। SRB-W-11 /2012-13 প্যাকেজের আওতায় নির্মাণকৃত ১০ কি .মি কম্পাটমেন্টাল ডাইক পরিদর্শন করা হয়। ডাইকের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক। Ground Level (G.L) থেকে একটি গড়ে ৩.-৬ মিটার উঁচু এবং ডাইকের স্লোপ ১ : ২। উপস্থিত লোকজন ডাইক নির্মাণের ফলে চলাচল এবং ফসল পরিবহণে সুবিধা হয়েছে বলে জানান (চিত্র: ৪)।



চিত্র ৪- নির্মাণকৃত কম্পার্টমেন্টাল ডাইক

১১.৪ প্রকল্পের আরেকটি অন্যতম অংগ হল লামপাড়া, মানিকগঞ্জ ধুনা এবং সত্রপুর (Strapur) এলাকায় চারটি ২ ভেন্ট ড্রেনেজ কাম ফ্লাসিং রেগুলেটর নির্মাণ। ডিপিপিতে এর সংস্থান ছিল ৮০১ .০০ লক্ষ টাকা। ৭৯৫ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৪টি

রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক সত্রপুর নির্মিত ২ ভেন্ট রেগুলেটর পরিদর্শন করা হয়। এর কাজ হল বন্যা মৌসুমে রেগুলেটর আটকিয়ে পানি প্রবেশ রোধ করা এবং পানি বন্যা ড্রেনেজ করা। রেগুলেটরটি বর্তমানে চালু রয়েছে। তবে রেগুলেটরের ফিনিশিং ওয়ার্ক এবং প্রোটেকশনের জন্য প্লেসিংকৃত ব্লকের কাজ মানসম্মত প্রতীয়মান হয়নি (চিত্র-৫)।



চিত্র ৫-নির্মাণকৃত ২ ভেন্ট রেগুলেটর

১১.৫ এছাড়া প্রকল্পের আওতায় ১.৪০ কি.মি নদী তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। এখাতে অনুমোদিত ব্যয় ১১২০.০০ লক্ষ টাকা। এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১০১৪ .৯৩ লক্ষ টাকা। ২০১১ -১২ সালে উক্ত কাজটি সম্পাদন করা হয়। পরিদর্শনে তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। তবে ১ .৪০ মি এর মাঝে সরদার মাটি থেকে গাছবাড়ী বাজার পর্যন্ত ৩০০ মি. জায়গায় ভাঙ্গান দেখা দিয়েছে। আগে ভাঙ্গানপ্রবন না হওয়ায় উক্ত অংশ ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। মাঝের এই অংশটির তীর প্রতিরক্ষা কাজ না হলে প্রকল্পের আওতায় সংরক্ষণকৃত অংশে ভাঙ্গানের আশঙ্খা রয়েছে বলে স্থানীয় লোকজন ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান (চিত্র: ৬)।



চিত্র ৬- তীর সংরক্ষণ কাজ

১১.৬ প্রকল্পের আওতায় ৪৫৩ .০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ কি .মি. সেচ খাল পুনখনন করা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন খাল খননেরর ফলে তাদের সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানান। (চিত্র: ৭)



চিত্র ৭- খননকৃত খাল

১২। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১৩। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	**আবুল কালাম আজাদ**	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৪/০৪/২০১১ হতে ২৪/০৭/২০১৩
২	**মোঃ সিদ্দিকুর রহমান**	প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	২৫/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে , বিজ্ঞাপণ প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন , NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর -২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। নিম্নে ২টি প্যাকেজের তথ্যসমূহ উল্লেখ করা হল-

প্যাকেজ SRB-W-01/ 2013-14: আলোচ্য প্যাকেজে OTM এর মাধ্যমে ৬ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়। TEC তে দুজন বহিসদস্য রাখা হয়। টেন্ডার বিজ্ঞাপন "দৈনিক জনতা" পত্রিকায় ০১.০৮.২০১৩ তারিখে, "The Bangladesh Today" পত্রিকায় ০১.০৮.২০১৩ তারিখে এছাড়া CPTU এবং বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্যাকেজের Estimated Cost ছিল ৫,২১,৩৯,৯২৫.১৫ লক্ষ টাকা। Estimated Cost হতে ৬.৭৮% নিম্নদরে ৪,৮৬,০৪,৬৯৭.৯৪ লক্ষ টাকায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

প্যাকেজ SRB-W-03/ 2012-13: আলোচ্য প্যাকেজে OTM এর মাধ্যমে ২০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়। টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট Tender Opening Committee (TOC) এবং ৬ সদস্য বিশিষ্ট Tender Evaluation Committee (TEC) গঠন করা হয়। TEC তে দুজন বহিসদস্য রাখা হয়। টেন্ডার বিজ্ঞাপন "দৈনিক জনতা" পত্রিকায় ০১.০৩.২০১৩ তারিখে, "Financial Express" পত্রিকায় ০২.০৩.২০১৩ তারিখে, এছাড়া CPTU এবং বাপাউবো'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। প্যাকেজের Estimated Cost ছিল ২,৪৬,৮৪,৪৭৭.১৬ লক্ষ টাকা। Estimated Cost হতে ৮.৯৬% নিম্নদরে MIS Goodman এর সাথে চুক্তি করা হয়। চুক্তিমূল্য ছিল ২,২৪,৭২,০৬১.১৮ লক্ষ টাকা।

১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

উদ্দেশ্য	অর্জন
আগাম বর্ষা মৌসুমে আকস্মিক বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে বোরো ফসল (ধান) রক্ষা, বন্যার তীব্রতা হ্রাস, আভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং আগাম বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে নিম্নভূমিতে উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা, নদীর বন্যা হতে ঘরবাড়ী, অবকাঠামো রক্ষা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা এবং পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ ও খালের মাধ্যমে শুকনা মৌসুমে সেচ সুবিধা প্রদান করা ।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে- ক.৪ টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ খ.১ টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ গ.১ টি পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ ঘ. ৫০ কি.মি. সেচ খাল পুনখনন ঙ. ১৫ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ চ. ২০ কি.মি. কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ ছ. ১.৪০ কি.মি. নদী তীর সংরক্ষণ

১৭। প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর প্রভাবঃ

আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে বাওর এর কৃষিজমি সেচের আওতায় আনতে পারায় কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে ফসল উৎপাদন বাড়েছে। কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণের ফলে স্থানীয় লোকজনের চলাচল এবং ফসল পরিবহনে সুবিধা হয়েছে।

১৮। সমস্যাঃ

১৮.১ সময়োপযোগী সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্প গ্রহনের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধিঃ আলোচ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রকল্পের ডিপিপি ১৯৯৩ সালে FAD-6 এর আওতায় নিয়োজিত কনসালটেন্ট কর্তৃক প্রাক সম্ভাব্যতা নিরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০০১ সালে বাপাউবো কর্তৃক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও জরিপ পরিচালনার ভিত্তিতে ২০০৯-১০ সালে সিলেট পওর সার্কেলের সিডিউল অনুযায়ি ডিপিপি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। যা ২০১১ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে বাপাউবো কর্তৃক প্রণীত কারিগরী প্রতিবেদনে ১৯৯৩ সালে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা য় গৃহীত স্ট্রাকচার বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হয়। এই সুপারিশের আলোকে আলোচ্য প্রকল্পটি ১ম বার সংশোধন করা হয় এবং প্রস্তাবিত কুশিগঞ্জ ৮ ভেন্ট রেগুলেটরটি বাদ দিয়ে দেয়া হয়।এছাড়া, শিডিউল রেট বৃদ্ধির কারণে ১ম সংশোধনীতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়। এতে প্রতীয়মান হয় সময়োপযোগী কারিগরী সমীক্ষার পূ র্বক প্রকল্প গ্রহণ করা হলে প্রকল্প সংশোধন এবং মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি এড়ানো যেত।

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষ ণ অনিশ্চয়তাঃ আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহ রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে নষ্ট হয়ে পড়েছে। যেমন নয়া গাঙ খালে নির্মিত ৬ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো প্রটেকশন ব্লক এর ঢালাই নষ্ট হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে খুব সীমিত বরাদ্দ হওয়ায়

রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এভাবে নির্মাণকৃত স্ট্রাকচারগুলো অকার্যকর হয়ে পড়ে।

১৮.৩ External Audit এর আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়নিঃ আলোচ্য প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের External Audit সম্পন্ন করা হয়েছে, তবে ৯ টি আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি।

১৯। সুপারিশ/মতামতঃ

১৯.১ ভবিষ্যতে সময়োপযোগী সম্ভাব্যতা / কারিগরী সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রণয়ণ করতে হবে;

১৯.২ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকৃত স্ট্রাকচার সমূহের রক্ষণাবেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে;

১৯.৩ ইতোমধ্যে যেসব স্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা মেরামতের বিষয়ে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে;

১৯.৪ External Audit এর আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে এবং

১৯.৫ অনু ১৯.১-১৯.৪ পর্যন্ত সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ২ মাসের মধ্যে আইএমইডি তে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব খাতঃ						
১।	প্রেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬.০০	১ টি	৬.০০	১ টি
২।	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	৬.০০	১ টি	৫.৮৭৫	১ টি
৩।	ষ্টেশনারী, সীল, স্ট্যাম্প	থোক	৪.০০	১ টি	৪.০০	১ টি
৪।	জরিপ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	থোক	৪.০০	১ টি	৪.০০	১ টি
৫।	যানবাহন মেরামত	থোক	৪.০০	১ টি	৪.০০	১ টি
৬।	কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার	থোক	১.০০	১ টি	১.০০	১ টি
	উপ-মোটঃ রাজস্ব খাত(ক) :		**২৫.০০**		**২৪.৮৭৫**	
(খ) মূলধন খাতঃ						
৭।	জীপ (৫ দরজা)	থোক	৫০.৯৬	১ টি	৫০.৯৬	১ টি
৮।	জিপিএস	থোক	০.৫০	২ টি	০.৫০	২ টি
৯।	মোটর গাড়ী (কার)	সংখ্যা				
১০।	কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া	থোক	২.০০	৪ টি	২.০০	৪ টি
	ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্রয়ঃ					
১১।	জমি অধিগ্রহণ	থোক	১৮০.০০	১০ হেঃ	১৪০.০০	১০ হেঃ
	নির্মাণ ও পূর্ত কাজঃ					
১২।	ইরিগেশন ইনলেট		১৮৬.০০	২০ টি	১৬৫.০০	২০ টি
১৩।	২ ভেন্ট ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর নির্মাণ	৪টি	৮০১.০০	৪ টি	৭৯৫.০০	৪ টি
১৪।	২ ভেন্ট ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর নির্মাণ	১টি	২০৩.০০	১ টি	১৯০.০০	১ টি
১৫।	৮ ভেন্ট ড্রেনেজ কাম ফ্লাশিং রেগুলেটর নির্মাণ	১টি				
১৬।	পাইপ স্লুইস		৪০৪.০০	৮ টি	৪০০.০০	৮ টি
১৭।	৬ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	১টি	৫২০.০০	১ টি	৫১৭.০০	১ টি
১৮।	২ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	২টি	১২৫.০০	১ টি	১০৯.০০	১ টি
১৯।	১ ভেন্ট পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ	২টি	১৩০.০০	২ টি	১৩০.০০	২ টি
২০।	নিষ্কাশন খাল পুন:খনন		৪৫৮.০০	৫০.০০ কিমি	৪৫৩.০০	৫০.০০ কিমি
২১।	বাঁধ নির্মাণ		১৭৬.৫৪	১৫.০০ কিমি	১৬৮.০০	১৫.০০ কিমি

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২২।	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ		১৫৬.০০	১৭.০০ কিমি	১৫৫.৯৮	১৭.০০ কিমি
২৩।	কম্পার্টমেন্টাল ডাইক নির্মাণ		১৯০.০০	২০.০০ কিমি	১৬৮.০০	২০.০০ কিমি
২৪।	নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ		১১২০.০০	১.৪০ কিমি	১০১৪.৯৩	১.৪০ কিমি
	উপ-মোট মূলধন খাত(খ) :		**৪৭০৩.০০**		**৪৪৫৯.৩৭**	
	মোট (ক+খ)=		**৪৭২৮.০০**	**১০০%**	**৪৪৮৪.২৪৫**	**১০০%**

করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রক**ল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্ত :.জুন,২০১৫)

১।	প্রকল্পের নাম	:	**করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প**		
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়		
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
৩।	প্রকল্প এলাকা	:	**বিভাগ**	**জেলা**	**উপজেলা**
			রংপুর	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত (১ম)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫৫৪.৯১	-	২৫৫৪.৯১	আগস্ট'১৩ হতে জুন'১৫	-	আগস্ট'১৩ হতে জুন'১৫	০%	০%

৫। **প্রকল্পের অর্থায়নঃ** বাংলাদেশ সরকার।

৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসলহানী রোধ করা, এলাকার জানমাল রক্ষা করা এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ;
খ) সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন; এবং
গ) এলাকার অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

৭। **প্রকল্পের পটভূমিঃ** প্রকল্প এলাকাটি করতোয়া নদীর ডান তীরে অবস্থিত। প্রতি বর্ষা মৌসুমে করতোয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ডান তীরবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে ব্যাপক শস্যহানী ও জানমালের ক্ষতি সাধিত হয়। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত করতোয়া নদীর প্রধান শাখা নদীর নাম মাইলা। এছাড়াও এ নদীর সাথে সংযুক্ত রয়েছে মালদা, কাবুলীপাড়া, সালতা, চৌলীডোবা, ডুবুবীপাড়া খাল। মাইলা নদী এ অন্যান্য খালগুলোতে পলি সঞ্চিত হয়ে বর্ষার পানি নিষ্কাশিত হয়না, ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। প্রকল্প এলকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৮০ সালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ১০.০০ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বাঁধটি অনেকাংশেই ভেঙ্গে গেছে। আলোচ্য প্রকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৫.২১ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়াও পানি নিষ্কাশনের জন্য করতোয়া নদী সংযুক্ত ২৪.০০ কি.মি. নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন কর্মসূচি প্রস্তাব করা হয়েছে এবং উক্ত খালগুলো ব্যবহার করে সেচ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় বন্যা ও জলাবদ্ধতার কবল থেকে বাড়িঘর, স্কুল কলেজ, হাট বাজার, মসিজিদ মাদ্রাসাসহ অন্যান্য স্থাপনাসমূহ রক্ষা করা সহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮। **প্রকল্পর অনুমোদনঃ** করতোয়া নদীর ডান তীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পটি ২৫৫৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগস্ট' ১৩ হতে জুন'১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ**

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বাঁধ নির্মাণ- ২৫.২১৫ কি.মি. ;
- রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি ;
- পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ১১টি ; এবং
- নদী/খাল পুনঃখনন- ২৪ কি.মি.।

১০। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নঃ পরিশিষ্ট** –ক দ্রষ্টব্য।

১১। **প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

১২। **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** প্রকল্পটির সমাপ্ত মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৩। **প্রকল্প পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণঃ** গত ২১/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোকতার হোসেন খান সহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণঃ

১৩.১ প্রকল্প এলাকাটি দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘাট উপজেলায় করতোয়া নদীর ডান তীরে বিস্তৃত। নবাবগঞ্জ ও ঘোড়াঘা ট উপজেলায় গ্রস ১৪৫০০ হেক্টর, নীট ১১৫০০ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ এর মাধ্যমে ফসলহানি রোধ করা ও এলাকার জানমাল রক্ষা করা এবং জলাবদ্ধতা দূর করে নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রকল্প এলাকায় ২৫.২১৫ কি.মি.বাঁধ নির্মাণ, ৫টি রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ আউটলেট ও ২৪ কি.মি. নদী খনন করা হয়েছে।

১৩.২ আইএমইডি কর্তৃক ঘোড়াঘাট উপজেলায় খাল খনন ও রেগুলেটর নির্মাণ এবং নবাবগঞ্জ উপজেলায় বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ ও আউটলেট নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে জানা যায়, সালদা, সালতি, চৌলিডোবা, মাইলা, ডুবরিপাড়া খালে ২৪ কি.মি. এলাকায় ৩৪৪.৩২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ২৮৫.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খনন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়া মাইলা খালের উপর ১টি ৫ ভেন্ট, সালতি খালের উপর ১টি ৩ ভেন্ট, মালদা খালের উপর ১ টি ২ ভেন্ট, চৌলীডোবা খালের উপর ১ টি ২ ভেন্ট এবং ডুবরিপাড়া খালের উপর ১ টি ১ ভেন্টের রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩.৩ ঘোড়াঘাট উপজেলায় মাইলা খালের উপর ডিপিপি র ৩৬২.১৮ লক্ষ টাকার সংস্থানের বিপরীতে ৩৫৮.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১ টি ৫ ভেন্টের রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মাইলা খালে ১০ কি.মি. নদী খনন করা হয়েছে। রেগুলেটরটির নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক। তবে খালের দুই পাশে প্রোটেকশনে ব্লকের কিছু অংশ ডুবে গিয়েছে। ডেবে যাওয়া ব্লকসমূহ দ্রুত মেরামত প্রয়োজন। স্থানীয় লোকজনের সাথে মত বিনিময় করলে তারা রেগুলেটর নির্মাণে তাদের উপকারিতার কথা জানান। রেগুলেটর নির্মাণের পূর্বে তাদের নৌকায় যাতায়াত করতে হত। এছাড়া খালের দুই পাড়ে বাঁধ নির্মাণের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। তারা জানান রেগুলেটর এবং দুই পাশের এপ্রোন প্রোটেকশন পাশাপাশি দুই গ্রামের সংযোগ সড়ক হিসেবে কাজ করছে (চিত্র-১)



চিত্র-১: মাইলা খালের উপর নির্মাণকৃত ৫ ভেন্ট রেগুলেটর

১৩.৪ এছাড়া নবাবগঞ্জ উপজেলায় বাঁধ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। নবাবগঞ্জ অংশে প্রকল্পের আওতায় মোট ২৪ কি.মি. এর মধ্যে ১৩.৫ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে বাঁধ নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। নির্মাণকৃত বাঁধের গড় বেড ১৪ মি. এবং স্লোপ ১:২ (চিত্র-২)।



চিত্র-২: নির্মাণকৃত বাঁধ

১৩.৫ ডিপিপির ৬৬.৪৯ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৬৫.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মি.মি. ডায়ামিটারের ৭টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ৩১.১০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে ৩০.৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯০০ মি.মি. ডায়ামিটারের ৪টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে আউটলেটগুলোকে সচল অবস্থায় পাওয়া যায়। তবে আউটলেটগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত হয়। নবাবগঞ্জে কিছু আউটলেট এর নিচের মাটি সরে গিয়েছে। এভাবে ক্রমাগত মাটি সরে গেলে আউটলেট ধসে পড়ে অকার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (চিত্র ৩-৪)।



চিত্র-৩: নির্মাণকৃত বাঁধ ও পাইপ আউটলেট



চিত্র-৪: পাইপ আউটলেটের নিচে মাটি সরে যাওয়া অংশ

১৪। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব সৈয়দ আহসান আলী	মহা-পরিচালক	খন্ডকালীন	০১/০৮/২০১৩ হতে ২১/০৮/২০১৪
২	জনাব ওবায়দুর রহমান	মহা-পরিচালক	খন্ডকালীন	২১/০৮/২০১৪ হতে ১৬/০৪/২০১৫
৩।	জনাব আতিকুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক	খন্ডকালীন	১৬/০৪/২০১৫ হতে ৩০/০৪/২০১৫

১৫। **ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপণ প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহ্বান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি (টিওসি) গঠন করা হয়েছিল। টিইসি-তে ২ জন বহি:সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। OTM এর মাধ্যমে টেন্ডার কার্যক্রম করা হয়। তাছাড়া টেন্ডার বিজ্ঞাপন দু'টি পত্রিকাসহ CPTU ও BWDB-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছিল।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ফসলহানী রোধ করা, এলাকার জান মাল রক্ষা করা এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণ; খ) সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন ; গ) এলাকার অধিবাসীদের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।	প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে- ক) বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ -২৫.২১৫ কি.মি খ) রেগুলেটর নির্মাণ ২ ভেন্ট (১.৫০ মি × ১.৮০ মি) -১টি গ) রেগুলেটর নির্মাণ ৩ ভেন্ট (১.৫০ মি × ১.৮০মি) -১টি ঘ) রেগুলেটর নির্মাণ ২ ভেন্ট (১.৫০ মি × ১.৮০মি) -১টি ঙ) রেগুলেটর নির্মাণ ৫ ভেন্ট (১.৫০ মি × ১.৮মি) -১টি চ) রেগুলেটর নির্মাণ ৫ ভেন্ট (১.৫০ মি × ১.৮মি) -১টি ছ) পাইপ আউটলেট নির্মাণ (৭৫০ মিমি ডায়া)- ৭টি জ) পাইপ আউটলেট নির্মাণ (৯০০ মিমি ডায়া)- ৪টি ছ) নদী/খাল পুনঃখনন- ২৪ কি.মি

১৭। **সমস্যাঃ**

১৭.১ **প্রকল্প পরিচালক বদলঃ** আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তাবায়ন কাল আগস্ট ' ১৩ হতে জুন ' ১৫। প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে। তবে পিসিআর অনুয়ায়ী ০২ বছরের প্রকল্পে ০৩ (তিন) জন প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যা মোটেই কাম্য নয়। একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুধুমাত্র একজন দক্ষ প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা সমীচীন;

১৭.২ **রেগুলেটর এর প্রোটেকশনে ব্লক ডেবে যাওয়াঃ** পরিদর্শনে প্রকল্পের আওতায় ঘোড়াঘাট উপজেলায় মাইলা খালে নির্মিত ৫ ভেন্ট রেগুলেটরের প্রোটেশনে ব্লকের কিছু অংশ ডেবে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এটি মেরামত করা প্রয়োজন;

১৭.৩ **আউটলেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবঃ** নবাবগঞ্জ উপজেলায় কিছু আউটলেট এর নিচের মাটি সরে যাওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এভাবে ক্রমাগত মটি সরে গেলে আউটলেটগুলো ধসে পড়ে অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। আউটলেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

১৭.৪ **রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্থার তদারকির অভাবঃ** প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না, আইএমইডি সহ পরিদর্শনের আগে রেগুলেটর এর প্রোটেকশনের ব্লক ডেবে যাওয়ায় এবং আউটলেটের মাটি সরে যাওয়ায় বিষয়টি তাদের অজানা ছিল এতে সংস্থার তদারকির অভাব পরিলক্ষিত হয় এবং

১৭.৫ **অডিট সম্পাদন করা হয়নিঃ** পিসিআর অনুয়ায়ী প্রকল্পের Internal এবং External অডিট সম্পাদন করা হয়নি। যা দ্রুত সম্পাদন করা প্রয়োজন।

১৮। **সুপারিশ/মতামতঃ**

১৮.১ প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে ভবিষ্যতে প্রকল্প মেয়াদের জন্য সার্বক্ষনিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। একটি প্রকল্পের কার্যক্রম শুধুমাত্র একজন দক্ষ প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করা যেতে পারে;

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় ঘোড়াঘাট উপজেলার মাইলা খালে নির্মিত রেগুলেটরের প্রোটাকশনে ব্লক এর ডেবে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামত করতে হবে;

১৮.৩ নবাবগঞ্জ উপজেলায় আউটলেটগুলোর মাটির নিচে সরে যাওয়া মাটি দ্রুত ভরাটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটর, বাঁধ, আউটলেটগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং এর মনিটরিং আরো জোরদার করতে হবে;

১৮.৫ আলোচ্য প্রকল্পটির কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে (আগস্ট '১৩ হতে জুন'১৫) সমাপ্ত করা হয়েছে। বাপাউবো এটিকে উদাহরণ হিসেবে ধরে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৬ প্রকল্পের Internal এবং External অডিট দ্রুত সম্পাদনপূর্বক আইএমইডিকে অবহিত করতেহবে এবং

১৮.৬ অনু ১৮.১ হতে ১৮.৬- এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক আগামী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		৬.০০	১ টি	৬.০০	১ টি
২।	মুদ্রণ ও প্রচার		২.০০	১ টি	২.০০	১ টি
৩।	স্টেশানারি		২.০০	১ টি	২.০০	১ টি
৪।	জরিপ ও অনুসন্ধান		৫.০০	১ টি	৫.০০	১ টি
৫।	মিডটার্ম ইভাল্যুশন		৩.০০	১ টি	-	১ টি
৬।	যানবাহন ও গাড়ী মেরামত		২.০০	১ টি	২.০০	১ টি
৭।	জিপিএস		০.৪০	২ টি	০.৪০	২ টি
৮।	স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইনস্ট্রমেন্ট		২.০০	২ টি	২.০০	২ টি
৯।	ভূমি অধিগ্রহণ		৩৪২.৫৯	২৭.৭৪ হেঃ	-	-
১০।	বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ		৮৭৫.১১	২৫.২১৫ কি.মি.	৭৯১.৯৫	২৫.২১৫ কি.মি.
১১।	রেগুলেট্র নির্মাণ (২-১.৫০ মিঃ×১.৮০ মিঃ)		৮৫.২৪	১ টি	৮২.৬১	১ টি
১২।	রেগুলেট্র নির্মাণ (৩-১.৮০ মিঃ×১.৫০ মিঃ)		১৫৮.৬৮	১ টি	১৪৯.৭৯	১ টি
১৩।	রেগুলেট্র নির্মাণ (২-১.৮০ মিঃ×১.৫০ মিঃ)		১৩৩.৫১	১ টি	১১২.৩৫	১ টি
১৪।	রেগুলেট্র নির্মাণ (৫-১.৫০ মিঃ×১.১৮ মিঃ)		৩৬২.১৮	১ টি	৩৫৮.৫৫	১ টি
১৫।	রেগুলেট্র নির্মাণ (১-১.৮০ মিঃ×১.৫০ মিঃ)		৫৯.৪৬	১ টি	৫৭.৫৪	১ টি
	পাইপ আউটলেট নির্মাণ (৭৫০ মিমি ডায়া)		৬৬.৪৯	৭ টি	৬৫.৪৩	৭ টি
	পাইপ আউটলেট নির্মাণ (৯০০ মিমি ডায়া)		৩১.১০	৪ টি	৩০.৩৮	৪ টি
১৬।	নদী/খাল পুনঃখনন (মাটির কাজঃ ৪৪৭৩২৫)		৩৪৪.৩২	২৪.০০ কি.মি.	২৮৫.৮৫	২৪.০০ কি.মি.
	উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)		**২৪৮১.০৮**	-	**১৯৫৩.৮৭**	-
(গ)	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি		২৪.৬১	-		-
(ঘ)	প্রাইস কন্টিনজেন্সি		৪৯.২২	-		-
	সর্বমোট :	**-**	**২৫৫৪.৯১**	**-**	**১৯৫৩.৮৭**	**-**

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনাশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৫)

১। প্রকল্পের নাম ঃ **দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প**

২। প্রকল্পের অবস্থান ঃ খুলনা বিভাগের অন্তর্গত নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা জেলা এবং ঢাকা বিভাগের গোপালগঞ্জ জেলা

৩। বাস্বায়নকারী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (মুখ্য সংস্থা)
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর

৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৫। প্রকল্পের বাস্বায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মূল ব্যয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল অনুঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (প্রঃ সাঃ)	৩য় সংশোধিত		মূল	৩য় সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬০২৫.০০	**মোট: ২৯৪২৫.৫৩** পিএ: ২৪৪২৫.০২ জিওবি: ৫০০০.০০ আরপিএ: ২০৩৫৫.৫৪	**মোট: ২৮৭১০.৭৩** পিএ: ২৩৭১০.০০ জিওবি: ৫০০০.৫১ আরপিএ: ১৯৯১৫.০৭	২০০৬-২০১৩	২০০৬-২০১৫	২০০৬-২০১৫	৭১৪.৮০ (১০%)	২ (দুই) বছর ২৫%

৬। **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো পুনর্বাসন পরবর্তীতে প্রকল্পের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা উপকারভোগীদের সংগঠন, Water Management Association (WMA) এর নিকট হস্তান্তর এবং আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন।

৭। **প্রকল্পের পটভূমি:** দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলীয় এলাকা ''দক্ষিণ-পশ্চিম'' ও ''দক্ষিণ-মধ্য'' হাইড্রোলজিক্যাল অঞ্চল নিয়ে গঠিত যা বাংলাদেশের ২৭% এলাকা জুড়ে বি স্তৃত। এ অঞ্চলের পশ্চিমে ভারতীয় সীমা ন্ত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে পদ্মা নদী ও পূর্বে মেঘনা নদী দ্বারা বেষ্টিত। এ অঞ্চলের ১০% এলাকা জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন, ১৩% এলাকায় আছে বিল এবং জলাভূমি, অবশিষ্ট ৭৭% এলাকা কৃষি জমি ও আবাসভূমি। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জন্য FAP-4 আঞ্চলিক সমীক্ষার আওতায় ''দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প''টির PPTA এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর কারিগরী সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়। FAP-4 সমীক্ষার সুপারিশ হচ্ছে, সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও পুনর্বাসন কাজে সুবিধাভোগিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং সুবিধাভোগিদের সংগঠিত করে Water Management Group (WMG), Water Management Association (WMA) শীর্ষক সংগঠন তৈরী করা এবং সংগঠনভূক্ত সদস্যদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করাসহ টেকসই পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা সুবিধাভোগিদের সংগঠন, WMA এর হাতে ন্য স্ত করে প্রকল্পের সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে, নড়াইল জেলায় ৫৭,০০০ হেঃ এলাকা

বিশিষ্ট ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত ২টি প্রকল্প, 'চেঙ্গুরী বিল উপ-প্রকল্প' এবং 'নড়াইল উপ-প্রকল্প' এর পুনর্বাসন এবং একই অঞ্চলে অবশিষ্ট ৪৩,০০০ হেঃ এলাকার জন্য প্রকল্প নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় ''আইলা''য় বাপাউবো'র ক্ষতি গ্রস্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে খুলনা জেলার পোল্ডার নং ৩১ ও ৩২ এবং সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং ৫ ও ১৫ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রকল্পভূক্ত করা হয়।

৮। প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধনঃ

ডিপিপি	অনুমোদনের তারিখ	প্রকল্পের মেয়াদকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
মুল	২২/০২/২০০৬	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	২৬০২৫.০০
১ম সংশোধিত	০৬/০৪/২০১০	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	২২৪৬৩.৪৮
২য় সংশোধিত	১৩/১১/২০১১	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	২৯৪০৬.৭৯
আন্তঃখাত সমন্বয়	১১/০৭/২০১২	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	২৯৪০৬.৭৯
বিশেষ সংশোধিত	০১/০৯/২০১৩	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪	৩০৫০৩.৫০
৩য় সংশোধিত	১৭/১১/২০১৪	এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৫	২৯৪২৫.৫৩

৯। **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্বায়ন ঃ** প্রাপ্ত PCR অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ %	আর্থিক
১		২	৩	৪	৫	৬
(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ						
	সরবরাহ ও সেবা					
1.	সার্ভে	১ দফা	১ দফা	১০১৮.৯৫	১০০%	৯৬৬.৮
2.	ভ্রমন ব্যয়	১ দফা	১ দফা	২৩৬.২	১০০%	২৩৫.৯৭
3.	(ক) অফিস ভাড়া (যশোর/ নড়াইল)	১ দফা	১ দফা	২৫.৭৪	১০০%	২৪.৩৩
4.	(খ) অফিস ভাড়া (ঢাকায় পি এম	১ দফা	১ দফা	০.০০	১০০%	০.০০
5.	ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স	১ দফা	১ দফা	১১৮৩.০৯	১০০%	১১৮১.৬৯
6.	টেলিফোন	১ দফা	১ দফা	১১.২৯	১০০%	৯.৬৭
7.	পানি	১ দফা	১ দফা	৫	১০০%	৪.৯৬
8.	বিদ্যুৎ	১ দফা	১ দফা	২১	১০০%	১৭.৭৬
9.	গ্যাস এবং জ্বালানী	১ দফা	১ দফা	১৪.৯৮	১০০%	১৪.৮৬
10.	জ্বালানী ও লুব্রিক্যান্ট	১ দফা	১ দফা	১৭১.৩৪	১০০%	১৭০.৩৯
11.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১ দফা	১ দফা	২২.৭	১০০%	২১.৪০
12.	অফিস আইটেম সরাবরাহ ও	১ দফা	১ দফা	৩৩.৫	১০০%	৩৩.১১
13.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১ দফা	১ দফা	৮.৩০	১০০%	৮.২৭
14.	প্রশিক্ষণ (স্টাফ ট্রেনিং)	১ দফা	১ দফা	৪২৩.৭৯	১০০%	৪২৩.৭৫
15.	প্রশিক্ষণ (ডব্লিউ এমও ট্রেনিং)	১ দফা	১ দফা	২৪৯২.৭০	১০০%	২৪৯২.৭০
16.	উপদেষ্টা (সোসিয়াল	১ দফা	১ দফা	৭৭৯.৫২	১০০%	৭৪৬.০৪

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ %	আর্থিক
১		২	৩	৪	৫	৬
17.	উপদেষ্টা (আইডব্লিউ এমপি)	জন-দিবস	মোট ৮৬; বৈদেশিক: ১২ স্থানীয়: ০৪	৪৪১.০০	১০০%	৪৪১.০০
18.	উপদেষ্টা (আইএসপিএম)	জন-দিবস	মোট: ৬০১	২৭০৬.৫০	১০০%	২৬৯৯.৬৩
19.	উপদেষ্টা (ডিজাইন এন্ড কনষ্ট্রাকশন সুপাভিশন)	জন-দিবস	স্থানীয়: ৪০	১৮০.০০	১০০%	১৮০.০০
20.	উপদেষ্টা আইলা,২০০৯)	জন-দিবস	১৮০	২৮৫.৬০	১০০%	২৮৫.৫৯
21.	টেস্টিং ফি		১ দফা	১.১২	১০০%	১.১২
22.	অন্যান্য সরবরাহ ও সেবা	১ দফা	১ দফা	৩.০০	১০০%	৩.০০
23.	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্নবাসন	১ দফা			১০০%	
24.	মোটর যানবাহন মেরামত	১ দফা	১ দফা	১০২.৫৮	১০০%	১০২.৪৯
25.	আসবাব পত্র মেরামত ও সংরক্ষন	১ দফা	১ দফা	৫.৪০	১০০%	৫.২৫
26.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১ দফা	১ দফা	৯.১০	১০০%	৮.৮২
27.	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত	১ দফা	১ দফা	২৫.৭০	১০০%	২৫.৫৭
28.	অফিস বিল্ডিং মেরামত ও সংরক্ষন	১ দফা	১ দফা	২৮.২৬	১০০%	২৮.২২
29.	অন্যান্য মেরামত সংরক্ষন	১ দফা	১ দফা	১৭.৯৭	১০০%	১৭.৯২
খ) মূলধন ব্যয়ঃ						
1.	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়					
2.	মোটরযান					
3.	ক) মটর সাইকেল	সংখ্যা	৪০	৪৯.১১	১০০%	৪৯.১১
4.	খ) জীপ গাড়ী	সংখ্যা	৭	১৩৮.৫৮	১০০%	১৩৮.৫৮
5.	সার্ভে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	সংখ্যা	১৫	৫৯.৬৩	১০০%	৫৯.৬৩
6.	কম্পিউটার ও প্রিন্টার	সংখ্যা	৩২	২৫.২৫	১০০%	২৫.২৫
7.	অফিস সরঞ্জাম (ফটো কপিয়ার)	সংখ্যা	১৫	১৫.৩৪	১০০%	১৫.৩৪
8.	আসবাবপত্র	১ দফা	১ দফা	৩২.৭৩	১০০%	৩২.৭৩
9.	ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়					
10.	ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয়	হে:	৫৩.৪১	২৫৭.৩৫	১০০% হেঃ	২৫৭.৩৫
গ) পূর্ত নির্মান (চেঙ্গুরী বিল উপ-প্রকল্প)						
1.	বাঁধ নির্মাণ/ মেরামত	কিঃমিঃ	১৭.২০	৫১৮.০৯	১০০%	৫১৮.০৯
2.	খাল পূনঃখনন	কিঃমিঃ	১২৭.৩০	১৫৬৪.১৫	১০০%	১৫৬৪.১৫
3.	রেগুলেটরমেরামত	সংখ্যা	৬	২৩৭.৬২	১০০%	২৩৭.৬২
4.	রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	২	৪১৫.৮৬	১০০%	৪১৫.৮৬
5.	চেক ষ্ট্রাকচার/ কার্লভাট/ ফুটব্রীজ	সংখ্যা	১৬	৫৬৮.০৬	১৫টি	৫৬৮.০৬
6.	ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার	সংখ্যা	২	৮৮.৯০	১০০%	৮৮.৯০
7.	নেভিগেশন লক	সংখ্যা	১		১০০%	-
8.	ইনলেট আউটলেট স্ট্রাকচার	সংখ্যা	৭	১২৬.২৭	১০০%	১২৬.২৭
9.	রিভার ব্যাংক প্রটেকশন কাজ	কিঃমিঃ	৩.১০	২১১৭.২২	২.৮০	২০৪৮.৩৩
10.	ইরিগেশন স্কীম	সংখ্যা	১	৪৫১.৮৫	১০০%	৪৫১.৭১
11.	ডিপ টিউবয়েল ফর ড্রিংকিং	সংখ্যা	৯০	১১৫.০০	১০০%	১১৩.০৯

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অংগের নাম		একক	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ %	আর্থিক
১		২	৩	৪	৫	৬
12.	ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	১৫১.২০	১০০%	১৪৯.৪১
ঘ)	**নির্মান পূর্ত (নড়াইল উপ-প্রকল্প)**					
13.	বাঁধ নির্মাণ/ মেরামত	কিঃমিঃ	১৩.০০	২২৪.২৭	১০০%	২২৪.২৭
14.	খাল পূনঃখনন	কিঃমিঃ	১৩০.০০	৮৩৩.৯৯	১০০%	৮৩৩.৯১
15.	রেগুলেটর মেরামত	সংখ্যা	৯	২৯২.৪০	১০০%	২৯২.৪০
16.	রেগুলেটর নির্মাণ	সংখ্যা	৩	৪২৯.০১	১০০%	৪২৯.০১
17.	চেক স্ট্রাকচার/ কার্লভাট/ ফুটব্রীজ	সংখ্যা	২১	১১৫৫.০০	১০০%	১১০২.৬৭
18.	ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার/ব্রীজ	সংখ্যা	৩	২০৪.৫৬	১০০%	২০৪.৫৬
19.	ইনলেট আউটলেট স্ট্রাকচার	সংখ্যা	৬	৮৭	১০০%	৮৭
20.	ডিপ টিউবয়েল ফর ড্রিংকিং	সংখ্যা	৩২	৪১.৫৩	১০০%	৪১.৫৩
21.	ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১৯	২২১.০১	১০০%	২০৯.৭৬
22.	পূর্ত নির্মান (আইলা, ২০০৯ ডেমেজ রিহেবিলেটেশন) পোল্ডার ৫,১৫,৩১,৩২	সংখ্যা	২৯	৪৩২৪.২৪	১০০%	৪৩২৪.২৪
23.	নদী তীর সংরক্ষন কাজ (পুরলী ভাট পাড়া)	মিঃ	৭৮৮	৭১৫.০৩	১০০%	৭১৫.০৩
24.	জিও-টেক্সটাইল প্রোটেকশন মেটেরিয়ালস	সংখ্যা	১৪.৫০ লক্ষ	১৩১৯.৮৭	১০০%	১৩১৯.৮৭
25.	আপগ্রেডিং অফ রম্নরাল রোডস	কিঃমিঃ	১৭.৪৮ কিঃ মিঃ	৯৯৪.৮৮	১০০%	৯৯৪.৮৮
26.	অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	২টি	১০১.৭০	১০০%	১০১.৭০
27.	ডেভেলপমেন্ট ইমপোর্ট ডিউটি ও ভ্যাট					
28.	(CDST+ VAT) মুলধন	১ দফা	১ দফা	৬০৮.৫৭	১০০%	৬০৮.৫৭
29.	ও এন্ড এম ডিউরিং কনষ্ট্রাকশন (চেঞ্চুরী বিল উপ-প্রকল্প)	১ দফা	১ দফা	১৪৮.৩৮	১০০%	১৪৮.০২
30.	ও এন্ড এম ডিউরিং কনষ্ট্রাকশন (নড়াইল উপ-প্রকল্প)	১ দফা	১ দফা	৬৩.৫৫	১০০%	৬৩.৫৫
31.	ইন্টারেষ্ট ডিউরিং ইমপিমেন্টেশন			৪৭৪.০০		
	সর্বমোট			**২৯৪২৫.৫৩**		**২৮৭১০.৭৩**

১০। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ** প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষের দাবী অনুমেদিত ডিপিপিতে অঙ্গভিত্তিক সংস্থান থাকলেও প্রকল্প সুবিধাভোগিদের চাহিদা, প্রকল্প পরামর্শকগণের মতামত এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকৃত চাহিদার আলোকে পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের প্রতি নজর দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি ৯৯%। প্রকল্প পরিচালকের তথ্যমতে কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ নিম্নরূপঃ

(ক) অনুমোদিত ডিপিপি'তে ষ্ট্রাকচার/কার্লভাট/ ফুটব্রীজ দফার আওতায় ৩৭টি অবকাঠামো নির্মাণ কাজ অ ন্তর্ভূক্ত থাকলেও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সুবিধাভোগিদের চাহিদা না থাকায় ১টি ফুট ব্রীজ নির্মাণ করা হয়নি। এ দফায় ৫২.৩৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে;

(খ) ৩.৮৮৮ কিঃমিঃ নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত ছিল। নদীভাঙ্গন না থাকায় ৩০০ মিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি। এ দফায় ৬৮.৮৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে; এবং

(গ) ডিপিপি অনুসারে ২৫৭.৩০ কিঃমিঃ খাল পূ ন:খনন কাজ করার প্রয়োজন থাকলেও জলাবদ্ধতা সমস্যা না থাকায় ৭.৭৩ কিঃমিঃ খাল পুন:খনন কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজন হয়নি।

১১। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ/পরিদর্শনঃ

১১.১। গত ৩০/০৮/২০১৬ ও ৩১/০৮/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনিসুর রহমান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব শফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন চিত্র:-১-২)।



চিত্র ১-২: প্রকল্প এলাকা সরে-জমিনে পরিদর্শন

১১.২। পরিদর্শনের সময় এলাকাসমূহে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমি ন প্রত্যক্ষ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় নির্মিত নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্যাম্পাসে তিনতলা বিশিষ্ট পানি ভবন পরিদর্শন করা হয় (চিত্র ১)। এই ভবনটিতে বর্তমানে নির্বাহী প্রকৌশলী/উপ-প্রকল্প ব্যবস্থপনা দপ্তর, বাপাউবো,নড়াইল এবং চেঞ্চুরী বিল উপ-প্রকল্প ব্যবস্থপনা দপ্তর, পাউবো, নড়াইল এর দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নড়াইল, কালিয়া ও লোহাগড়া উপজেলার পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMA/WMG) বাছাই করে তাদের আওতাধীন এলাকাসমূহে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

১১.৩। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি (Water Management Association WMA) পরিদর্শনের অংশ হিসাবে কলমিলতা পানি ব্যবস্থাপনা দল (Water Management Group, WMG), কমলাপুর, নড়াইল পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় সদস্যগ ণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছেন। এর অংশ হিসেবে তারা গুটি ইউরিয়া ও ভার্মি - কম্পোষ্ট সার উৎপাদন, উন্নত জাতের ধানের বীজ এবং মধু উৎপাদন ও বিপনন কাজে সংগঠনের সদস্যরা জড়িত । সমিতির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আঙ্গিনায় সবজি বাগান, ফুল বাগান এবং ঔষধী গাছের পৃথক পৃথক বাগান তৈরী করা হয়েছে (চিত্র-৩) । তাদের এলাকাধীন রেগুলেটর , কালভাট, আর্সেনিকমুক্ত গভীর নলকুপ, খননকৃত/পুন:খননকৃত খালসমূহ দেখাশুনাসহ রক্ষণাবেক্ষণ করেন।



চিত্র ২: ভার্মি-কম্পোষ্ট সার উৎপাদন



চিত্র ৩: ঔষধী গাছের পৃথক পৃথক বাগান

১১.৪। প্রকল্প এলাকার ফাল্গুণী পানি ব্যবস্থাপনা দলের এলাকাধীন মুলিয়া খালের উপর ফুট ব্রীজ এবং মুলিয়া-গোবরা বিটুমিনাস রোড পরিদর্শন করা হয় । বছরের বেশিরভাগ সময় বিশেষ করে বর্ষাকালে মুলিয়া-গোবরা রাস্তাটি ব্যবহারের অনুপযোগী থাকত বলে সুবিধাভোগিদের উৎপাদিত পণ্য পরিবহন এবং বাজারজাত কর ণের সুবি ধার্থে প্রকল্পের আওতায় বিটুমিনাস রোড তৈরী করা হয় (চিত্র-৪-৫) । ফলে বর্ষাকালে যাতায়াত সহজসাধ্য হয়েছে বলে এলাকাবাসীর মতামত দেয়। মুলিয়া খালের উপর ফুটব্রীজ নির্মানের পূর্বে বহুদূর ঘুরে ক্ষেত থেকে ফসল বাড়ী পর্যন্ত আনতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হতো, ব্রীজ নির্মানের ফলে যা লাঘব হয়েছে। তিন ভেন্ট বিশিষ্ট মুলিয়া রেগুলেটরের পুনর্বাসন কাজ এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।



চিত্র ৪: বিটুমিনাস রোড



চিত্র ৫: মুলিয়া ফুটব্রীজ

পরিদর্শকালে প্রকল্পের উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে আলাপকরে জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হয়েছে। এলাকাবাসী পানি উন্নয়ন বোডসহ সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১১.৫। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন পরিদর্শনের অংশ হিসাবে গন্ধরাজ পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG) অন্তর্ভুক্ত পাটেশ্বরী ১০ (দশ) ভেন্ট সহ রেগুলেটর , খালসমূহ পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-৬)। টাকিমারা ০২(দুই) ভেন্ট রেগুলেটরটি টাকিমারা খালের উপর অবস্থিত এবং নতুন টাকিমারা ০২(দুই) ভেন্ট রেগুলেটর নতুন টাকিমারা লাইনার খালের (চিত্র-৭) উপর অবস্থিত। সকল রেগুলেটরই সচল ও কার্যকর রয়েছে । ওই রেগুলেটরগুলোর পূনর্বাসন ও খাল পূনঃখনন করার ফলে মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে এবং ওই এলাকার কৃষকরা খালের পানি দিয়ে সেচ দিয়ে ভালো ধান উৎপাদন করতে পারছেন। যার ফলে উপকারভোগীদের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে।

	
চিত্র ৬: পাটেশ্বরী দশ ভেন্ট রেগুলেটর	চিত্র ৭: লাইনার খাল

১১.৬। উপকার ভোগীদের সমন্বয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন থাকার ফলে তাদের নিজস্ব নিয়োগকৃত সদস্যের মাধ্যমে রেগুলেটরগুলো সময়মত নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলগুলোর আওতাধীন রেগুলেটরগুলো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (রং করা, গ্রীজ দেওয়া, নাটবল্টু পরিবর্তন, ইত্যাদি) কাজগুলো পানি ব্যবস্থাপনা দল ও পানি ব্যবস্থাপনা এ্যাসোসিয়েশন করে থাকে। রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অর্থ ওই এলাকার উপকারভোগীদের প্রত্যেকের কাছ থেকে একর প্রতি বছরে ৬০(ষাট) টাকা হারে আদায় করা হয়। আদায়কৃত টাকা পানি ব্যবস্থাপনা দলের পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব তহবিলে জমা করা হয়।

১১.৭। প্রকল্প এলাকায় যাদবপুর হইতে বারইপাড়া ঘাট পর্যন্ত ১২(বার) কিঃমিঃ বাঁধের উপর বিটুমিনাস রোড তৈরী করা হয়েছে। যার ফলে ওই এলাকার জনগণের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। নির্মিত রাস্তা ২/১ জায়গায় সামান্য ভাংগলেও বেশীর ভাগ রাস্তা এখনো ভালো রয়েছে দেখা গেল। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন পরিদর্শনের অংশ হিসাবে সূর্যমূখী পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পরিদর্শন কালে জানা যায়, সদস্যগণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। ফলশ্রুতিতে সদস্যগণ বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকা ন্ডে অংশ নিচ্ছেন। উন্নত জাতের ধানের বীজ, বরোপিটে মাছ চাষ (চিত্র-৮) ,উন্নত জাতের গরু, ছাগল পালন,হাঁস- মুরগি পালন, শাক -সবজি চাষে সমিতির সদস্যরা জড়িত রয়েছেন। লাভের অংশ সদস্যদের মাঝে বন্টন করা হয় এবং কিছু অংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করা হয়।

১১.৮। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন পরিদর্শনের অংশ হিসাবে উদ্দীপন এবং শিমুল পানি ব্যবস্থাপনা দল পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও ১০ নং ভদ্রবিলা ইউনিয়ন ও দেওয়ান শাহ ফয়জুল্লাহ ইতমখানা সংলগ্ন সুপেয় পানীয় জল নলকুপ পরিদর্শন করেন (চিত্র-৯) প্রত্যেকটি ডিপ বোরিং নলকুপ থেকে ১০০(একশত) পরিবার আর্সেনিক মুক্ত পানি ব্যবহার করেন । প্রত্যেকটি নলকুপের জন্য ১৫(পনের)সদস্য বিশিষ্ট মহিলা কমিটি আছে এবং প্রত্যেকে ৫(পাঁচ)টাকা হারে মাসিক চাঁদা দেন যাহা ওই নলকুপের রক্ষনাবেক্ষনের কাজে ব্যবহার করে থাকেন।

	
চিত্র ৮: প্রকল্পের সদস্যগণের মাছ চাষ কার্যক্রম	চিত্র ৯: প্রকল্পের আওতাভূক্ত আর্সেনিক মূক্ত নলকুল

১১.৯। এছাড়াও পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি (WMA), Joint Management Committee (JMC), Landless Contracting Society (LCS), কৃষক মাঠ স্কুল [Field Farmers School (FFS)] এবং মৎস্য মাঠ স্কুল [Field School of Fishery (FSF)] ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্র মের ফলে উপকারভোগীদের সাতে মত বিনিময় করা হয়। মত বিনিমকালে নির্মিত/পূনর্বাসিত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন বিষয়ে সমিতির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রকল্পের সুফলকে টেকসই করছে মর্মে প্রতিয়মান হয়েছে।

১২। প্রকল্পের কাজের বর্তমান অবস্থাঃ প্রকল্পের বা স্তবায়নের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রেখে গৃহিত কর্মসূচীসমূহ যথাযথভাবে করা হয়েছিল বিধায় প্রকল্প হ'তে সুবিধাভোগিগণ আশানুরূপ সুফল পাচ্ছেন। ফলে প্রকল্প বা স্তবায়নের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

১৩। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯৯%; আর্থিক অগ্রগতিঃ টাকা ২৮৭১০.৭৩ লক্ষ টাকা।

১৪। প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ প্রকল্প কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প চলাকালীন মেয়াদের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সেটআপ অনুসারে বাপাউবো হ'তে ডেপুটেশনে প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। তাছাড়াও প্রকল্প চলাকালীন মেয়াদের জন্য ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে এবং সাপোর্টিং ষ্টাফ হিসেবে যে স মস্ত জনবলকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে তা'দের নিয়োগাদেশ বাতিল করা হয়েছে মর্মে জানা যায়।

১৫। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে (২৩-০৮-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত) মোট চার জন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্প পরিচালকদের তথ্য দেয়া হলো:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পূর্ণকালীন /খন্ডকালীন	সময়কাল	
				যোগদান	পরিবর্তন
১।	ঢালী আব্দুল কাইয়ুম	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৩-০৮-২০০৬	২৪-০৪-২০০৭
২।	মো: জিয়াউর রহমান	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	২৪-০৪-২০০৭	০৩-০৩-২০০৭
৩।	জহিরুল ইসলাম	১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ২. অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১. ০৩-০৩-২০১০ ২. ৩১-০১-২০১১	১. ৩০-০১-২০১১ ২. ১০-০৮-২০১১
৪।	মোঃ কামালুর রহমান তালুকদার	১. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ২. অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী	খন্ডকালীন	১. ১০-০৮-২০১১ ২. ০৮-০৪-২০১৫	১. ০৭-০৪-২০১৫ ২. ৩০-০৬-২০১৫

১৬। **Procurement এর উপর তথ্যাদিঃ** প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া, কমিটি গঠন, দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়ন, NOA এবং ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানে পিপিআর-২০০৮ বিধিমালা অনুসৃত হয়েছে। টেন্ডার/ক্রয় প্রক্রিয়া যাচাইকালে যে সকল বিষয় দেখা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

বিষয়	মন্তব্য
পিপিআর/পিপিএ-৮০ অনুসারে বিজ্ঞাপন প্রক্রিয়া ঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা	✓
টেন্ডার জমা দেয়ার মাল্টিপল স্থান ছিল কিনা	✓
টিওসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	✓
টিইসি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	✓
টিইসিতে বাহিরের সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা	✓
টিইসিতে সদস্যদের ঘোষণা ছিল কিনা	✓
টিইসি এর আলোকে NOA প্রদান এবং ওয়ার্ক ওর্ডার দেয়া হয়েছে কিনা	✓
গ্রহণ কমিটি নিয়ম অনুযায়ী গঠন করা হয়েছে কিনা	✓

দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় সামগ্রিক ক্রয়ের মধ্যে দুইটি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষনঃ

(ক) প্যাকেজ নং- NSP/RE/০১/২০১১-১২ এর মাধ্যমে নড়াইল উপ-প্রকল্পের অধীন তুলারামপুর খাল (১.৪০০ কিঃমিঃ), হিজলডাঙ্গা খাল (১.৬০০ কিঃমিঃ), জিয়া খাল (৩.০০০ কিঃমিঃ) ও মুসুরী খাল (১.৫০০ কিঃমিঃ) পুনঃখনন করা হয়েছে। এই প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৫-১০-২০১১ তারিখে ''দৈনিক ইনকিলাব'' এবং ০৬-১০-২০১১ তারিখে "Financial Express" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। মোট ১৩ (তের) জন দরদাতা তাদের দরপত্র জমাদান করে এবং তাদের মধ্যে ১০ (দশ) জন দরদাতা Responsive হিসাবে গণ্য হয়। বর্ণিত প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলন ছিল ৬৪,৭০,৮২৭.০৯ (চৌষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার আটশত সাতাশ টাকা নয় পয়সা)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) এবং ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার এভালুয়েশন কমিটি (TEC)- কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যেখানে ০২ (দুই) জন বহিঃসদস্য রাখা হয়েছে (সড়ক জনপথ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলন হতে ৩৫.০৫% নিম্নদরে মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান ও আবুল কালাম আজাদ (জেভি) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(খ) প্যাকেজ নং- NSP/FB/CONS/02/2012-13 এর মাধ্যমে নড়াইল উপ-প্রকল্পের অধীন খড়রিয়া খালের কিঃমিঃ ০.৪০০ তে ১৫.০০ মিঃ ফুট ব্রীজ এবং কিঃমিঃ ২.২০০ তে ১০.০০ মিঃ ফুট ব্রীজ নির্মান করা হয়েছে। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ০৩-০৯-২০১২ ইং তারিখে ''দৈনিক মানব জমিন'' ও '' New Age" পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। মোট ০৭ (সাত) জন দরদাতা তাদের দরপত্র জমাদান করে এবং তাদের মধ্যে ০৬ (ছয়) জন দরপত্রদাতা Responsive হয়। বর্ণিত প্যাকেজটির ক্ষেত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলন ছিল ৯০,৫৩,০৭৫.৭৮ (নবক্ষই লক্ষ তিপান্ন হাজার পঁচাত্তর টাকা আটাত্তর পয়সা)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ওপেনিং কমিটি (TOC) এবং ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটি (TEC) গঠিত হয়েছে। ০৫ (পাঁচ) জন সদস্য বিশিষ্ট TEC-এ ০২ (দুই) জন বহিঃসদস্য রাখা হয়েছে (সড়ক জনপথ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর)। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে অফিসিয়াল প্রাক্কলন হতে ৮.৬২% নি ম্নদরে মহিউদ্দিন আহম্মেদ এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

উপরোক্ত প্যাকেজগুলি বিশ্লেষণে করে দেখা যায়, পিপিআর, ২০০৮ অনুসর ণ করে প্যাকেজগুলির দরপত্র আহবান করা হয়েছে, দরপত্র খোলা হয়েছে এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই পিপিআরের কোন ব্যত্যয় হয়নি। দরপত্র আহবান থেকে মূল্যায়ন পরবর্তীতে ঠিকাদার নির্বাচন প র্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই এডিবি'র অনুমোদন গ্রহণ করতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে মর্মে দেখা যায়।

১৭। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামতঃ** পরিদর্শনকালে প্রকল্প বা স্তবায়নকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা হয়। প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে পরিচালিত হয়েছে এবং এটি একটি Joint Management প্রকল্প। পরিদর্শনকালীন সময়ে প্রকল্পের উপকারভোগী, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত

বিনিময় করে (চিত্র: ১০-১১) প্রকল্প বাস্তবায়ন সর্ম্পকিত বিভিন্ন ধারণা এবং এর উপর জনগণের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া জানতে পারা যায়।



চিত্র ১০-১১: WMG দদস্যদের সাথে মতবিনয় এবং প্রকল্পের উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জিত	আইএমইডির সংক্ষিপ্ত মতামত
(ক) হাইড্রোলজিক্যাল ইউনিটে বিভক্ত এলাকায় অংশিদারীত্বমূলক (Participatory) সমন্বিত (Integrated) পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন ।	সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম প্রবর্তন করা সম্ভব হয়েছে।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।
(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে WMA/ WMG সমূহের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ।	প্রকল্পের আওতায় ১০২টি পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপসহ (WMG) মোট ১১৬টি পানি ব্যবস্থপনা সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে।	পরিদর্শিত WMA/WMG সমূহের কর্মকান্ড থেকে প্রতিয়মান হয় যে পরিচালনা কমিটি নিয়মিত সভা করছে, সমিতির হিসাব হালনাগাদ করে রাখছে। নিয়মিত নির্বাচন হচ্ছে, প্রত্যেক সমিতি তাদের এলাকায় নির্মিত/ মেরামতকৃত অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করছে মর্মে দেখা যায়।
(গ) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশিদারীত্ব (Participation) বৃদ্ধি ও আয়-বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ।	পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু ও অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (ভূমিহীন কৃষক এবং ছিন্নমূল মহিলা) আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ায় নিজেদের এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।	সমিতির সদস্যগণকেই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা র বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে দেখা গেল। সদস্যদের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে জানা যায়।
(ঘ) খুলনা জেলার পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এবং সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং ৫ ও	বর্ণিত এলাকায় আইলা-২০০৯ এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র	বাপাউবোর অবকাঠামো পুনর্বাসন করা হয়েছে মর্মে

১৫ এলাকায় আইলা-২০০৯ এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামো পুনর্বাসনের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।	অবকাঠামো সমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে।	জানা যায়।

২২। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পটি উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জিত হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়েছে । পরিদর্শনকালে জানা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পে সফলতা, উপকারভোগীদের নিকট গ্রহনযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে প্রকল্পটির ২য় ফেইজ এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

২৩। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহনঃ প্রকল্পটি আওতায় ০৪টি জীপ, ৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ এবং ৪০টি মটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। PCR-এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত কোন তথ্যাদি নাই। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় যানবাহনগুলি সরকারী পরিবহণ পুলে জমা দেওয়া হয়নি। জিজ্ঞাসায় জানা যায় ৩টি ডাবল কেবিন পিকআপ নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ডে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি জীপ "দ ক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় ফেজ)" প্রকল্প পরিচালক ঢাকায় ব্যবহার করছেন। ৩টি জীপ যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডে রক্ষিত আছে।

২৪। সাধারণ পর্যাবেক্ষণঃ

২৪.১। প্রকল্পটি এলাকার জনগণের কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশুর উন্নয়নের ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে;

২৪.২। স্থাপিত টিউবয়েলের পানি আর্সেনিকমূক্ত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন হয়েছে;

২৪.৩। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা সর্বসাধাণের কাছে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে; এবং

২৪.৪। প্রকল্প এলাকার ৫টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও ২৪ জন সদস্য পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচিত হয়েছে মর্মে জানা যায়। যা পানি ব্যবস্থাপনা দলের কর্মকান্ড জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত বলে মনে হয়েছে।

২৫। <u>সমস্যাঃ</u>

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে বড় ধরনের কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়নি মর্মে পরিদর্শন কালে জানা যায়। তবে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পের শুরুর দিকে নিম্নবর্ণিত কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিলঃ-

২৫.১। আলোচ্য প্রকল্পটি বাপাউবো'র ১ম প্রকল্প যেখানে অংশিদারীত্বমূলক পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা Concept বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৬ সালে প্রকল্পটি বা স্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল, পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি ইত্যাদির সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে জটিলতা দেখা দেয়;

২৫.২। ডিপিপি'র আলোকে এনজিও'কে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নিয়োজিত এনজিও'র দক্ষতা, সাংগঠনিক কাঠামোর দূর্বলতা এবং অনভিজ্ঞতার কার ণে ফিল্ড ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়; এবং

২৫.৩। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতি'র নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিলতার কার ণে প্রকল্পের জন্য গঠিত ১৪টি পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির নিবন্ধন থেমে যায়, যদিও তা পরবর্তীতে এডিবি ও বাপাউবোর সম্মতিক্রমে সমঝোতা স্মারক স্বা ক্ষরের মাধ্যমে সমাধা হয়।

২৬। সুপারিশ/মতামতঃ

২৬.১। প্রকল্পের আওতায় গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমিতিগুলো **WMA/WMG** যেন টেকসই হয় এবং নির্মিত/ মেরামতকৃত অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ অব্যহত থাকে সে জন্য নড়াইল পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২৬.২। উপজেলা কৃষি, জনস্বাস্থ্য, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির পরিচালনা কমিটির সদস্যদের নিবিড় যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড নড়াইল এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে;

২৬.৩। অবকাঠামো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে সহায়তার লক্ষ্যে সমিতি/দল কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ আদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

২৬.৪। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/মেরামতকৃত কোন অবকাঠামোতে বড় ধরনের মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে তা পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্নের ব্যবস্থা করবে;

২৬.৫। সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের গাড়ী সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের অধীন কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাকরণ সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহনসমূহ সরকারী পরিবহনপুলে জমা দানের বিধান/নির্দেশনা রয়েছে। সেই অনুযায়ী এ প্রকল্পের জন্য ক্রয়কৃত গাড়ীগুলি সরকারী কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলে জমাদানের ব্যবস্থা করতে হবে;

২৬.৬। প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে; এবং

২৬.৭। সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও তা আইএমইডিকে এক মাসের মধ্যে অবহিত করতে হবে।

ডেভেলপমেন্ট ফেজ অব ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইনফ্রাষ্ট্রাকচার ইন ভোলা ডিষ্ট্রিক শীর্ষক প্রকল্পেরসমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন,২০১৫)

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	Development Phase of Water Management Infrastructure in Bhola District (DWMIB)
২।	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৩।	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	ঃ	পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়

০৪।প্রকল্পেরএলাকা (জেলা ও উপজেলারনাম)ঃ ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, চর ফ্যাশন, লালমোহন, তজুমদ্দিন।

০৫। প্রকল্পেরবাস্তবায়নকাল ও ব্যয়ঃ

(লড়্গটাকায়)

অনুমোদিতব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয়(মূল্য অনুমোদিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের%)
মূল ব্যয় মোট টাকা প্রঃ সাঃ	সংশোধিত		মূল মোট টাকা প্রঃ সাঃ	মেয়াদ বৃদ্ধি			
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৫২৯.০২ ৬২.৭১ ১৪৬৬.৩১	-	১৩৯৮.৫২ ২.০৩ ১৩৯৬.৪৯	০১/০১/২০১৩ – ২৮/০২/২০১৪	০১/০১/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৫	০১/০১/২০১৩ – ৩০/০৬/২০১৫	-১৩০.৫ (৮.৫%)	১৬ মাস (১২৩%)

০৬।প্রকল্পের অর্থায়নঃ নেদারল্যান্ডস এন্টারপ্রাইজ এজেন্সির আওতাধীন ORIO গ্রান্ট।

০৭।প্রকল্পের অংগভিক্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ পরিশিষ্ট "ক"

০৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণঃ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

০৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি(Methodology) ঃ

প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :-

- অনুমোদিত প্রকল্প ছক পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন
- প্রকল্পের নথি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। <u>প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পটভূমি</u>ঃ

১০.১ **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ** প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ হলো : বিদ্যমান অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষন,নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন এবং ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য ক্রসড্যাম নির্মাণ- এর উদ্দেশ্য সমীক্ষা কাজ করা ।

১০.২ **পটভূমিঃ** ষাটের দশকের প্রথমদিকে ভোলার মূল ভ-খন্ডকে "পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প"এর আওতায় ২৫০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ দ্বারা পোল্ডারিং করা হয়। এই উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের মুল উদ্দেশ্য হল, ভোলা জেলাকে বন্যা, জলোচ্ছাস ও লবণাক্ততার হাত হতে রক্ষা করা। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ভোলা জেলার মূল ভূ-খন্ডের জানমাল, জমি-জমা, ফসল ইত্যাদি লবণক্ততা ও জলোচ্ছাসের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে। এ দ্বীপের জনগণ সুপেয় পানি, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি সমস্যার মুখোমুখি।Morphological কারণে গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা নদীর মোহনার কাছে বিভিন্ন স্থানে চর জেগে নদীর প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে। এছাড়াও জোয়ার ভাটার তীব্র স্রোত, উজান থেকে আসা প্রবল পানিপ্রবাহ, sediment load এসবের সম্মিলিত প্রভাবে নদী তীর ভাঙ্গন হচ্ছে।

পোল্ডার ৫৬/৫৭ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় আছে। জরুরী ভিত্তিতে পোল্ডার ৫৬/৫৭এর পুনর্বাসন প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পানিউন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পোল্ডার ৫৬/৫৭ এর পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ORIO grant এরজন্য নেদারল্যান্ডস সরকারের নিকট আবেদন করে, যার ফলশ্রুতিতে প্রস্তাবিত এ প্রকল্পটি নেদারল্যান্ডস সরকারের পড়ো ORIO এর আর্থিক সহায়তায় এবং RoyalHaskoning এর কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় মূলতঃ ভোলার পানি ব্যবস্থাপনা মডেল প্রণয়ন করা হবে। প্রকল্পের এ পর্যায়কে উন্নয়ন পর্যায় Development Phase নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রকল্পটির ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে বাস্তবায়ন পর্যায় এবং রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায় বাস্তবয়ন করা হবে।

১১। **প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ** প্রস্তাবিত প্রকল্পের কার্যক্রম হলোঃ Coastal Embankment Improvement Project CEIP সমীক্ষা প্রতিবেদনসহ ভোলার পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল সমীক্ষার পর্যালোচানা করা, দুর্যোগ সতর্কতা বিষয়ে বাঁধের তদারকিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমন্বয় সাধন, নদীতীর ও বাঁধের ঝুঁকিপূর্ন জায়গা নির্দেশে করে ঝুঁকি ম্যাপ প্রণয়ন, বাঁধের পুনর্বাসন ও উপকূলীয় প্রতিরক্ষার বিভিন্ন option প্রণয়ন, EIA & SIA প্রতিবেদন প্রণয়ন, উপকূলে এ Software এর মাধ্যমে বাঁধ তদারকিকরণ,Financial planএবং Procurement Planপ্রণয়ন।

১২। **প্রকল্প এলাকাঃ** ভোলা সদর, দৌলতখান, বোরহানউদ্দিন, চর ফ্যাশন, লালমোহন, তজুমদ্দিন।

১৩। **Procurement** সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

ক্রয় সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি প্রকল্প অফিসে সংরক্ষিত নেই।

১৪ । **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ**

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদ কাল	
গোপাল চন্দ্র সূত্রধর পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা।	পূর্ণকালীন	১৩/১১/২০১৩	২৯/১২/২০১৩
মোঃ কুদরত আলী পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা।	পূর্ণকালীন	০৯/০১/২০১৪	০৯/০৪/২০১৪

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদ কাল	
মোঃ মকবুল হোসেন পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর বাপাউবো, ঢাকা।	পূর্ণকালীন	০৯/০৪/২০১৪	৩০/০৬/২০১৫

১৫। **প্রকল্পের প্রভাব ঃ** এই প্রকল্পটি বাস্বায়িত হলে ভোলা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ আবাসস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৬। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :**

অনুমোদিত	অর্জিত
বিদ্যমান অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষন,নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন এবং ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য ক্রসড্যাম নির্মাণ- এর উদ্দেশ্য সমীড়্গা কাজ করা ।	বিদ্যমান অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন, নদীর তীর সংরক্ষন,নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন এবং ভূমি পুনঃরুদ্ধারের জন্য ক্রসড্যাম নির্মাণ- এর উদ্দেশ্য সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে|

১৭। উদ্দেশ্য পরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ: উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৮। **বাস্বায়ন সমস্যা:-**

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ হতে শুরু করে পরামর্শকের বিল প্রদান পর্যন্ত সমস্ত কার্যক্রম ORIO কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র Inception Report, Interim Report, Draft Final Report ও Final Report প্রকল্প পরিচালক বরাবর দাখিল করেছে। দাতা সংস্থা কর্তৃক ব্যয়কৃত অর্থের অংগভিত্তিক বিভাজন, ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি ইত্যাদি প্রকল্প অফিসে সরবরাহ করা হয়নি।

১৯। **সুপারিশ:**

১৯.১ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও দাতা সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ সংস্থা দাতা সংস্থার অসহযোগিতার বিষয়টি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ-কে অবহিত করতে পারে;

১৯.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে আরও তৎপর হতে হবে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব মনিটরিং ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে;

১৯.৩ প্রকল্পটির উপর দ্রুত External Audit সম্পাদন করতে হবে;

১৯.৪ ভবিষ্যৎ-এ এ ধরণের ছোট প্রকল্প জিওবি / সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে সম্পাদন করা যেতে পারে;

১৯.৫ অনুচ্ছেদ ১৯.১ – ১৯.৪ এর বিষয়ে প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক তা আগামী এক মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।